চিন্তা-রহস্য

যাহা কিছু পাবেনা বৈকুণ্ঠ কৈলাসেতে,
তাহা প'বে, পাবে পাবে মিত্রোকসেতে।

বি, মিত্র।
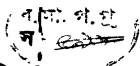
চিন্তা-রহস্য।

শ্রীবিহারীলাল মিত্র

প্রণীত।

কোহিনুর প্রেস : কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮১৮।

চিন্তা-রহস্য।
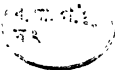
"এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" তা'তে আবার অনেক ভাই,
মাথার খেলা যত কিছুই, সবই হি চাই, চাই, চাই,
ঘুরে ফিরে তাই, তাই তাই।

— ০ —

প্রথম অধ্যায়।

এক ও বহু।

"এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই কথার গাঁথাটি অতি সুন্দর ও মনোহর। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে ইহার মত উৎকৃষ্ট গাঁথা আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বদেশে নানা বিষয়ের নানা তর্ক বিতর্ক হয়, নানা মতামত প্রকাশ হয়, কিন্তু ইহার কেহ শত্রু নাই; সকলেই এক মত। যত দর্শন পৃথিবীতে আছে, হইয়া গিয়াছে ও বোধহয় হইবে, সকলই এক খালি নামের ভেদ মাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা সমস্তই ভেদ দেখি। ভেদাভেদ ব্যতীত জগতের গতি নাই, রূপান্তর জগতের গতি। তবে কি সূক্ষ্মে এক স্থূলে নয়?

স্থূল যত রূপান্তর হইয়া মহাভূতে মিশ্রিত হয়, ভূত তত্ত্ব মহাস্থূলরূপে প্রকাশ পায়। স্থূলের সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম স্থূল বোধ হয়। স্থূলের মধ্যে প্রধান চন্দ্র, সূর্য্য ও ক্ষিতি,

ইহারাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন ; ইহাই কি পুনর্জ্জন্ম, বোধ হয় তাই।

সূর্য্য রশ্মিদ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া জলকে মেঘরূপে পরিণত করে, মরুত তাহা স্বভাবসিদ্ধ গুণে ভগ্ন করে, ক্ষিতি স্বধর্ম্ম গুণে গ্রহণ করে, চন্দ্র রশ্মিরূপে অকাতরে রস দান করে ; এইরূপে অন্ন প্রস্তুত হয়। অন্ন জন্তুর জীবন ধারণ ও বীজের কারণ, বীজ যোনি ক্ষেত্রে ভূত উৎপাদন করে, অতএব সর্গপ্রাপ্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম, কারণ সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি।

ক্ষিতি, অপ্. তেজ মরুত ও ব্যোম ইহারা মহাভূত, ইহাদেরও ভেদ দর্শন হয, কারণ পরস্পরের গুণ পৃথক্ ও পরস্পরের মিল নাই, যে হেতু একের সহিত অপর একের মিলনে নূতন ভূতের আবির্ভাব, একের সহিত একের সংযোগে পুরাতন ভূতের তিরোভাব ও একের সহিত একের বন্ধুতাতে স্থিতিভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু কিসে কিসে যে কি ভাব হয় তাহা আমাদের জানিবার অভাব, কারণ আজ পর্য্যন্ত একভাবে কোন জন্তু দেখা যায়না, যদি থাকিত তাহা হইলে সেই এক। অতএব ইহা ধ্রুব নিশ্চয যে স্থূলে এক নাই, সূক্ষ্মে এক।

সর্ব্বভূত ব্যষ্টিরূপে প্রকাশমান হয়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ, এই চারিটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ নামে নামান্বিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করে. এবং ইহারা ভূতনামে কথিত ও স্থূল নামে বর্ণিত, ইহাদিগের সমষ্টি-সূক্ষ্ম, যাহাতে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"

এই কথায় গাঁথাটি অঙ্কিত, ইহা মনোহগোচর, অনন্ত, অপার এবং দৃষ্টান্তরহিত।

একের ধর্ম্ম নাই ও কর্ম্ম নাই, পাপ নাই ও পুণ্য নাই, মৃত্যু নাই ও জন্ম নাই, (জ্ঞানী নাই ও অজ্ঞানী নাই, ধর্ম্মী নাই ও বিধর্ম্মী নাই,) মিত্র নাই ও শত্রু নাই, এবং রূপ নাই ও বিরূপ নাই। পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডেরা ইহাকে সমাজধর্ম্ম বলিয়া সমাজে প্রচার করে, অন্য যত সমাজ ধর্ম্ম তাহাদের নিন্দনীয়, বিশেষত সাকারধর্ম্ম। সাকার ব্যতীত ধর্ম্ম নাই, নিরাকারে ধর্ম্ম কোথা? যিনি নিরাকার অদ্বিতীয়, তিনিই সাকার বহু। এক ধর্ম্ম হইতে পারেনা, একবাদী হইতে পারে। যাহারা একবাদী জগতের কিছুই তাহাদের গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য নাই, তাহারা বাদী কিন্তু বিবাদী নয়, কারণ তাহারা জানে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" অতএব প্রতিবাদের কিছুই নাই, যদি প্রতিবাদ করা হয় তাহা হইলে বহুবাদী, যাহা কিছু প্রতিবাদ করিব তাহা একের ভিতর, একের বাহির কিছুই নাই, অতএব প্রতিবাদের কারণও কিছুই নাই।

পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডেরা নিজের নিজের মূলমন্ত্র নিজে নষ্ট করিয়া সমাজের দুর্দ্দশা বর্দ্ধন করে ও করিতেছে। হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! নিরস্ত হও, কারণ তোমাদের বলিবার কিছুই নাই তোমরা একবাদী, তোমাদের নিকট সকলই এক, ও তোমাদের সমস্ত জগৎ একময়। সূক্ষ্ম হইতে যুক্তি দ্বারা স্থূল জগৎ সৃষ্টি, কিম্বা স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম

পর্য্যন্ত গতি, ইহাই তোমাদের দর্শন ; এবং ইহাই পূর্ব্ববৎ ও পরবৎ বলিয়া কথিত।

যত কিছু মাথার খেলা ও যত কিছু কথার লীলা, সবই ছাই, ছাই, ছাই, ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই।

পুষ্করিণীর পার্শ্বে কেহ যদি খাদ করিয়া, পুষ্করিণীর সমস্ত জল ঐ খাদে আনিতে চেষ্টা করে তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু খাদ করিলেই একের সমস্ত জল অন্য খাদে ধরে, এইটীকে ভিত্তি করিয়া যদি সমুদ্রের সমস্ত জল অন্য খাদে আনিবার জন্য খাদ আরম্ভ করা হয়, তাহা যেরূপ পাগলামি, বোধ হয় এই সমস্ত জগৎকে মাথার ভিতর প্রবেশ করাণও তদ্রূপ।

কিন্তু দেখ, যতটুকু খাদ করা হয়, ততটুকু জল ধরাণ যায় ইহা সত্য, এবং খাদ করিলে জল প্রবেশ হয় তাহাও সত্য, কিন্তু তাবলে সমস্ত পৃথিবীর রস খাদে আনা যায় না, তদ্রূপ সমস্ত **একের** মহিমা এত ক্ষুদ্র মস্তকে আনা যায় না। **এক** ইহাই সত্য, কারণ সকল মহাজনেরা নানা কথায় ও নানা প্রণালীতে ; সেই **একের** প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যদিও দেখিতে বহুভেদ, কিন্তু স্থির ভাবে ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ভিত্তি দেখিলে, বোধ হয় সকলেই এক দেখিবে, তাবলে **এক** সমাজ ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ তিনি সূক্ষ্ম, সমষ্টি, অব্যক্ত ও ব্রহ্ম।

কোন এক রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, অহে মন্ত্রিন্।

অভেদ কোথায় দৃষ্ট হয়, মন্ত্রী বলিল জ্ঞানীতে, কারণ সকল জ্ঞানীর এক মত।

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিন্! তোমায় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হইবে, মন্ত্রী বলিল, "মহাশয়! আপনাকে কল্য সমস্ত রাজধানীতে ঘোষণা দিতে হইবে, যে রাজা সমস্ত রাজধানী-বাসীদিগকে হুকুম করিয়াছেন, কল্য শনিবার অমাবস্যা রজনীতে মহাশ্মশানের নিকট যে এক পুষ্করিণী আছে, সকলে এক এক কলসী দুগ্ধ ঐ পুষ্করিণীতে ঢালিবে, যাহাতে উহা দুগ্ধ পুষ্করিণী হয়, কারণ পরদিন প্রত্যুষে রাজা ঐ দুগ্ধ-পুষ্করিণীর দুগ্ধ লইয়া পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন, যদি কেহ এই হুকুমের বহির্ভূত আচরণ কর, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইবে।" মন্ত্রী ইহা বলিলে রাজা যথা যোগ্য উচিত হুকুম বাহির করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, মন্ত্রীও নিজালয়ে প্রতিগমন করিল।

পর দিবস কর্ম্মচারীরা যথামত রাজাজ্ঞা রাজধানীতে প্রচার করিতে লাগিল। রাজধানীবাসীরা সকলে হুকুম শিরোধার্য্য করিয়া, ঘোষনাকারীদের অনেক আনন্দ সূচক বাক্য প্রয়োগ করিল। "রাজা পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন, ইহা অপেক্ষা রাজভক্ত প্রজাদের আর কি আনন্দ হইতে পারে, যাঁহার জন্মে বংশাবলী ক্রমে প্রতিপালিত, সেই রাজার বংশ রক্ষা হেতু এ কার্য্য, আমাদিগের যথাসাধ্য তাহাই করিব; এক কলসী দুগ্ধ কি? প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া যদি আমাদিগের রাজার কার্য্য করিতে

হয় তাহাও করিব।” ঘোষণাকারীরা একথা রাজ্যবাসীদের কর্ণগোচর করিবার পর নিরস্ত হইল।

ঘরে ঘরে জ্ঞানীরা সকলে স্থির করিল “যদি আমি এক কলসী দুগ্ধ না দিয়া জলই দি, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবেনা, কারণ এত দুগ্ধে এক কলসী জল ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই; এইরূপে প্রত্যেকে দুগ্ধ না দিয়া জল ঢালিল। পরদিন প্রত্যুষে রাজা ও মন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, পুষ্করিণী যেমন তেমনই আছে, লাভের ভিতর দুগ্ধ পুষ্করিণী না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ জল বৃদ্ধি হইয়াছে। মন্ত্রী বলিল, মহারাজ! সকল জ্ঞানীর এক মত কিনা দেখুন, কারণ সকলেই বিবেচনা করিয়াছে, যে আমি এক কলসী দুগ্ধ না দিয়া জল দিলে ধরা পড়িবনা। রাজা মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সকল দেশে সকল সময়ে সকল দার্শনিকেরা, **একের** মহিমা বাহির করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কিছুই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাঁহার মাথা যতটুকু দৌড়িয়াছে, তিনি ততটুকু গিয়া হাঁপাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান বলিয়া শেষ করিয়াছেন। এইরূপে যত লোক দৌড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের এক-এক নাম দিয়াছেন। বহু ভাষাতে বহু নাম ইহার কারণ বহুভেদ উৎপাদন হইয়াছে। এই ভেদই তর্কের মূল।

এককে কেহ টুক্রা টুক্রা করিয়াছেন, কেহ ঐ টুক্রাকে

জুড়িয়া জুড়িয়া এক প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু কে বতদূর কৃত-কার্য্য হইয়াছেন, তাহা এক জানেন। অন্য সকলেই বহু, কি করিয়া জানিবেন, যদি বল সমস্তই এক, তাহা হইলে বলিবার ও লিখিবার কিছুই নাই।

বড বড মহাজনেরা বহু পরিশ্রমে বহুদূব গিয়া, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কিছুই স্থিব না করিতে পারিবা, নেতি নেতি বলিয়া অস্থির হইয়া বম্ বম্ গাল বাজাইয়া, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই কথার গাঁথাটি মস্তকোপরি ধারণ করিয়া, পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ দৃষ্টি করিতে করিতে, এবং আদি শব্দ বার্বার্ (আদি শব্দ চক্ষু বুজিয়া দুই কর্ণ অঙ্গুলি দিয়া বন্ধ করিলে যে শব্দ অন্তরে শব্দায়মান হয়) শব্দ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া যান। মূর্চ্ছা ভঙ্গে আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করেন, কারণ তখন শক্তি বিহীন, শক্তি বিনা মুক্তি নাই; এই শক্তিই বহুর কারণ। ভগবতীর আগমনে আনন্দ অপার।

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! ভগবতীর নিন্দা করিওনা, ভগবতী না থাকিলে তোমার অস্তিত্ব থাকিতনা। জগতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যে ভগবতীর পূজা না করেন। ভগবতী সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ। ইহাঁর আর এক নাম "বিন্দু-বাসিনী" বিন্দু ব্যতীত ইঁহার খাদ্য নাই; এই বিন্দুই জীব। একের ক্ষয় অন্যের উৎপত্তি, ইহাই আদ্যাশক্তির লীলা। যদি কেহ মনে করেন, আমি ক্ষয় করিব না, যে হেতু ক্ষয় আমার ইচ্ছাধীন, কিন্তু তাহা মহাভ্রম; কারণ আদ্যাশক্তি মহামায়া

বলিয়া কথিত। মায়া রূপ কায়া অর্থাৎ জগৎ। মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া জগতের সাধ্য নয়।

স্ত্রীলোক ত্যাগে ও বনবাসে অক্ষয় হয় না। শুকদেব কোথায়? যাঁহার তুল্য ত্যাগী ও বনবাসী পুস্তকে আর দ্বিতায় দেখা যায় না, তিনিও রূপান্তর হইয়াছেন। যোনিতে বিন্দু-পাতে স্বরূপের উৎপত্তি, কিন্তু বিন্দু প্রতি মুহূর্ত্তে নানা প্রকারে ক্ষয় হইতেছে, তাহা কেহ রক্ষা করিতে পারেনা ও পারিবেনা। ক্রমশঃ ক্ষয় নাশের কারণ। যোগাভ্যাসীরাও নাশের বশীভূত, কেবল যোগী নয়। জগতে কেহ যোগী নাই। যোগী এক-তিনি, যিনি নানা পুস্তকে নানা শব্দে বর্ণিত। দত্তাত্রেয় যাঁহার তুল্য যোগাভ্যাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অদ্যাবধি আর কেহ লাভ করেন নাই, তিনিও মহামায়ায় বশীভূত হইয়া, কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই একবাদী এবং ইঁহারাই সমাজ ধর্ম্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যষ্টির সমতা শিক্ষা ব্যতীত, সূক্ষ্মের শিক্ষা দুরূহ। যখন এক বহু হইলেন এবং বহুকে বহু ভাগ করিলেন, তখন তিনি এক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রত্যেক ভাগের, প্রত্যেক প্রত্যেক অপর ভাগের সহিত বিপরীত ভাবের লক্ষণ করিয়া দিলেন, এবং সেই এক এক ভগ্নাংশকে এক করিলেনঃ—মনুষ্য মনুষ্যের সঙ্গে এক, পশু পশুর সঙ্গে এক, মৎস্য মৎস্যের সঙ্গে এক, এবং পক্ষী পক্ষীর সঙ্গে এক। উহাদিগের মধ্যে আবার ভাগ করিলেন, সেই ভাগের কারণ আর কিছুই নয়, বোধহয়

এক শিক্ষার কারণ। ব্যষ্টি ভাগে ভাগে এতক্ষীণ, যে সেই সূক্ষ্ম এক, মনোহ্গোচর, অপার ও দৃষ্টান্তরহিত।

সেই সূক্ষ্ম-সমষ্টি এক, ইহা জানাইবার কারণ, বোধ হয় তিনি ভগ্নাংশের ভগ্নাংশকে বড় করিয়া এক এক দল করিলেন:— যথা ইংরাজ ইংরাজের সঙ্গে এক, কাবুলী কাবুলীর সঙ্গে এক, সিংহ সিংহের সঙ্গে এক, ছাগল ছাগলের সঙ্গে এক, তিমি তিমির সঙ্গে এক, চিংড়ি চিংড়ির সঙ্গে এক, সেন সেনের সঙ্গে এক, চড়ুই চড়ুয়ের সঙ্গে এক। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসী ভারতবাসীর সঙ্গে এক নয়। ভারতবর্ষকে আবার ভাগ করিলে অনেক দেশ হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক দেখিতে পাওয়া যায় না।—যথা বাঙ্গালার সহিত লাহোর এক নয়। বাঙ্গালাকে আবার ভাগ করিলে ও বোধ হয় এক দেখা যায় না। ভাই ভাইয়ে এক নাই, ভগ্নী ভগ্নীতে এক নাই, পরস্পর পরস্পরের সহিত রং, খাদ্য, পোষাক, আচার ও ধর্ম্ম ভেদ।

হে সূক্ষ্ম-অদ্বিতীয়-অব্যক্ত। তুমি কি বাঙ্গালাতে প্রত্যেক মূর্ত্তিকেই এক করিয়াছ ? কেননা বাঙ্গালাবাসার মিল দৃষ্ট হয় না, সুতরাং বাঙ্গালাবাসীদের ন্যাসন্যালিটী নাই যদি ন্যাসন্যালিটী থাকিত তাহা হইলে মিল হইত। আপনার ভগ্নাংশ আপনার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভগ্নাংশভূতের পক্ষে ভগ্নাংশ অতি মহত্। বাঙ্গালাবাসীরা এক সৃষ্টি করিতে অক্ষম, কারণ জগতে যত রকম খাদ্য, পোষাক আচার ধর্ম্ম ও রং আছে,

সমস্তই বাঙ্গালাবাসীদের ভিতর পাওয়া যায়। তাহাদের নিজের কিছুই নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে এক হইত।

বাদাতে নানা রকম জিনিষ পচিয়া চিংড়ি মাছের উৎপত্তি হয়, চিংড়ি মৎস্য সকলরকম তরকারিতে মিসে, এবং খাইতে অতি উৎকৃষ্ট হয়, বিশেষত বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ভাল বাসে, বন্ধু বলিয়া নাকি ? বোধ হয় তাই। বাঙ্গালীর মাথা অতি উচ্চ, অপরে যাহা দেখাইবে তাহাই শিখিবে, কিন্তু সমাজ এক ইহা শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সমাজ কি ? ধর্ম্ম কি ? কর্ম্ম কি ? কে কার তুমি কার কারে বল আপন্ আপন্ ? জগত্ কি ? "এক ব্যতাত দ্বিতীয় নাই" ? ইহাই পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডদের বুলি, এই বুলি ঠিক্ টিয়াপাখীর মুখে রাধাকৃষ্ণবুলিরমত।

ব্যাঙ্কের পোদ্দারেরাও প্রত্যহ অনেক টাকা নাড়েচাড়ে, কিন্তু যখন পাঁচটার পর বাটী যায়, বাটীতে গিয়া দেখে গৃহিণী অত্যন্ত বাগান্বিতা হইয়া, হাত পা ছড়াইয়া বসে আছে, হাত পা ধুইবার জল রাখে নাই, তখন ব্যাঙ্কের পোদ্দার টাকা নাড়ার গরমে, গৃহিণীকে বহু তিরস্কার করে ও বলে, খেপি ! তোর রাগ হবার কারণ কি ? আজ আমি পাঁচলাক্ টাকা নগদ দেখিচি, আমার পাড়ায় আর কারো পাঁচলাক টাকা আছে ?

গৃহিণী বলে হাঁরে মুকুন্দ ! তুই যা বল্লি তা ঠিক্, কিন্তু তোর ঘরে আজ চাউল নেই, তার কি হবে, রোজ্ তো লাক্ লাক্ টৈ কথা নাই, কিন্তু পনর, টাকার বেশী কোন মাসে

আনিতে দেখি নাই তাতে আবার আট্‌টী খেতে, তা যাহা হউক এখন মুদিতো আর চাউল দিবে না, তার গত মাসের টাকা বাকী, তুমি কোথা থেকে এখন নিয়ে এস, আর তা না হলে পাঁচ লাক্ টাকার উপর শুয়ে থাক, ছেলেগুল না খেয়ে মরে যাগ। তখন পোদ্দার মনে মনে ভাবিল, খেপীতো ঠিক্ বলেচে, আমিতো এত টাকা গাড়ি, তাহাতে আমার কি, আমারতো মাসে পনর টাকার বেশী নয়, এই চিন্তা করিতে করিতে পোদ্দার বাটী হইতে বাহির হইল।

হে পাণ্ডিত্যাভিমিনিপাষণ্ড! এক কার্য্যে আনিত্বে হইলে মতি ভ্রম হইতে হয়, যদি সমস্ত এক, তবে আলাদা কেন? অন্য মন্দির কেন? নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও দিনে উপাসনা কেন? আচার্য্য কেন? একের প্রচার কেন? দলাদলি কেন? পিতা ও পুত্র কেন? মাতা ও স্ত্রী ভেদ কেন? ছুঁচ ফুটিলে আহা লেগেচে বল কেন? জ্বর হইলে অত্যন্ত যাতনা হইতেছে বল কেন? এবং জ্বর উপশমের জন্য স্থল সেবন ও মর্দ্দন কেন? পেটের জন্য হা হা দৈ দৈ কেন? ধনের জন্য লালায়িত কেন? স্বাধীনের কাছে মাথা হেঁট্ কেন? গৈরিক বস্ত্র কেন? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ স্বার্থের জন্য মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কেন? এবং রূপান্তর হও কেন?

কোথায় তোমাদের আলালের ঘরের দুলাল? যিনি একককে সমাজ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন, যদি পরাধীন হইয়া দুই খানি বই পোড়ে, দুই খানা বই লিখে ও পুল্‌পিটে

দাঁড়িয়ে দুই চারিটী বক্তৃতা করিলে, কিম্বা গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়া, পরের স্কন্ধে পেট চালাইবার উপায় অবলম্বন করিলে, যদি এক ইহা সমাজ ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই তাহা হইয়া যাইত। কিন্তু দেখ দেখি দিন দিন বাঙ্গলার অবস্থা কতদূর খারাপ হইয়া আসিতেছে যদি চক্ষু থাকে এবং সত্য পালন কর, তাহা হইলে বলিবে যে ঠিক্ কিনা। প্রত্যেক দিন এক এক অবতার জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং তাহাকে তোমরা সেই এক বলিয়া, পূজা ও তাহার উপলক্ষে উৎসব করিতেছ কিনা?

হে, পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! কথার টেক্স নাই, খাজনা নাই বলিয়া, কি এতদূর অত্যাচার করিতে হয়? ধর্ম্ম প্রচারকের শাজা নাই বলিয়া কি সমাজের এত দুর্দ্দশা বর্দ্ধন করিতে হয়? গৈরিক কাপড়ের মা বাপ নাই বলিয়া, কি পরকে ঠকাইয়া উদর পূরণ করিতে হয়? অবতার প্রস্তুতকারকের মস্তক ছেদন নাই বলিয়া, কি দিন দিন কুমারটুলির মতন অবতার তৈয়ার করিতে হয়? শূকর ও গরু খাবার জন্য, হোটেলে যাইবার জন্য, নানা পরিচ্ছদ পরিবার জন্য, সুরাকে গঙ্গার জল মনে করিয়া সেবন করিবার জন্য, এবং এক লাফে সমুদ্রকে লঙ্কামরিচ করিয়া উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য কি মাহেশ্বী মায়াকে আরাধনা করিতে হয়? ধিক্ শত ধিক্ তোমাদের এক সমাজ ধর্ম্ম চাতুরীকে। যদি ইহার সাজা থাকিত, তাহা হইলে তোমাদের মুখে কত বাহির হইত ও কত চাতুরী করিতে, সমস্তই টের্ পাওয়া যাইত।

দেখ দেখি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন ব্যাসের কি উৎকর্ষ একে এক চক্ষে পুরাণ প্রসঙ্গের সুখ ও দুঃখের লীলাতে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিতেছেন, অপর চক্ষে বেদান্তের বিচারে অস্থির হইয়া যাতনাতে কাঁদিতে কাঁদিতে বুক ভাসাইয়া দিতেছেন, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যে জ্ঞান চক্ষু, তাহাকে অনিমেষ স্থির ভাবে এক দৃষ্টি রাখিয়া উভয় চক্ষুর কার্য্য এক দেখিতেছেন, জন্ম ও মৃত্যু নাই, পাপ ও পুণ্য নাই, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাই, (জ্ঞানী ও অজ্ঞানী নাই, ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মী নাই,) মিত্র ও শত্রু নাই, এবং রূপ ও বিরূপ নাই, খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই এক সূক্ষ্ম-অব্যক্ত-সমষ্টি এবং ব্রহ্ম !

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড। এক কি কখন সমাজ ধর্ম্ম হইতে পারে ? যদি হয় বাঙ্গালীদের সর্ব্বনাশের কারণ, আর কিছুই নয়। বুঝিলে কি ? না খুড়ির কুলা, আর তুমি খুড়ো কেন ভস্মে ঢাল ঘী, মেরে দাও গোজ্ গোজ্ গোজ্। খুড়ো কিছুতেই ছাড়্‌চেনা, যদিও বল ওল্ড্ ফুল শালা বড় গাধা, কিছুই জানে না, বাঁড় নেই, বাগান নেই, মদ্ নেই, গেজেটেড্ অথর ও গেজেটেড্ অফিসর নয়, সওদাগর ও দোকানদার নয়, কিছুই নয়, গেরুয়া কাপড়ও নয়, তবে বেটা মুটে মজুর, তবুও খুঁড়িয়ে বড় আছি। যদি বল বেটা বড় জেটা, তবুও বড়, কারণ গাধার তো বড় আছে-বোম্বাই গাধা। বাপ গাধা, খুড়ো গাধা, না হয় ছেলে বেটা ঘোড়া, ভাইপো বেটা ঐরাবত।

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড। তোমার নাম ধাম খেতাব আরো সব্ আছে, কিন্তু সে সব্ চিরিনিজ্ সারকাসের বানরের দলের মতন ঠিক্ কিনা? স্থির হয়ে বিবেচনা করে দেখ। বানরের দল রিঙ্কের ভিতরে আসিতে না আসিতে, দর্শক বৃন্দের আনন্দের পরিসীমা থাকিতনা। দর্শক বৃন্দেরা নানা ভাষায় ও নানা অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের চালনাতে প্রশংসা করিতে লাগিত, যখন বানরেরা গাড়ী হইতে নামিত, তখন হুরে হুরে শব্দে সাববাস্ টেণ্ট্ প্রতিধ্বনিত হইত। বড় বড় ফুলের তোড়াতে ও ফুলের গোড়ে মালাতে, তাহাদিগকে আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। তারপর তাহারা কিছুক্ষণ প্রশংসার ধমকেতে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইত, পরক্ষণে চারিদিক অবো-লোকন করিয়া ভঙ্গির দ্বারায় প্রত্যুত্তর দিত।

তথায় হোটেল প্রস্তুত ছিল, ইহা বিশ্রাম গৃহ বানরেরা জানিয়া হোটেলে যাইত, এবং চা পান করিয়া শ্রমদূর করিত, হোটেলও বানরের দ্বারায় চালিত ছিল। কিছুক্ষণ টেবিল্ টকের পর গাড়ীতে উঠিত, গাড়ীতে উঠিলেই বানর কোচ্‌মান গাড়ী চালাইয়া দিত, কিঞ্চিৎ দূর যাইতে না যাইতে গাড়ীর চাকা খুলিয়া পড়িত, অমনি বানর-সহিস্ নামিয়া চাকা তুলিয়া ধরিত ও চাকা গাড়ীতে ঠিক্ করিয়া লাগাইত, পুনরায় গাড়ী চালাইয়া রিঙ্কের ভিতর হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইত। পরদিন প্রত্যুষে খপরের কাগজে বানরের গুণের কত প্রশংসা হইত। হে পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড! বল দেখি বানর দল সভ্য

কতক্ষণ? বোধহয বলিবে যতক্ষণ কোমরে দড়ী। দড়ী খুলিলেই যে বানর সেই বানর।

তোমাদের সমাজ গৃহ, কেতাব গৃহ, সভা গৃহ, সমিতি, বক্তৃতা, গৈরিক বস্ত্র, গলায় ফুলের মালা, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ঠিক্ ঐ রূপ কিনা? যদি ইংরাজ বাহাদুর আজ তোমাদের রক্ষাভার তোমাদের উপর দিযা যান, তাহা হইলে ঠিক্ আলিপুরের চিড়িযাখানার সমস্ত খাঁচা খুলিযা দিলে যেরূপ আপনা আপনি খাওয়া খায়ি করিযা মরে সেই রূপ তোমাদের অবস্থা হয কিনা? রাগ করোনা, অভিমান ত্যাগকর, সূক্ষ্ম এক ভুলে যাও, গৈরিক বস্ত্র ছাড়, অবতার তৈযারি কার্য্য ছেড়ে দাও, রাজনীতি ছাড়, বিবেকী নাম ছাড়, রাজ ভক্তি বাড়াও, সমাজধর্ম্ম প্রচার কর, নীতিও সমাজনীতি প্রচার কর, এক পোষাক কর, এক খাদ্য কর, এবং এক বং কর, তাহলে বোধ হয় সূক্ষ্ম একের একদিন অনুভব করিতে পারিবে, তা না হইলে মাথা নেই তার মাথা ব্যথা, হরির খুড়ো মালাই দাসের মতন হামাগুড়ি দিযাই আজীবন কাল কাটাবে।

রুষিয়ান নেসান এই কথার গাঁথাটী কি সুন্দর, কিন্তু কথার গাঁথাটীতে কিছুই নাই, মনে করিলে কাগজে লিখিযা ছিড়িতে পার, পোড়াইতে পার, যাহা ইচ্ছা তাহাই পার। কিন্তু আবার ইহাতেই সব্ আছে, এই কথার গাঁথাটী বলিলেই, সকলের হৃদয়ে একটী ভাব উৎপন্ন হয, সেই ভাবটী দেখিতে ইচ্ছা করিলে, রুষের পুস্তক পড়িতে হয়। তাহাতে বড় বড়

লোকের জীবন চরিত পাওয়া যায়। তাহাদিগের জন্ম, কর্ম্ম, ও মৃত্যু বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। দেহ যেমন একটাতে প্রস্তুত হয় না, নানা প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন, তেমনি রুশিয়ান কনষ্টীটিউসন্ প্রস্তুত করিতে নানা লোকের প্রয়োজন হয়। তাহা দগের নাম ও মত বিস্তার রূপে লেখা আছে, মিলিটারী ও সিভিল কার্য্যের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, চার্চ সম্বন্ধের ও কতকটা দেখা যাইতে পারে, এবং অন্য অন্য যে বিষয় পড়িতে ইচ্ছা কর, তাহা ও বিস্তর পড়িতে পাওয়া যায়, কিন্তু তা বলে রুষের সমস্ত পাওয়া যায়না।

রুশিয়ানদের সংখ্যা কত, কিন্তু কটা লোকের জীবন চরিত আছে? রুষ দেশ কত বড়, কিন্তু কটা দেশের বিস্তৃত বিবরণ আছে? এক একটী ভিলেজের পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখিতে হইলে কোটী কোটী-পুস্তক হয়, কিন্তু তাহাতেও অতি সূক্ষ্ম লেখা হয়না, কারণ যদি লেখা হইত, তাহা হইলে আর একটি সেই রকম ভিলেজ্ তৈয়ারি করা যাইতে পারিত, কিন্তু যায় না, তাহাতে এত সূক্ষ্ম আছে যাহা মনুষ্যের অসাধ্য। ডাক্তারেরা বিজ্ঞানবলে দেহকে ভাগ করিতেছে, এবং ভাগকে ভাগ করিয়া কি কি দ্রব্য সেই সেই ভাগে আছে তাহাও বলিতেছে, কিন্তু এক গাছি গাত্র লোম প্রস্তুত করুক দেখি? কখনও পারিবেনা, কারণ যাহা বলিতেছে তাহা যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে প্রস্তুত করিতে পারিত। তাবলে রুসের পুস্তক ও অঠিক নয়, ডাক্তারদের কথাও অঠিক নয়। স্থূল মনুষ্যের

বুদ্ধিতে যতটুকু আসে, ততটুকু ঠিক্ লিখিতেছে, এবং সেই লইযা জগতে চলিতে হইবে।

কষিযান্ নেসন এই গাঁথাটী লইয়া যদি রুষেরা চুপ কবিযা থাকে, তাহা হইলে বোধ হয, ঐ গাঁথাটী তুই বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। কষিযান নেসান ইহার ব্যষ্টির প্রত্যেক প্রত্যেকের যাহা যাহা কর্ম্ম, তাহা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মাবলম্বী হইতে হইবে, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং করিতে হইবে। যে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট লোককে অপরনির্দ্দিষ্ট লোক করিবে, তাহা শিরোধার্য্য করিযা গ্রহণ করিতে হইবে, ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপ ব্যষ্টির একত্র সমস্ত কার্য্য, রুষিযান নেসান বলিযা জগতে খ্যাত।

একজন মরিলে রুষিযান নেসান এই কথার গাঁথাটী মরে না, এক জনের গাত্রে আগুন লাগিলে, রুষিযান নেসান এই কথার গাঁথাটীতে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়না; কেন যায়না? কারণ প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যষ্টির স্বাধীনতা, সমস্ত ব্যষ্টির স্বাধীনতাতে এক হইলে রুষিযান নেসান এই গাঁথাটী প্রস্তুত হয, অতএব রুষিযান নেসান এই গাঁথাটীতে কিছুই নাই, আবার সব্ আছে। রুষিযান নেসান এই কথার গাঁথাটী "এক ব্যতীত দ্বিতীয নাই,', তাতে আবার অনেক ভাই, অর্থাৎ রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত, মাথারখেলা যতকিছুই, সবই, ছাই, ছাই, চাই, অর্থাৎ যত রুষিয়ান পুস্তক আছে

ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই, অর্থাৎ পুস্তকে যাহা কিছু বলিয়াছে সব্ ঠিক্।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা সকলে ইদানীং সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছ, তোমরা বিদ্যালয়ে যাইতেছ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খেতাব গ্রহণ করিতেছ। তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিতেছ, সুন্দর খাদ্য খাইতেছ, স্বাস্থ্যকর বাটীতে বাস করিতেছ, তোমাদিগের উন্নতির জন্য ক্লাব্ এসোসিয়েসন্ ও লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছ, ও তাহার সভ্য হইতেছ। তোমরা সমাজ গৃহে, দেব মন্দিরে ও হরি সভাতে উপাসনা করিতে যাইতেছ, সময়ে সময়ে হোটেলে মুখ ঢাকিয়া প্রবেশ করিতেছ, ও উহারই রন্ধন সামগ্রী সেবন করিতেছ, অর্থাৎ সভ্য জগতের যাহা কিছু আছে, তাহা প্রায় সকলই নকল্ করিয়াছ, কিন্তু দুঃখের বিষয় সভ্য যাহাতে প্রস্তুত হয়, তাহা কিছুই গ্রহণ করিতেছনা। বোধ হয় "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই কথার গাঁথাটার ধমকে ভয় পাইয়া, স্থূল এককে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। সেও মন্দ নয়, কারণ অভেদ কিছুই নাই, যাহা কিছু কর তাহা সবই এক, অতত্রব নিন্দার কিছুই নাই।

কিন্তু সময়ে সময়ে অনেক দুঃখ শুনা যায়। কেহ কেহ বলে, আমাদিগের নীতি শিক্ষা বিহনে আমাদের উন্নতি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, কেহ কেহ বলে, সমাজ নীতি অভাবে আমাদিগের সমাজের দুর্দ্দশা বর্দ্ধন হইতেছে, কেহ কেহ বলে, আমাদিগের ভ্রষ্ট আহারের দরুণ নানা রোগের উৎপত্তি

হইতেছে, কেহ কেহ বলে, নানা ধর্ম্ম হেতু, আমাদের ভ্রাতৃ ভাবের অভাব হইয়াছে, কেহ কেহ বলে, বিধবা বিবাহ না থাকাতে আমাদের দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বলে, রাসলীলার আধ্যাত্মিক অর্থ না জানিবার দরুণ আমাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হইতেছেনা। কেহ কেহ বলে, পাঁচ টাকা দিয়া ব্রহ্ম দর্শন না করিবার হেতু দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে। কেহ কেহ বলে, গৈরিকবস্ত্র পরিধান না করিবার কারণ ও পরম হংসকে অবতার না করিবার জন্য হিন্দু মুসলমান ও খৃশ্চান, এক হইয়া দুই পা তুলিয়া গঙ্গা পার হইতে পারিতেছেনা। কেহ কেহ বলে, কলের জল খাইবার দরুণ ও বিদেশী ভাষা শিখিবার দরুণ, দেশে এপি-ডেমিক্ হইয়া লোক শূন্য হইতেছে; অতএব ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সভ্য হইতে যতটুকু দরকার প্রায় সমস্তই অভাব আছে। কাহিনীওয়ালারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কাহারো বক্তৃতার ইলেক্‌ট্রিসিটির পাউয়ারেতে মুল্লুক বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। কাহারো কুইল্ ড্রাইভিংয়ের হেঁপাতে পেপার মিলের চাকা অনবরত ঘুরিতেছে। কাহারো অবতার তৈয়ারি করিবার উদ্যোগে, ময়রার লুচির কড়া ধুঁ ধুঁ করিয়া রাত্র দিন জ্বলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহ কিছু করিতে পারিতেছেনা খালি গাবিএ গাবিএ নির্ম্মল জলকে ঘোলা করিতেছে।

আর কত দিন এই রকম অবস্থায় থাকিবে, বোধ হয় যত

দিন বঙ্গনাম জগতে থাকিবে ? বঙ্গমাতা একের নহেন. কারণ তিনি যখন যাকে ভাল বাসেন, তখন তারই প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। বঙ্গমাতা হোম্‌রা চোম্‌রা দেখিলেই ভাল বাসেন। পুত্রেরা মাব ভালবাসাব পাত্রকে ভাল বাসিতে চাহেন। আবার যখন বড় হন, অন্তরে জানিলেন যে অমুক লোক আমার ভালবাসার পাত্র হইতে পারে না, অমনি উপযুক্ত পুত্র আর একটীকে ভালবাসিতে চেষ্টা করেন। তাহার সিদ্ধির কারণ পুরাণ পুস্তকের আদর হইয়া থাকে, নানা শ্লোক উদ্ধার হইয়া থাকে, নানা তর্ক বিতর্ক হয়, নানা সভা হয়, কিন্তু কিছুই ঠিক্ হয় না, আরো দলাদলি বৃদ্ধি হয়। বঙ্গমাতার নাবালক পুত্রেরা মাতার বশ, মাতার ভালবাসার পাত্র তাহাদের ভালবাসার পাত্র, কিন্তু উপযুক্ত পুত্রদের আর এক জন হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে, পুত্রের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় ও এত নূতন দলের আবির্ভাব হয়, যে আপনাপনি আপনাদের গুহ্য প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং জগতে প্রমাণ হয়, যে তাহারা কিছুই নয় ও কাহারও ঠিক্ নাই, যদি ঠিক্ থাকিত, তাহা হইলে সমাজ ধর্ম্ম থাকিত, পোষাক থাকিত, খাদ্য থাকিত, এবং রং থাকিত। কিন্তু ইহারা নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য, সমষ্টি এককে তর্কের ভিতর নিয়ে আসে, কেহ তর্কে উহাদের সঙ্গে পেরে উঠে না। যে যাহাই বলে সবই এক, এই উত্তরে জয় লাভ করিয়া লম্ফ ঝম্প করিয়া বেড়ায়, কিন্তু অন্তরে যে কি দুঃখ হয় তা মা কালীই জানেন।

কোন বড় লোক কোন সময়ে বঙ্গদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ বেড়াইয়াছিলেন। যে যে দেশে গিয়াছিলেন, তাহাদিগের সকলকার সর্ব্ব বিষয়ের একতা দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে আমি অমুক দেশে আসিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি বঙ্গদেশে বাঙ্গালিদের দেখিয়া টের্ পেলেন না, কারণ যত বাঙ্গালি তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রায় সকলেই সকলের সঙ্গে সকল বিষয়েই ভিন্ন, রয়েল্ জোলজিক্যাল্ গার্ডেনে বোধ হয়, এত ভিন্ন দেখা যায় কি না সন্দেহ। পৃথিবীতে যত রং আছে, পরিচ্ছদ আছে, খাদ্য আছে, আচার ও ব্যবহার আছে, এবং সমাজ ধর্ম্ম আছে, সমস্ত সমষ্টি তিনি একত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রম হইবে তার আর সন্দেহ কি। হে নির্গুণ নিরাকার বাক্য মনোহগোচর বাঙ্গালে। তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা সেই সমষ্টি **এক**; অপর দেশের আগন্তুকলোক তোমাদের লীলা কি বুঝিবে। মহাত্মারা কোটী কোটী বৎসর ধ্যান করিয়া যাঁহার লীলা বুঝিতে পারে নাই, সেই **এক** বাঙ্গালিকে বুঝিতে পারে কার সাধ্য, খালী বাঙ্গালি সেই **এক** বুঝিতে পারে কারণ সোহং।

হে বালকবালিকাগণ? তোমরা আর কত দিন নির্গুণ নিরাকার বাক্য ও মনের অগোচর থাকিবে? একটু নীচে এস। সাকার হও কারণ জগতে যত সমাজ ধর্ম্ম আছে সমস্তই সাকার। সাকার ব্যতীত ধর্ম্ম নাই। পৃথিবীতে যত সমাজ

ধৰ্ম্ম প্রচার হইয়া গিয়াছে, হইবে ও হইতেছে সমস্তই সাকার। সাকার না হইলে সমাজ গঠন করেকে। নিরাকারের গঠন নাই। যাহার গঠন নাই, সে গঠন প্রস্তুত করিতে পারে না। অস্তি না হইলে নাস্তি হইতে পাবেনা। পিতা না থাকিলে পুত্র উৎপাদন হইতে পারে না। বীজ না থাকিলে ফল হইতে পারেনা। যদি বল কোনটা কি, তার উত্তব যেটা তুমি বলে থাক। পিতাকে পিতাই বল ছেলে বলনা তো? পুত্রকে পুত্রই বল পিতা বলনা তো? যদি বল পিতা ও পুত্র কি? কিছুই নয়, কত বার পিতা পুত্র হইয়াছে, পুত্র ও কত বাব পিতা হইয়াছে। হয সত্য এখন নয, স্থূলে ত্রক সময়ে পিতাও পুত্র হইতে পারেনা, পুত্র ও পিতা হইতে পাবেনা, রূপান্তর হইয়া সূক্ষ্মে হইতে পাবে। দর্শনের দর্শন ছাড, সে দর্শন সূক্ষ্মকে লইযা থাকে। দর্শন পডিযা জান যে ভিত্তি এক, তাবলে ভিত্তির উপর যে একতল্ দ্বিতল্ আছে তাহা ভিত্তিনয়।

কোন্ এক মহাত্মা বলিযা গিয়াছেন, সকল রোগের উৎপত্তি এক, যদি এই বলিবা চিকিৎসা কবা হয, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। চিকিৎসা শাস্ত্রকে দর্শনে লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিলে দেখিবে, এক হইতে সকল রোগের উৎপত্তি; তা বলে পায়ে হোঁচট্ লেগেচে, ক্যাষ্টর ওয়েল্ ফিজিক্ দিলে হবেনা। মনুষ্যকে মনুষ্য বলিবে, পশুকে পশু বলিবে, মনুষ্যের ভিতর মুসলমানকে মুসলমান বলিবে, খ্রীশ্চান্‌কে খ্রীশ্চান্ বলিবে, আবার মুসলমানের

ভিতর গোলাম্ মহম্মদকে গোলাম্ মহম্মদ্ বলিবে, আবদুল্ আজিজ্‌কে আবদুল্ আজিজ্ বলিবে, এইরকম করিয়া স্থূলকে এক করিতে শিখিবে, সূক্ষ্ম এক বলিয়াসকলকে এক করিবেনা।

বঙ্গদেশে কত লোক কত বড লম্বা চওডা নাম লইয়া মরিযাছে ও রহিয়াছে; বঙ্গদেশের অন্য লোক তাহাদের দরুণ পাগল। কত স্মরণ চিহ্ন প্রস্তুত হইযাছে ও হইতেছে। কত সভা আহ্বান হইয়াছে ও হইতেছে। কত প্রসংশা পত্র দেওয়া হইযাছে ও হইতেছে। কিন্তু বল দেখি, বঙ্গদেশে এমন কি কার্য্য কে করিয়াছে, যাহাতে এত করা উচিত ছিল ও উচিত। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ প্রভৃতি যাঁহারা কার্য্যের গুণে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ও বোধ হয়, এবকম সুদশা ঘটে নাই, কারণ তাঁহাদের সময় সমাজ ধর্ম্ম ছিল। আমাদেব মতন তাঁহাদের নীচ অন্তঃকরণ ছিলনা। হায়রে বিধাতা, যে মুখে রাম সেই মুখে রহিম, যে মুখে না সেই মুখে হাঁ।

হে বালকবালিকাগণ। তোমরা আর পাকা বাঁশের মতন ট্যাঁস্ ট্যাঁস্ করোনা। উচ্চ অন্তঃকরণ কর, উচ্চ প্রকৃতি হও ও উচ্চ কার্য্য কর। আমাদের মধ্যে এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেনি, যাহাকে স্মরণ করা উচিত হয়, যদি কেহ কিছু করে থাকে এবং তাঁহাদের কার্য্যের দরুণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তিবাস, কাশীরাম দাস, আগম্ বাগীশ ও চৈতন্য মিশ্র। ইঁহারা কতদূর সমাজের ইষ্ট বা অনিষ্ট করিয়াছেন সে অন্যের বক্তব্য।

কূপের বেঙ হইওনা, যদি ইচ্ছা হয় মমুদ্রের বেঙ হও। কোন সময়ে কূপেব এক বেঙের সহিত সমুদ্রের এক বেঙেব সাক্ষাৎ হয়, কূপের বেঙ বলিল, ভাই কেমন আছ, বহু দিনেব পর সাক্ষাৎ, আব সকলে ভাল আছে, তোমাব জলাশয শুকিয়ে যাইনিতো? সমুদ্রের বেঙ্গ উত্তব কবিল, আমি ভাল আছি আর অন্য সকলেও ভাল আছে, তুমি যে জলাশয শুকিযে যাইবাব কথা বলিলে, সে জলাশযতো আমাব নয। আমাব জলাশয সমুদ্র। সমুদ্র কি কখন শুকিযে যায। বোধ হয় তুমি দেখ নাই, যদি দেখ্‌তে তাহলে এরূপ কথা বলিতে না। যদি ইচ্ছাকব তাহলে দেখ্‌তে পার। এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূবে আমার জলাশয, বোধ হয তুমি ঐ শব্দ শুন্‌তে পাচ্চ।

কূপেব বেঙ বলিল, জলাশযের কি শব্দ হয় ? ও শব্দ বুঝি অন্য কিসের হইবে। সে যাহা হউক, অগ্রে তুমি আমাব জলাশয দেখ, বোধহয সে বকম জলাশয় কুত্রাপি নাই, কিন্তু চৈত্র মাসে কিছু কষ্ট হয, তাবলে এক লাফে পার হইবার নয়। এই বলিয়া মহাহুঙ্কারে সমুদ্রের বেঙকে সমভিব্যাহারে লইযা, নিজের কূপের দিকে চলিল। সমুদ্রের বেঙ এক লাফে বিশ হাত চলিতে লাগিল, কূপেব বেঙের গতি আদ্ হাত্। সমুদ্রের বেঙ দুইচার লাফে কূপের বেঙেব অদৃশ্য হইল, কিন্তু বেশী আর লাফাইযা চলিলনা, কারণ সমুদ্রের বেঙ কূপের বেঙের জলাশয় কোথা আছে জানিতনা। বহুক্ষণের পর কূপের বেঙ সম্মুখে আসিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল। ওহে

সমুদ্রের বেঙ্ ! তোমার দেহও যেমনি বুদ্ধিও তেমনি, তুমি কোথায় আমার পশ্চাৎ আসিবে, না এক লাফে আমার মাথা ডিঙ্গিয়ে আমার অদৃশ্য হইলে। সভ্যতা শিখনি, কলেজে গিয়ে নলেজ্ পাওনি। আমাদেরও বাপ্‌দাদাদের কত কি ছিল, তাঁরাও এক লাফে চল্লিস্ হাত্ যেতেন, আমি ও পারি, কিন্তু সম্প্রতি অসুক থেকে উঠেচি, তা নাহলে আমি এখনি দেখিয়ে দিতুম্। সত্য কি মিথ্যা চল, আমাদের পুরাতন বইথেকে শ্লোক উদ্ধার করে তোমায় দেখাইগে।

সমুদ্রের বেঙ কিছু উত্তর না করিয়া কূপের বেঙকে বলিল, তোমার জলাশয় আর কত দূর আছে? কূপের বেঙ উত্তর করিল, কেন হে দুই লাফে হাঁপিএ পড়েচ নাকি? বেশী দূর নাই, ঐ দেখা যাচ্চে। সমুদ্রের বেঙ কূপের বেঙকে বলিল, ভাই তোমার জলাশয়ের কাছে তুমি গেলে, আমি তোমার পশ্চাৎ যাইব, কারণ সমুদ্রের বেঙের কাছে কূপের বেঙের জলাশয় একলাফের পথ। কূপের বেঙ ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া মদগর্ব্বে চলিতে আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল; হইবামাত্র পরক্ষণে দেখিল যে সমুদ্রের বেঙ পশ্চাতে দণ্ডায়মান। উহাকে দেখিয়া আর আনন্দের সীমা রহিল না, তৎক্ষণাৎ কূপের ভিতর লম্ফ দিয়া পড়িল। কূপের ভিতর হইতে সমুদ্রের বেঙকে কত আহ্বান করিতে লাগিল, এবং কূপের ভিতর কত রকম লম্ফ ঝম্প করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কূপের মুখে, সমুদ্রের

বেঙের দেহ ঢুকিল না। কূপের ভিতর হইতে কূপের বেঙ বলিতে লাগিল, ওহে ভাই, তোমার জলাশয়ের গৌরব কোথা? ভয় পাচ্চ নাকি? দেখ আমি যা বলিয়া ছিলাম তা ঠিক কিনা? একবার এস ভয় নাই। বলোতো আমি ধরে নিয়ে আসি, দেখ্বে আমার কত বড় জলাশয়; তোমার এত বড় জলাশয় নাই। ছিঃ ভাই, কোন উত্তর দিলেনা, পলাইয়া গেলে নাকি? সমুদ্রের বেঙ ইহা শুনিয়া দুঃখে নিজ জলাশয়ে প্রতিগমন করিল। কূপের বেঙ জানিল, আমার জলাশয় অপেক্ষা আর বৃহৎ জলাশয় নাই, কারণ সমুদ্রের বেঙ ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

হে বালকবালিকাগণ! সভ্য হও, মনে করোনা যে আমাদের মতন জগতে সভ্য আর কেহ নাই। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বলিলে, গেরুয়া কাপড় পরিলে, দুই চারি খানা বই লিখিলে, নামের সামনে ও পিছনে অক্ষর বাড়াইলে, পুল্‌পিটে বক্তৃতা দিলে, পুরাণ বই হইতে শ্লোক উদ্ধার করিলে সভ্য হয় না। পূর্ব্ব পুরুষ বড় থাকিলে নিজে বড় হয় না। আকবর বাদশা ও কোন সময়ে ভারতে বাদশা ছিলেন, তাবলে তাঁহার বংশাবলী বাদশা নন্। কার্য্যই বল, জ্ঞানই বল, উভয়েরই উপাসনা কর। আত্মাভিমান ছাড়, সমাজ ধর্ম্ম প্রচার কর। বঙ্গ দেশে শাক্ত, বৈষ্টব ও শৈব ব্যতীত ধর্ম্ম নাই, যেটা তোমাদের স্যুট্ করে সেইটী লইতে বাধা নাই; কিম্বা নূতন প্রস্তুত করিতেও বাধা নাই। যে অদ্য নূতন, কল্য

সে পুরাণ বলিয়া কথিত হইবে। ধর্ম্মের বন্ধন কর, ধর্ম্মের দর্শন ছাড, তা না হলে একি উকি বলিয়া অবশেষে কিনা নেকা নেকি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য ও শূদ্র, ইচ্ছাকর তাহাও রাখ, কিন্তু বঙ্গদেশে সকলেই শুদ্র কারণ শুদ্র অর্থাৎ পরাধীন। পূর্ব্বে আর্য্যেরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যাহারা কেবল লেখাপড়া চর্চ্চা করিত, তাহাদের ব্রাহ্মণ বলিত। যাহারা লেখাপড়া ও যুদ্ধ কার্য্যে থাকিত, তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিত, এবং যাহারা কেবল ব্যবসা করিত তাহারা বৈশ্য ছিল, কিন্তু সকলেই আর্য্য বলিয়া কথিত হইত। বহুকাল এইরূপ বংশাবলী ক্রমে কার্য্য হওয়াতে, থাকের উৎপত্তি হইল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে বিবাহ করিত। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিযতে বিবাহ করিত, এবং বৈশ্য বৈশ্যতে বিবাহ করিত। তিনের রোহী ও অবরোহী সংযোগে অন্য বহু থাকের উৎপত্তি হইল। ক্রমে এত ডাইলিউসন্ হইল যে হোমিওপ্যাথিক্ ঋক্‌মেরে গেল। অন্যের ও ডাইলিউসন্ হইতে লাগিল, কিন্তু লেখক বিহনে তাদের লোপ হইল। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের বড় রাখিবার জন্য, নানা পুস্তক তৈয়ারি করিতে লাগিল, শেষ কালে এত বড হইল যে অন্যের পৈতে পৈতে বলিয়া গন্য রহিল না। মড়িপোড়া-কুলীন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ রহিল, খাতির অত্যন্ত হইতে লাগিল। ঘরে বসিয়া পায়েব উপর পা দিয়া, বিনা পরিশ্রমে উদর পূরণ করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া

সকলেই ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিল। চরকা ভোঁ ভোঁ করিয়া সুতা কাটীতে লাগিল, কিন্তু আর যোগাতে পারিলনা, শেষে মান্‌চেষ্টার বঙ্গদেশে আবির্ভাব হওয়াতে চরকা রক্ষা পাইল। নানাস্থানে শুভ দিনে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ তৈয়ারি, বিশেষত কালিঘাটে, হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে লোক সংখ্যা প্রায় চার্‌কোটী, তম্মধ্যে প্রায় এক কোটী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ, ইহারা সকলেই পাঁচজন কায়স্থের ও পাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহারা ৯৯৪ শকাব্দে আদিশূরের সময় বঙ্গদেশে আসিযাছিল। দেখ কত রাপিড্ ডাইলিউসন্, ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের যত বেশী হইবে ব্রাহ্মণত্ব ও কায়স্থত্ব তত বাড়িবে। মাদার টিন্‌চার অনেক স্থানে অভাব দেখা যায়, কারণ মেনী মিলিয়ান্ ডাইলিউসন্ হইয়াছে। কোন পুস্তকে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শুদ্র। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণেরা দেখিল আমরা খেই হারাইয়াছি, তখন জন্ম হইলেই শুদ্র, সংস্কার হইলে দ্বিজ, বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র, ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ। পূরাণেতে দেখিতে পাইবে, যে কত সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া, ব্রাহ্মণ বংশ স্থাপন করিয়া গিযাছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাল কি মন্দ ইহা অন্যের বিচার।

হে বালকবালিকাগণ! আর সময় নষ্ট করিও না। তোমাদের এখন সোনার সময। তোমাদের দেশের রাজা তোমাদের শরীর ও ধন রক্ষা করিতেছে। তোমরা সকলে

একত্র হইয়া শিক্ষকের কাছে সমাজ ধর্ম্ম শিক্ষা কর। তোমা-
দের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সমস্তই
বর্ত্তমান ইংরাজ হইতে জানিবে। তোমাদের দেশের হাম্‌দো-
মাম্‌দো ধা জোয়ারের বিষ্টাব মতন ভেসে ভেসে বেড়াইতেছে,
কোথায় যে উঠ্‌বেন তাহার কিছুই ঠিক্‌ নাই। মতির ঠিক্‌
নাই, তৎকারণ গতিরও ঠিক্‌ নাই। যাহার যাহা মনে
আইসে খালি পেনেল কোড বাঁচিযে তাহাই বলে ও লেখে,
তা না হইলে ১ নম্বর চৌরঙ্গি। ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায়
দেখ দেখি আজ তোমাদের কি আনন্দের দিন? এদেশের
সুখদুঃখ ওদেশের লোক শুনিতেছে, ওদেশের কাহিণী সে
দেশের লোক কহিতেছে, সেদেশের কথা এদেশে ওদেশে
আন্দোলন হইতেছে, এদেশ, ওদেশ ও সেদেশ এক হইয়াছে।
এ, বি ও সি, ত্রিকোন রেখা, এ যদি বিএর সঙ্গে এক হয়,
আর বি যদি সিএর সঙ্গে এক হয়, তাহলে সি'ও এর সঙ্গে
এক। স্থূল একের মজা দেখ। ইংরাজি ভাষা সকল দেশকে
এক করিয়াছে। একটা ভাষার একেতে কি আনন্দ দেখ,
যদি এই একতা তোমাদের ধর্ম্মের পোষাকের, খাদ্যের ও রংঙের
সঙ্গে হইত, তাহলে আজ কি আনন্দের দিন। যত টাকা
ইংরাজ বাহাদুর আমাদের দেশের উন্নতির জন্য খরচ
করিয়াছেন, বোধ হয় সার্থক হইত, বঙ্গবাসীরাও জগতে
সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বঙ্গঅহঙ্কার,
সকলেই বলে আমি পারগ যিমি কুইল্‌ ড্রাইভারের কার্য্য

করেন, তিনি বলেন, সেক্রেটরি টুদি এষ্টেট্ অফ ইণ্ডিয়ার কার্য্য করিতে পারি। যিনি ব্যবসা করেন তিনি বলেন, আমি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতন্ কার্য্য করিতে পারি, যিনি হোরাইজেন্টাল বারে এক্স্যার সাইজ্ করেন, তিনি ব্রিটিশ এস্-কোয়ারের কার্য্য করিতে চান। যিনি গেরুয়া কাপড়ধারী হই-লেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে চান। যিনি পুল্‌পিটে উঠিলেন, তিনি লুথার কিম্বা বার্ক হইলেন। আর যিনি এক আর এক যোগে দুই জানিলেন, তিনি দত্তাত্রেয় হইলেন। হায়রে ভাই সকল, তোমাদের লীলা, সমষ্টি এক জানেন কি না সন্দেহ।

> কি কহিব ভাই, কিছু কহিতে না পারি,
> মনে করি চুপ করি, রহিতে তো নারি।
> রঙ, খাদ্য, ধর্ম্ম, বস্ত্র, এক যাব ভাই,
> মরি, মরি মরি তার লইয়া বালাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০-:-০—

ধর্ম্ম।

আজ কাল বঙ্গদেশে বিকার ধর্ম্মের ঢেউ অত্যন্ত বেশী উঠিয়াছে। বোধ হয়, যেন হিমালয় বহু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া আত্ম-গৌরব রক্ষাহেতু ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সীমা ঠিক না করিয়াও বিন্ধ্যগিরির বেড়া দিয়া রাখিয়াছেন। ঢেউ যে কোথা গিয়া মিশিবে, তাহা যখন নাইন্টিন্ সেঞ্চুরির সভ্য বাবুরা ঠিক্ করিতে পারিতেছেন না; তা আমরা কোন ছার্। কেহ কেহ নীতিজ্ঞ ঘরের কোণে বসিয়া মেনুর মতন্ মেঁউ মেঁউ করিতেছে। কেহ কেহ সমাজ-নীতিজ্ঞ ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডালকুত্তার মত ভেউ ভেউ করিতে করিতেছে। কেহ কেহ রাজনীতিজ্ঞ ঘরের ভিতর পুলপিটে দাঁড়াইয়া বাঘের মত হাঁলুম্ হাঁলুম্ করিতেছে। কেহ কেহ গুপ্তনীতিজ্ঞ, ঘাটে, মাঠে, হাটে, নাগরদোল্লার মত কেঁকোর কোঁ করিয়া, দে-পাক্ দে-পাক্ ডাকিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকলকার আধ আধ মুখখানি চন্দ্রিমাবৎ না হইয়া শূন্যবৎ হইয়াছে।

ধর্ম্ম বিনা জগতের অস্তিত্ব নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইহাদেরও ধর্ম্ম আছে। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," ইহা ব্যষ্টি জগতের সমষ্টি, ইহাতে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কিছুই নাই।

যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া মহালীলা করেন, এবং যাঁহার তুল্য লীলা সেই সময়ে সর্ব্ব-সাধারণের ভিতর আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি অবতার বলিয়া কথিত হন, এবং তাঁহার মুখ-নিঃসৃত অমৃত বাক্য, জগতে ধর্ম্ম-পুস্তক বলিয়া আদরনীয় হয়। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নাম লন যথাঃ—ক্রাইষ্টের শিষ্য খ্রীষ্টিয়ান, মহম্মদের শিষ্য মহম্মেদন, বুদ্ধের শিষ্য বৌদ্ধ। তাঁহাদিগের অনুমতি বাক্য যাহা পুস্তকে থাকিবে, শিষ্যেরা একের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। যদি কেহ দর্শনের দ্বারায় সেই বাক্যের উপর তর্ক করে, তাহা হইলে সে তাঁর শিষ্য নয়। একের শিষ্য সমস্ত জগৎ, কিন্তু অবতারের শিষ্য সমস্ত জগৎ নয়। দেশ ভেদে সমাজ ধর্ম্ম ভেদ হয়। কোন কালে সমস্ত জগৎ এক ধর্ম্মাবলম্বী হয় নাই ও হইবেনা। যখন পূর্ব্ব অবতারেরাও পারেন নাই, তখন অন্য কাহার সাধ্য, যে সমস্ত জগৎকে এক ধর্ম্মাবলম্বী করে।

জগতে সর্ব্বকালে স্বাধীনেরা ধর্ম্ম প্রচার করেন, পরাধীনেরা কোন কালে ধর্ম্ম প্রচার করেনা। পরাধীনের ধর্ম্ম স্বাধীনের পদসেবা। ক্রিয়া বিহীন না হইলে পরাধীন হয়না। যাহারা ক্রিয়াবান তাহারাই স্বাধীন, স্বাধীনের মাথা উচ্চ, উচ্চ মাথা হইতে যাহা নির্গত হয় তাহাও উচ্চ। শৃগালের ধূর্ত্ততা পরাধীনের অলঙ্কার, স্বাধীনের অলঙ্কার হয় সিংহের উদারতা। পরাধীনেরা সহোদরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া কাতর হয়, স্বাধীনেরা স্বজাতীয় শ্রীবৃদ্ধি করিতে যত্নবান হয়। পরাধীনেরা আপন

আপন্‌কে ঘৃণা করে, স্বাধীনেরা আপন্ আপন্‌কে ভালবাসে। পরাধীনের ধন কিম্বা মান হইলে আর এক জন্তু হয়, স্বাধীনের ধন কিম্বা মান হইলে স্বজাতের মঙ্গল হয়। পরাধীনের স্বভাব অবনতি করা, স্বাধীনের স্বভাব উন্নতি করা। পরাধীনেরা দুই নৌকাতে পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্বাধীনেরা এক নৌকাতে দৃঢ় হইয়া চেপে বসে। স্বাধীনের বৃত্তি হয় আপন্ ধর্ম্মে মৃত্যু উচিত তত্রাচ পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করা অনুচিত, কিন্তু পরাধীনদের ঠিক্ বিপরীত, পরাধীন অর্থাৎ মূর্খ-স্থূল, স্বাধীন অর্থাৎ পণ্ডিত-সূক্ষ্ম। পরাধীন যাহা কিছু লিখিবে ও বলিবে তাহা অগ্রাহ্য।

কোন সময়ে একজন বাঙ্গালি বিলাৎ যাইতে মনন্ করে, বিলাৎ যাইবার হেঁপাতে সে আচার ভ্রষ্ট হয়। যখন হাবড়া মেল ট্রেনে বিলাৎ যাইতে বোম্বে যাত্রা করে, তখন সে বার আনা বাঙ্গালি এবং চারি আনা বিলাতি নকল্‌দানা হইল। তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন বাইশ বৎসর ছিল। প্রত্যেক ষ্টেশন পারের সহিত তাহার মতি আচার ও বাক্য, পূর্ব্বের সহিত ভেদ লক্ষিত হইতে লাগিল। যখন বোম্বে পৌঁছিল, তখন আর দুই আনা বিলাতি নকল্‌দানাতে যোগ দিল। দুই চারি দিন বোম্বে হোটেলে বাস করিয়া বিলাৎ যাওয়া ষ্টিমারে চড়িল। সে পূর্ব্বে কখন সমুদ্র দেখে নাই, সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া, তাহার ভয় যুক্ত মানসিক আনন্দের ঢেউ অন্তরে উঠিল; চঞ্চলতা ঢেউ এর নিকট শিক্ষা করিতে হয়, কারণ

ঢেউয়ের তুল্য চঞ্চল পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই; ছুই ঢেউত্র আঠার দিন একত্র খাসে এক হইয়া গেল। দুঃখের বিষয় বঙ্গের বাইষ বৎসরের শিক্ষা ক্ষমতা ও রৈতের ক্ষমতা হার মানিল, কারণ যখন সে বিলাতে নামিল, তখন পুরা একজন চুনাগলি ইংরাজী বাজাওয়ালা টেঁস। ইংরাজেরা তাকে দেখিয়া কানাকানি ও গা টেপা টিপি করিতে লাগিল, যদিও সে ইংরাজী পোষাকে ছিল তত্রাচ তাহারা এক নূতন জন্তু বলিয়া জানিল, কারণ কাঙ্গালা রঙে ইংরাজী পোষাক হেতু, তাহাদের মনে এক নূতন বঙের আবির্ভাব হইল। উহাদের মধ্যে একজন আসিয়া নূতন জন্তুকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে, নিবাস কোথা এবং কি কারণ আসিয়াছেন। বাঙ্গালি উত্তর দিল, আমার নাম সো এণ্ড সো, আমি বোম্বে হতে শিক্ষা হেতু, আপাতত আসিয়াছি, কিন্তু আমার নিবাস বাঙ্গলা। ইংরাজ বলিল, বাঙ্গালা। বাঙ্গালি উত্তর করিল, আপনাদের যে ইণ্ডিয়া রাজত্ব আছে, তাহার এক প্রদেশের নাম বাঙ্গালা, ইংরাজ ইয়াস্ ইয়াস্ বলিয়া চলিয়া গেল।

বাঙ্গালি ক্যাবওয়ালাকে ডাকিয়া হোটেলাভিমুখে চলিল। দুই চারিদিন হোটেলে থাকিবার পর, একদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিল, "এক ষোড়শী ঘর ভাড়া দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার দুইটি ছোট ছোট ভগ্নী আছে, সকলেই সুন্দরী নৃত্য গীত ও পিয়নোতে অত্যন্ত নিপুনা। কলেজ, থিয়েটার ও ক্লাব, বাটী হইতে ষ্টোন্ থ্রো দূর হয়।" পরদিন প্রত্যুষে

বাঙ্গালি এক ক্যাব্‌ওয়ালাকে ডাকিয়া, ঐ ল্যাণ্ডলেডির ঠিকানাতে গিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া দেখিল, বাটীর দরজা বন্ধ আছে। বাঙ্গালা প্রথানুসারে দরজাতে ধাক্কা দিতে মনন্ করিয়া যেমন হাত তুলিল; অমনি ক্যাব্ ড্রাইভার বলিয়া উঠিল, আপনি ধাক্কা দিবেন না, ঐ দড়ী ধরিয়া টানিলে ভিতরে ঘণ্টা বাজিবে, বাজিলে ভিতরের লোক জানিবে, যে বাহিরে লোক আসিয়াছে, এবং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিবে। বাঙ্গালি তাহা জানিয়া প্রথমে গাড়িভাড়া দিয়া দড়ী টানিল, দড়ী টানিতেই ষোড়শী আসিয়া দরজা খুলিয়া সমাদর করিয়া, বাঙ্গালিরে ভিতরে লইয়া পার্লারে বসাইলেন, ইত্যবসরে আর দুইটী ভগ্নী আসিয়া যোগ দিল, টেবিল্‌টক্ সুরু হইল। একটী ভগ্নী পিয়নোর সহিত গলা মিশাইয়া গান আরম্ভ করিল। বাঙ্গালি উহাদের সভ্যতাতে মোহিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইয়া বলিয়া গেল, "যে কল্য হইতে আপনার বাটীতে আমি পুটাপ্ করিব।" পরদিন বাঙ্গালি হোটেলের সমস্ত বিল চুকাইয়া দিয়া, ল্যাণ্ডলেডির বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। দুই তিন বৎসরে তাহার লেখাপড়া শেষ হইল। পরীক্ষার সার্টিফিকেট্ লইয়া পুনরায় জাহাজে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। কিছুদিন পরে বোম্বে আসিয়া নামিল। বোম্বে হইতে কলিকাতায় পৌঁছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবার আর বিলাতের ছাপ্ উঠিল না, বাঙ্গালি যে অবস্থায় বিলাৎ ছাড়িয়াছিল, সেই অবস্থাতেই কলিকাতায় রহিল।

হে বালকবালিকাগণ! দেখ বাঙ্গালি কতক্ষীণ, যদি ইহাদের সমাজ ধর্ম্ম, পোষাক, খাদ্য ও রং এক থাকিত, তাহা হইলে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিত না। ইংরাজেরা কার্য্যানুসারে বহুবৎসর ভারতে বাস করেন। ভারতের সর্ব্বরকম সম্প্রদায়ে মিশেন্। ভারতের যাহা কিছু গুহ্য আছে তাহা গ্রহণ করেন. কিন্তু তা বলে কালিঘাটে যাইয়া লাল্ জবাব মালা ও কলির ফোঁটা লন না। শ্রীপাটে গিয়া মালসা ভোগ খান্না। ধুতি চাদবে বাবু সাজিযা, সোনাগাছীর শীতল মিড্নাইট্ এযাব সেবন কবেন না। যাহা লইয়া বিলাত ছাড়িয়া থাকেন, তাহাই লইযা যান, লাভের ভিতর ভারতেব সর্ব্বরকম জ্ঞানের পুঁজি, যাহা পূর্ব্বে বিলাৎ ছাড়িবার সময় অভাব ছিল, তাহাই পুরণ করিয়া লন।

হে বালকবালিকাগণ! দেখ ইংরাজ কত বলিষ্ঠ। ইংরাজের নিকট হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা কর, অর্থাৎ ধর্ম্ম পালন কি করিয়া করিতে হয়, তাহা তাঁহাদের গির্জ্জা যাওয়া দেখিযা নকল্ কর। তোমরা ইংরাজদের ধর্ম্ম অবলম্বন কর কি না কব তাহা বলিতেছি না. যাহাব যাহা ধর্ম্ম তাহাই ইংরাজদেরম তন পালন কর। রবিবারকে—সাবাৎকে ইংরাজেরা কি রকম অবজার্ভ করেন, তাহা তোমরা দেখ। চার্চ সম্বন্ধে কত টাকা খরচ করেন, তাহার মেথামেটিকল্ ক্যাল্কু-লেসন্ কর। প্রত্যেক ইংরাজের বাটীতে বাইবেল্ আছে

কি না তাহার অনুসন্ধান লও। বাইবেল্ প্রচারের দরুণ অকাতরে কত টাকা খরচ করিয়া, ইংরাজেরা কত আচার্য্য নিযুক্ত করেন তোমরা তাহা দেখ। যিশুখ্রীষ্টকে নাচ তামাসা করিলে কি সাজা হয় তাহাও অনুভব কর। যিশুখ্রীষ্টের প্রেমে সকলেই পাগল, সকলকার প্রাণ, মন, ধন, কি প্রকারে তাঁহার উপব উঁহারা সমর্পণ করেন তাহাও ইংরাজের নিকট শিক্ষা কর। মানবের বল ধর্ম্ম, যাহার ধর্ম্ম নাই তাহার বল নাই। ধর্ম্ম না থাকিলে একতা হয় না। স্থূল একতা হয় একের দ্বার স্বরূপ। যে দেশে স্থূলের একতা নাই, সে দেশের লোক একের অনুভব করিতে পাবেনা, যদি করে তাহা কেবল পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইবার, আর দেশকে উচ্ছন্ন দিবার দরুণ আর কিছুই নয়।

বঙ্গদেশে ধর্ম্ম কি তাহার ঠিক্ করা বড় দুরুহ। বঙ্গদেশে সকলেই বলে হিন্দু। হিন্দু কথাটির ও বড় গোল্ মাল্, বঙ্গদেশের কি সবই গোল্মাল্? কেহ কেহ বলে, সিন্ধুনদীর এপারে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে হিন্দু বলে। কেহ কেহ বলে, ইন্দুনামের অপভ্রংশ হিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবংশের রাজত্বে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে হিন্দু বলে। মুসলমান কেতাবে হিন্দ্ অর্থাৎ কাল-কাফের, যাহারা মুসলমান নয় তাহাদের উহারা হিন্দ্ বলে। মুসলমান কেতাবে হিন্দ্ কথা বহুৎ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন সংস্কৃত পুস্তকে পাওয়া যায় না। আজ কাল্ পণ্ডিতেরা হিন্দু কথা সংস্কৃত ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তি

করিয়াছেন, সেটা কতদূর ন্যায় সংঙ্গত তাহা পাঠক পাঠিকাদের উপর ভার রহিল।

সংস্কৃত ভাষা সমুদ্রবৎ। ইহার ধাতু হইতে পৃথিবীর সকল কথার উৎপত্তি করা যায়, কারণ ইহার ব্যাকরণও সমুদ্রবৎ। যাহা কিছু সরলে বুঝা না যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই সরল ভাব-অভাব ইহা জানা যায়। যে জিনিষ বাঁকা করিয়া বুঝিতে হয়, তাহাও নিশ্চয়ই বাঁকা ইহা এক্ শীযম্যাটিক্ ট্রুথ্। উপর বাঁকা অন্তর সিদা, কিম্বা অন্তর বাঁকা উপর সিদা, ইহাতেও গোল্ মাল্ হয়, কারণ যে যে ভাবে মানে করে, সে সেভাবে মানে করিতে পাবে। দুই অর্থ হইলেই সন্দেহ হয়, সন্দেহে মনের তেজ হ্রাস হয়, মনের তেজ হ্রাস হইলে শান্তি বিরাজ করে না। ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক করিলে মূর্খতা প্রকাশ পায়। ভক্তিই ধর্ম্মের মূল। যাহার ভক্তি আছে, তাহার মুক্তি আছে। দর্শনে যে যত তর্ক করিবে, তাহার তত মাথা পরিষ্কার হইবে। পরিষ্কার করিতে করিতে যখন সব্ ফর্সা হইবে, তখন এক আর্সিবে কারণ হালে পানি পায় না। ভক্তি ভিত্তি না রাখিলে, ইহাতেও অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া, দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরিতে হয়। পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডেরা উচ্চ মাথার দুই এক বুলি শিখিয়া, মূর্খের উপর খুব্ বোল্ বোলা করে। যত শীঘ্র এই সব্ পাষণ্ড বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হয়, ততই বঙ্গদেশের মঙ্গল।

কোন সময়ে বঙ্গদেশে এক মূর্খ অনেক দর্শনের বুক্নি

মুখস্থ রাখিয়া, এক দিগ্গজ মহামহোপাধ্যায যোগী হইয়া উঠিয়া ছিল। সে মনে মনে করিত, আমি অষ্টাদশ বিদ্যাতে সুশিক্ষিত, গায়ে ছাই মাখি, সময়ে সময়ে বিষ্ঠাকে চন্দন তুল্য বলিয়া গাত্রে লেপন করি, সময়ে সময়ে দশাপ্রাপ্ত হই, ওম্ ওম্ শব্দ করি, রহুরূপী হইতে পারি, তবে কেন আমি অবতার বলিযা, আমার শিষ্যের নিকট প্রচার না হই। কিন্তু আমার দুই একটা বুজ্‌রুকি শিক্ষা চাই, তা না হলে আমি আমার চেলাদের, কেনা গোলামের মত খাটাইতে পারিব না চেলা অর্থাৎ যে চালায, যে যাকে চালায় সে তার চেলা এইরূপ চিন্তা করিয়া সে এক কেরামত্ ফকিরের নিকট বুজ্‌রুকি শিখিতে চলিল।

কেরামতের কেরামতিতে তখন বঙ্গদেশ পাগল। কেলেজিরা ও পাতিভাঁড় পাতিহাঁস না হইয়া রাজহাঁস হইয়া উঠিল, কেরামতের আড্ডার সামনে এক মহা মাঠ তথায় লোকে লোকাকীর্ণ, সকলকার হাতে পাতিভাঁড়ের ভিতর জল ও কেলেজিরা। কেরামতের ফুঁয়ের কাছে টেলিফোঁন কোথায় লাগে? কেরামতের ফুঁয়ের জলের গুণ্ কত? যে যাহা কামনা করিয়া পান করে তাহাই সিদ্ধ হয়। বাঙ্গালিরা সর্ব্বস্থানে মহা হুজুগ তুলিল। কেহ বলিল, "আমি দেখিয়া আসিলাম, এক জন যোগী ঠাট্টা করিয়া পাতিভাঁড়ের ভিতর জল ও কেলেজিরা লইয়া ছিল, কেরামত্ যেমনি ফুঁ দিল, অমনি পাতি ভাঁড়ের ভিতর জল ফুটিতে লাগিল, যোগী ভয়ে ভয়াম্বিত হইয়া

মহামাঠের পুকুরেতে পাতিভাঁড ফেলিয়া দিল, ফেলিবা-মাত্রেই—পুকুরের জল সমুদ্রের মতন তোল্ পাড়্ করিতে লাগিল, যোগী এই সব্ কাণ্ড দেখিয়া সকলকার সামনে বলিল, ভাগ্যে আমি ফেলে দিয়াছিলাম, তা নাহলে আজ পুড়ে মর্ তুম্। যাহা হউক কেরামত্ বাঁচাইয়া দিয়াছেন।"

এমন সময় বুজ্ রুকি শিক্ষাভিলাষী যোগী তথায় উপস্থিত হইল, যোগী যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে কি হয়েছে" ? কিছুক্ষণের পর এক জন ঐ সব্ কাণ্ড যোগীকে বলিল, বলিবামাত্রেই যোগীব আক্কেল্ গুড়ুম্ হইয়া, আরো কেরামতের উপর ভক্তি বাড়িল। যোগী একবারে কেরামতের দ্বারে উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ অনুনয় বিনয়ের পর কেরা-মতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ মাত্রেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দর্শনের এক একটি বুক্নি ঝাড়িয়া হাফ্ হিন্দি হাফ্ বাঙ্গালিতে বুঝাইতে সুরু করিল। কেরামত বুঝিল এ লোক্টা বড় বিদ্যান ও চালাক, ইহার সঙ্গে আলাপ রাখা উচিত, এই স্থির করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রাণের দ্বার খুলিয়া, প্রাণের কথা কহিতে লাগিল। কেরামত্ পয়লা নম্বরের, যোগী দোসরা নম্বরের, একারণ কেরামতের নিকট্ যোগীর শিক্ষা আবশ্যক হইয়াছিল।

কেরামত্ বলিল, বঙ্গদেশে অবতার কিম্বা বড় লোক হইবার কষ্ট কি। দেখ না লক্ষ লক্ষ হিন্দু আমার উচ্ছিষ্ট জল খাইয়া স্বর্গে যাইতেছে, যে অলাধ্য রোগ

বড় বড় ডাক্তারেরা ভাল করিতে হার মানিয়াছে আমার এক ফুঁয়ের জলে সব্ আরাম হইতেছে। বন্ধ্যার গর্ভ হইতেছে, নির্ধন ধনী হইতেছে, যাহার যাহা অভিলাষ তাহাই সিদ্ধি হইতেছে। আচ্ছা যোগী বাঙ্গালির ছেলে গুলোও কি এত গাধা, যে পাস্ হব বলে ফুঁয়ের জল খেয়ে পরীক্ষা দিতে যায়, তারা না লেখা পড়া শিখিতে স্কুলে বা কালেজে যায়? সে যাহা হউক, তুমি খুব অসম্ভব বকিবে, তোমার তো সংস্কৃত বুঝি জানা আছে? যোগী উত্তর দিল আজ্ঞা হ্যাঁ। কেবামত বলিল, তবে আবার কি, বলিবে যোগ করিলে মানুষ উড়ে, হিমালয়কে উপাড়িয়া কলিকাতায় আনা যায়, আর কলিকাতাকে তুলিয়া বিলাতের উপর বসান যায়। মরাকে বাঁচান যায়, দুই পা তুলে সমুদ্র পার হওয়া যায়। দ্বিভুজকে চতুর্ভুজ করা যায়, চতুর্ভুজকে দ্বিভুজ করা যায়। আর মন্ত্র জপ করিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই হওয়া যায়, যদি শাস্ত্র মা চাও, তাহা আমি যোগ শাস্ত্রে দেখাইয়া দিতে পারি, যদি কেহ বলে, আপনি ইহার কিছু দেখান, অমনি গম্ভীর ভাবে বলিবে, এসব কিছুই নয়। যখন আমি অমুক জঙ্গলে তপস্যা করিতেছিলাম, তখন অমুক সিদ্ধ পুরুষ আসিয়া আমায় কৃপা করিয়া সব্ শিখাইয়া দেন। কিন্তু তিনি দেবার পরে আমাকে ত্রিসত্য করিয়া লয়েন, যে এসব্ কাহাকেও দিও না, কারণ অনেক লোকের অপকার হইতে পারে, অপকার করিলে এসব্ বৃথা হইয়া যায়; যদি

কোন উপযুক্ত চেলা দেখ, এবং তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাকে দিতে কোন বাধা নাই। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহাই সত্য আর সব মিথ্যা জানিবে।

আর দেখ যোগী, যত লোক মূর্খ হইবেক, ততই বুজ্‌-রুকির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইবেক। মূর্খ ব্যতীত মূর্খের চেলা হয় না। জগতে মূর্খের নম্বরই বেশী। তুমি কাহারও কথায় ভয় পাইঁও না, যে যাহা বলিবে তাহা অগ্রাহ্য করিবে। দুই কান্ কাটা না হইলে জগতে কার্য্য হয় না। যত চেলা বাড়িবে ততই গুরুর নাম ছুটিবে। চেলারা তিলে তিলে গুরুর গুণকে তাল করিবে। বাঙ্গালায় ইহার অভাব কিছুই নাই। যত মুখ ফের হইবে ততই অলঙ্কার যোগ দিবে। অলঙ্কারে মুখ ব্যাথা হইলে, পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তকের ভিতর গুরু ঢুকিবে, আর তথায় ঢুকিলেই গুরু অবতার হইবেক। যোগী আর আমায় বৃথা কষ্ট দিওনা, তোমার মাথা খুব্ সাফ্ আছে, তুমি ইহা হইতে আরো অনেক বুজ্‌রুকি বাহির করিতে পারিবে। যোগী তথাস্তু বলিয়া কেরামতের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া, নিজ আড্ডা অন্বেষণে যত্নবান হইল।

কিছু দিন পরে এক পাষণ্ডের কাঁধে চড়িল। বন্ধু বলিয়া উভয়ে উভয়ের কার্য্যে আনন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু দুই পাষণ্ডে একটু প্রভেদ ছিল, একটি পাণ্ডিত্যাভিমানিপাষণ্ড অর্থাৎ গুরু, অপরটি বোকা উদ্ধর্ম্ম পাষণ্ড অর্থাৎ চেলা। চেলা গুরুকে চারি দিকে চালাইতে আরম্ভ করিল। চালাতে চালাতে

দিন দিন চেলা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাঙ্গালার স্ত্রী লোকেরা আরো হুজুগে, বিশেষত ফাঁকি দিয়া স্বর্গে যাইতে ইহাদের মত অন্য কোন দেশের স্ত্রীলোক এত নাই; যখন পুরুষেরাই এত তখন স্ত্রী লোকেরা হইবে, তাহার আর অসম্ভব কি? ফাঁকি দিয়া কোন কার্য্য করিলে নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়, জগতে ফাঁকি দিয়া কোন কার্য্য হয় না, পুরুষকার ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যের ফল হয় না। সে যাহা হউক, যোগীর শ্রী দিন দিন শ্রীফলের বাতাসে, ও বিলাতি ক্লুমডাব গড়া গড়িতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন কি ঠিক্ তেলচুকচুকে মাকাল্‌ফল হইল।

যোগীর আশ্রমে আনন্দ অপার বহিতে লাগিল। যে যেই ভাবে যাইত সে সেই ভাবে পাইত। কিছুকাল পরে যোগী আডল্‌টরি চার্য্যে রাজ দরবারে আনীত হইল, যোগীর মাথা ফ্লাউযার অফ্ দি বারের অপেক্ষা ও উচ্চ ছিল, এই কারণ যোগী আইন্ বাজ্ নিযুক্ত করে নাই। উঁচ্চ মাথা না হইলে এত দূর কার্য্য করিতে পারে না। যোগী রাজদরবারে অনেক "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" প্রমাণের শ্লোক আওড়াইল, আরো বলিল, যে কার্য্য করিয়াছে তাহাকে সাজা দেওয়া হউক। রাজদরবার ধর্ম্মকে আশ্রয় লইয়া বিরাজ করে। রাজার শ্রী হয় ন্যায়। যে রাজ্যে অবিচার হয়, তথায় রাজলক্ষ্মী বিরাজ করে না। যদি আমি কোন দোষনীয় কার্য্য করিয়া থাকি, সাজা লইতে বাধ্য আছি, আর যদি আমি কোন দোষনীয় কার্য্য না করিয়া থাকি, হুজুরের আজ্ঞা হয়, আমার বেকসুর

খালস। রাজা ও মন্ত্রী অন্য অন্য পারিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিল, যোগী তুমি অমুকের বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত আডল্টবি করিয়াছ, এবং যাহা বাদী অনেক সাক্ষীর দ্বারায় প্রমাণ করিয়াছে; তুমি যে কর নাই ইহা প্রমাণ দাও, আর তাহা না হইলে তোমায় গুরুতর সাজা গ্রহণ করিতে হইবেক, ইহাতে তোমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বল।

যোগী উত্তর করিল, ধর্ম্মাবতার? হরে কৃষ্ণ খুন্ করিলে, নিবিরুফেব ফাঁসি হয় না, কিম্বা নিধিকৃষ্ণ যাহা করিবে, হরে-কৃষ্ণ তাহার ফল ভোগী নয়। সকলেই বলিল না। তবে হুজুর, আমি র্ক কার্য্য করিয়াছি, যাহাতে আমায় রাজদরবারে আনা হইল। আমি কে এবং আমি কোন স্থানে আছি। তিনিই সব্, তিনিই সব্ স্থানে বিরাজমান। হাত ও পা ইহারা ও কিছুই করেনি, যদি বল্লেন হুজুর লিঙ্গ? তাকে ও সাজা দিতে পাবেন না কারণ মৃত দেহে লিঙ্গ আছে, সেতো কিছুই করিতে পারে না, অতএব লিঙ্গ দোষ করে নাই। মন, যাহার দ্বারায় সর্ব্বাঙ্গ চালিত হয়, যদি সেই মনকে ধরা হয়, তাহাও মহা ভ্রম, কারণ মনও অন্যের দ্বারায় চালিত হয়। হুজুর, মনের আকার নাই, যাহার আকার নাই, তাহাকে কি সাজা দেওয়া যাইতে পারে? সকলেই উত্তর করিল,—স্থূলসাজা তাহার যোগ্য নয়, সূক্ষ্ম তাহার যোগ্য হয়। যোগী বলিল, যখন মনের সাজা সূক্ষ্ম হইল, এবং মন কার্য্য করে নাই, তখন যিনি কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার সাজা কি হইতে পারে? এবং

কে তাকে সাজা দিতে পারে ? কারণ তিনি এক-ব্রহ্ম-অব্যক্ত, অথবা যে যাহা বলে।

ধর্ম্মাবতার। আপনার কাছে অবিচাব নাই, যে দোষ করিয়াছে তাহাকে সাজা দিতে ইচ্ছা করেন এবং দিতে পারেন, আপনি দেন তাহাতে কোন বাধা নাই, কিন্তু হুজুর, আপনি তাঁহার কৃপায় এই আসন পাইয়াছেন যদি পাইয়া কাহার অপকার করেন, তিনি তাহাব বিচাব করিবেন। তাঁহাব এজ্‌লাস্ বড কঠিন। সেখানে আপনার মন্ত্রী পারিষদ ও ফৌউজ্ চলিবে না। দেখুন, পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তীরা যোগীর ও ব্রাহ্মণের সাত্ খুন মাপ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করুন ? যাহাতে আবার এই পদে পরে আসেন। সময় গেলে আর আসিবে না। যোগীদেব আশ্রম তৈয়ার করিয়া দেন, যোগীদের উপর আইন্ জারী করিবেন না। ব্রাহ্মণদের দান করুন দানের অপেক্ষা পুণ্য নাই। ব্রাহ্মণদের জমী কখন হরণ করিবেন না, ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিলে কখন বিমুখ করিবেন না। ব্রাহ্মণকে সমস্ত দান করিয়া, জঙ্গলে যাইতে পারিলে আরো ভাল হয়। দেখুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বুকে লইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেখ রাজা, তোমার বুদ্ধিতে আমি বড সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক, তোমার জয় হউক, এই বলিয়া যোগী যেমন রাজদরবার হইতে বাহির হইবে, অমনি ঘোরব্বারাজা সিংহাসন ছাড়িয়া গিয়া যোগীর পায়ে লোটা পুটি খাইতে লাগিল, এবং হাত

যোড় করিয়া বলিল, গুরুদেব! আমার দোষ মার্জ্জনা করিবেন, আমি না বুঝিয়া করিয়াছি, আপনার আশ্রম তৈয়ারি করিবার ভার অনুগ্রহ করিয়া আমার উপর দেন। এ দাস আপনার অনুচর, এবং এ দাসের সবই আপনার জানিবেন। যোগী আচ্ছা হবে হবে বলিয়া মস্তোকপরি পদধূলি দিয়া চলিয়া গেল।

তদনন্তর রাজা ভূমি হইতে গাত্রোথ্যান কবিয়া পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রী ও পারিষদকে বলিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে, তোমাদের মত মুর্খ লোক আমার সংসারে না থাকাই উচিত। সাক্ষাৎ বশিষ্ঠ দেবের অপমান, সাপ্‌কে মারিলে শিব্‌কে লাগে তাহা জান না। যিনি রাগ করিলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন, তাঁকে কিনা অপরাধী বলিয়া, দরবারে তাহার দোষের বিচার করিতে আনা? আমি কাহারও কথা শুনিতে চাহি না, বাদীর আজীবন কয়েদ হুকুম্ হইল। তোমরা কল্য যোগীর নিকট যাইয়া, যোগীর যাহা প্রয়োজন হইবে তাহাই অকাতরে আমার সংসার হইতে যোগাইবে। আর এক মাসের ভিতর যোগীর আশ্রম তৈয়ারি করিয়া দিবে, যদি ইহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে তোমাদের সকলকার প্রাণ দণ্ড হইবে, এই বলিয়া রাজা দরবার গৃহ ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম গৃহে চলিয়া গেল বাদীর রোদনে দরবার গৃহ ভয়ে অন্তরে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু দুই একটি ব্যতীত আর

সকলের আনন্দাশ্রুতে বাদীর রোদনের কোন ফলোদয় হইল না। তাহাকে পুলিষ জবরদস্তি করিয়া লইয়া গেল, আর আর সকলে স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিল।

পর দিন প্রত্যুষে পারিষদদের আগমনে, যোগীর আশ্রম তোষামদ বাক্যে পুরিত হইতে লাগিল, যোগীর আনন্দের পরিসীমা নাই। লুচির কড়া অহোরাত্র জ্বলিতে লাগিল। চারি ধারে অত্যন্ত নামের জাহির হইল, খরচের অভাব নাই, যোগীর সংসার রাজ সংসার হইল, যে যাহা চায় তাহাই পায়। এদিকে সুন্দর আশ্রম এক মাসের ভিতর তৈয়ারি হইল। রাজা এই সব শুনিয়া, মহানন্দে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিবেন মনন করিয়াছেন, ইত্যবসরে জ্বরা আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজা দুই চারি দিন যুঝিয়া পরে পরাস্ত মানিলেন, অর্থাৎ ইহ-লীলা সম্বরণ করিলেন। মন্ত্রীর আনন্দের পরিসীমা নাই, রাজ-প্রথানুসারে যুবরাজকে রাজা করিলেন, আলেক্‌জ্যাণ্ডার ও অরিষ্টটল যেন একত্রিত হইল। রাজার বল ও বুদ্ধি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু মন্ত্রী সব কার্য্য দূরে রাখিয়া, প্রথমে বাদীর রিপোর্ট রাজাকে শুনাইল। রাজা ইতি পূর্ব্বে অনেকটা জানিত, কিন্তু যুবরাজ হেতু পূর্ব্বে কিছুই করিতে পারেন নাই। রাজা মন্ত্রীকে বলিল, মন্ত্রিন্। এ বিষয়ে ন্যায় যুক্তি কি? মন্ত্রী বলিল, মহারাজ! সহরে ঘোষণা দেওয়া হউক, যে রাজা "তাঁকে ডাকিতেছেন যিনি সর্ব্ব কার্য্যের দায়ী," অর্থাৎ এক-তিনি-অব্যক্ত-ব্রহ্ম। আর ঘোষণাকারীদের বিশেষ করিয়া

বলিযা দেওয়া হয়, যেন ঘোষণাকারীরা যোগীর আশ্রমে, এমন কি যোগীব নিকটে ভাল করিয়া ঘোষণা দেয়। তার পর যাহা কবিতে হইবে পরে বলিব, রাজা ঘোষণা পত্র দস্তখৎ করিয়া চলিয়া গেল।

ঘোষণাকারীরা চারিদিকে ঢেঁড়াপিটিতে লাগিল। যোগীব আশ্রমেব নিকট যাইযা, ঢেঁড়া পিটিতে পিটিতে আশ্রমের ভিতর প্রবেশ কবিল, তথায় বহু লোক উপস্থিত ছিল। যোগী একখণ্ড বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিয়া, কুশাসনোপরি বসিয়া ছিল। ঢেঁরা পেটা শব্দ শুনিতে পাইয়া, যোগী চেলাদের বলিল, ওহে আশ্রমেব ভিতর কিসেব গোল্ মাল্, দেখ কিসের শব্দ হই-তেছে। ইহা বলা শেষ হইতে না হইতে, ঢেঁডা পেটা লোক সমস্ত যোগীব সম্মুখে উপস্থিত হইল, হইবামাত্রেই যোগী উহাদিগকে বলিল, তোমবা কি গোল্ মাল্ করিতেছ, ওকি ঢেঁপ ঢেঁপ শব্দ কবিতেছ? ঘোষণাকারীরা ঘোষণা পত্র পড়িতে লাগিল। "রাজা তাঁকে ডাকিতেছেন, যিনি সর্ব্ব কার্য্যের দায়ী।" অর্থাৎ তিনি-এক-অব্যক্ত-ব্রহ্ম।

যোগী উপহাসের সহিত ঘোষণাকারীদের বলিতে লাগিল, রাজা কি পাগল হইয়াছে, সম্প্রতি রাজ্য পাইয়া এত অহ-ঙ্কার হইয়াছে, যে তাঁকে রাজা আদেশ করিতেছেন, তিনি কি আস্তবলের বানর, যে রাজার হুকুমানুসারে রাজার নিকট দাঁড়াইবেন, রাজা কি মূর্খ? তিনি নিরাকার-মনোহগোচর, তা কি রাজা জানেন না। রাজাকে আমার শরণাগত হইতে বলিবে,

আর তা না হলে রাজার সর্ব্বনাশ হইবে। হাবা রাজার গাধা মন্ত্রী, তা না হলে কি এ রকম হুকুম বাহিব করে। ঘোষণাকারীরা যোগীকে প্রণাম করিয়া স্বীয় স্বীয় বাটীতে আসিল।

পরদিন রাজা দরবার-গৃহে বসিলে ঘোষণাকারীরা রাজসমীপে যোগী যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদয় কথা রাজাকে শুনাইল। রাজা মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিল, এখন কি করা উচিত। মন্ত্রী বলিল, মহাবাজ আজ এই ঘোষণা দেওয়া হউক, "রাজা যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, যিনি যোগী হইবেন, তিনি অনুগ্রহ কবিযা লইবেন।" রাজা খুসি হইয়া ঘোষণা পত্রে দস্তখৎ করিয়া মন্ত্রীকে দিল মন্ত্রীও যথানিয়মে আজ্ঞা দিল। ঘোষণাকারীরা বাজবাটী হইতে ঢেঁড়া পিটিতে সুরু করিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতে রাস্তায় অনেক লোক জড় হইল। ঘোষণাকাবীরা উহাদের সম্মুখে ঘোষণা পত্র পড়িল, উহারা সকলে বলিল, কেন তোমবা বৃথা এত কষ্ট করিতেছ, একবারে যোগীব আশ্রমে যাইয়া, যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিলেই হয়, কিন্তু ঘোষণাকারীবা উহাদিগের কথা না শুনিয়া ঢেঁড়া পিটিয়া চলিতে লাগিল। বহুক্ষণের পর যোগীর আশ্রমে পৌঁছিল।

যোগী ঢেঁড়ার শব্দ শুনিয়া, চেলাদের আজ্ঞা করিল, দেখ আজ আবার কি হুজুগ। চেলারা আসিয়া দেখিল, ঘোষনাকারীরা ঘোষনাপত্র পড়িতেছে। চেলারা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, ঘোষনাকারীদের সমাদর করিয়া যোগীর নিকটে লইয়া

চলিল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই, ঘোষনাকারীরা ঘোষনা পত্র পড়িতে লাগিল, "রাজা যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, যিনি যোগী হইবেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া লইবেন।" যোগী আনন্দের সহিত ঘোষনাকারীদের আজ্ঞা করিল, স্বর্ণমুদ্রা ঐ চেলাদের নিকট রাখিয়া দাও, আমার কোন আবশ্যক নাই। রাজাকে যাহা আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা উহা রাজাকে বলিয়াছিলে। ঘোষনাকারীরা সকলেই বলিল, আজ্ঞা হাঁ হাঁ। যোগী বলিতে লাগিল, দেখ, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা রাজা শুনিয়া ভয় পাইয়া, আমার কৃপা পাইবার আশায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছেন, যাহা হউক, রাজার কুবুদ্ধি যাইয়া সুবুদ্ধি আসাতে, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কেমন লোকের ছেলে, হবেই বা না কেন, কাঁচা বয়সের দরুণ এক এক বার গোল্ মাল্ করে ফেলে, দেখ ঘোষনাকারীরা তোমরা রাজাকে বলিবে, যোগী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আর সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট রাজার মঙ্গলপ্রার্থনা করেন, রাজার লক্ষ্মী চিরস্থায়ী হউক, রাজা চিরজীবি হউক। যোগী নিস্তব্ধ হইল, ঘোষনাকারীরা চেলাদের নিকট স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পুনরায় ঘোষনাকারীরা রাজদরবারে গিয়া, রাজার নিকট সমস্ত জানাইল। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, এইবার কি করা যায়। মন্ত্রী বলিল, মহারাজ শীঘ্র হুকুম বাহির করা উচিত, তা না হলে যোগী টাকা গুলা নষ্ট করিতে পারে। রাজা জিজ্ঞাসা

করিল, কিরূপ হুকুম বাহির করা উচিত, মন্ত্রী উত্তর দিল, অদ্যই যোগীর আশ্রম টাকা সমেত ক্রোক্ করা হয়, এবং ওয়ারেন্ট বলে যোগীকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদরবারে আনা হয়। রাজা তথাস্থ বলিযা রাজদরবার হইতে উঠিয়া গেল, এবং মন্ত্রীও যথাযোগ্য হুকুম দিয়া স্বীয় ভবনে যাইল।

ওয়ারেন্টের পিয়াদাবা বৈকালে যোগীর আশ্রমে যাইয়া, ওয়ারেন্ট পডিয়া যোগীকে শুনাইল, এবং তৎপরে যোগীকে গ্রেপ্তার কবিয়া, আশ্রমের বাহিরর আনিয়া দাঁড করাইয়া রাখিল। পিয়াদারা অন্য চেলাদের দুই একটী মিষ্টান্ন দেওয়াতে স্বর্ণমুদ্রা যথায় ছিল দেখাইয়া দিল, তাহাও ক্রোক্ করিয়া আশ্রমের বাহিরে আনিল। হেড বেলিফ দুই চারিটী পেঁপে খাই পিয়াদাকে আশ্রমে রাখিয়া, যোগীকে স্বর্ণ মুদ্রা সমেত রাজ দরবারের প্রিজনার রুমে আনিয়া রাখিল। রাজা ও মন্ত্রী আরজেন্ট কেস বলিয়া, এস্পেসাল আইনে রাজদরবারে বসিলেন। পূর্ব্বের বাদীকেও তথায় আনা হইল। দরবারগৃহে এক ইঞ্চিও জমি ফাঁক ছিলনা। যোগীকে যখন দরবাব গৃহে আনা হইল, তখন সূর্য্যের অন্দর মহলে যাইবার সময়, কাজে কাজেই দরবার গৃহকে বিদ্যুত আলোতে আলোকিত করিতে হইয়া ছিল। দরবার গৃহের শোভা বর্ণনা অপেক্ষা ভাল রকম অনুভব করা যাইতে পারে।

যোগী বলিতে লাগিল, ধর্ম্মাবতার ! আজ আমায় কি অপরাধে হুজুরের সামনে আনা হইল ? বিনা অপরাধে

যোগীদের অপমান করিলে রাজা শ্রীভ্রষ্ট হন। আপনার স্বর্গীয় পিতা আমায় ঈশ্বর তুল্য মান্য করিতেন, আপনিও তাহার পথানুসরণ করিয়া গত কল্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া ছিলেন কিন্তু আজ আমি সমস্তই বিপরীত দেখিলাম। অতি দর্প ভাল নয়, অতি দর্পে লঙ্কেশ্বর হত হইয়া ছিলেন। আপনি কি জানেন না, যোগী রাগ করিলে রাজার সর্ব্বনাশ করিতে পারে? বিশ্বামিত্র রাগ করিয়া সূর্য্যবংশের কি না করিয়াছিলেন? যোগী রাগ করিলে রাজা কি পৃথিবীকে উলট পালট করিতে পারে। আপনি যদি ইহার শান্তি শীঘ্র না করেন তাহা হইলে এক্ষণেই আপনাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব, আর আপনার রাজ্যকেও ছার খার করিয়া ফেলিব।

রাজা উত্তর করিল, যোগী তুমি প্রথমদিনের ঘোষনাতে রাজ দরবারে আসিলে না কেন?

যোগী রাগান্বিত হইয়া বলিল, আপনার মত মূর্খের সহিত আমার কথা কওয়া উচিত নয়, আপনি রাজার উপযুক্ত নন আপনার মন্ত্রীও তদনুরূপ। ভাগ্যবলে পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়াফলে ইহ জন্মে রাজা হইয়াছ, কিন্তু পর জন্মে হাড়ির দুর্দ্দশা হইবে। আপনার মত গণ্ড মূর্খ আর জগতে কে আছে, তা না হইলে এই ঘোষনা মনুষ্যেতে দিতে পারে যে, "রাজা তাঁহাকে ডাকিতেছেন যিনি সর্ব্বকার্যের দায়ী," অর্থাৎ তিনি-এক-অব্যক্ত-ব্রহ্ম। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তা কি তোমায় ঘোষনাকারীরা বলে নাই। যাহার সাপ বেঙ জ্ঞান নাই—তাহাকে রাজা বলিবে

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দশজনে মিলিয়া আমার আশ্রমের জায়গা কিনিয়া দিযাছে, আপনার স্বর্গীয় পিতা উহার উপর বাটী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, আপনি নিজে স্বইচ্ছায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন। আমাব কি অপবাধ হইল, যে আপনি পরের ধন ক্রোক্ করিযা আত্মসাৎ কবেন। বিনানুমতিতে পরেব দ্রব্য লইলে চুবি করা হয। বিশেষত রাজা বল পূর্ব্বক পবের দ্রব্য বাজভু করিলে, রাজার পাপেব প্রাযশ্চিত্ত নাই। আপনি মনে কবিবেন না, যে রাজাব দোষেব শাস্তি নাই। ক্ষীণ লোকেব সহায ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্ব জগতকে বলবানেব হস্ত হইতে বক্ষা করেন। দুষ্টেব দমনের ও শিষ্টের পালনের জন্য, জগতে তিনি-ব্রহ্ম রাজা কবিযাছেন, যদি কেহ রাজা হইযা ইহাব বহির্ভূত কার্য্য কবেন, শীঘ্রই তাঁহার বাজত্ব নষ্ট হয়। আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাব ক্ষমা আমার নিকট প্রার্থনা করুন, নচেৎ অচিরাৎ ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

মন্ত্রী হাঁসি হাঁসিমুখে উত্তর কবিতে লাগিল। যোগী তুমি যাহা এখন বলিলে সব ঠিক, কিন্তু বড দুঃখের বিষয়, যে তুমি তোমার আইন্ একরকম কর, এবং অপরেব আইন্ আর এক রকম কর। রাজা যখন প্রথম ঘোষণা পত্র তোমার নিকট প্রচার করেন, তখন তুমি বাজাকে কত ভৎর্সনা করিয়াছিলে; কিন্তু দ্বিতীয ঘোষনাব সময় কত আনন্দের সহিত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছ, রাজাকে কত আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ। পরের স্ত্রী হরণের সময় তিনি-ব্রহ্ম, আর

অর্থ লইবার সময় যোগী-আমি। অর্থ না থাকিলে জগতে অর্থ থাকে না, ইহার কারণ জগতে সকলেই অর্থের দাস। পাপভোগের সময় তিনি-ব্রহ্ম, আর সুখভোগের সময় যোগী—আমি। যদি তিনি-ব্রহ্ম সব, তবে তিনি দিয়াছিলেন, আবার তিনিই লইতেছেন। কেন বৃথা রাজাকে দোষারোপ কর। দেখ যোগী "তাঁকে ডাকিতেছেন, যিনি সর্ব্ব কার্য্যের দায়ী," বলিলে বোধ হয় কেহই উত্তর দিবে না, কিন্তু নাম ধরিয়া ডাকিলে নিশ্চই উত্তর দিবে। একস্থানে দুই জনের এক নাম হইলেই কি গোল্ মাল্ হয়, একজনকে ডাকিলে দুই জনাই আইসে। এই গোল্ মাল্ নিবারণের হেতু তিনি-ব্রহ্ম, স্থূলের প্রধানত্ব দিয়াছেন। যাহা তাঁহার হুকুম, তাহাই চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবেক। দেখ যোগী, ভূভার হরণের দরুণ তিনি সময়ে সময়ে মানব হইয়া জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি-ব্রহ্ম নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন না, কুৎসিত চেহারা লন না, নির্গুণ হন না, এবং স্থূলকে ঘৃণা করেন না। জগতে সেই সময়ে তাঁহার কার্য্যের জোড়া থাকেনা, এই হেতু তাঁহাকে লোকেরা অবতার বলিয়া নাম দেয় তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাক্য বেদ বলিয়া সকলে গ্রহণ করে। যখন স্থূলের একতা সাধন হয়, তখন তিনি লীলা সম্বরণ করেন। সমাজবন্ধন ভগ্নকরা অতি সহজ, কিন্তু সমাজকে বন্ধন করা অতি দুরূহ। বোধচক্ষুরা সমাজ ধর্ম্ম উচ্ছেদ করে, ইহার কারণ রাজার উচিত উহা-দিগকে ফাঁসি দেওয়া। একের নষ্টে যদি পাঁচের ইষ্ট হয় তাহা

করা.বিধেয়। তোমার মত বোধচঞ্চু যত শীঘ্র জগৎ হইতে অবসর লয়, ততই জগতের মঙ্গল। রাজা হুকুম করিতেছেন—তোমায় যে স্থান হইতে আনা হইয়াছে, সেই স্থানে পুনরায় লইয়া যাওয়া হউক, এবং তথা হইতে মশানে লইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হউক, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে। আর রাজা হুকুম করিতেছেন, যে পূর্ব্বের বাদীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হউক। বাদী ইহা শুনিয়া আনন্দে "রাজার জয় হউক" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। যোগী অশ্রুপূর্ণ-লোচনে মন্ত্রীকে বলিতে লাগিল, গুরুদেব। আমি কিঞ্চিৎ সময় প্রার্থনা করি, কারণ আমার দুই একটি বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিতে আজ্ঞাহউক।

মন্ত্রী আনন্দের সহিত বলিল, তোমার যাহা বক্তব্য আছে বল।

যোগী প্রশ্ন করিল। গুরুদেব। পূর্ব্বজন্মের ফল কি ইহ-জন্মে ভোগ করে?

মন্ত্রী উত্তর দিল। যদি পূর্ব্ব জন্ম মান, এবং পূর্ব্ব জন্মের ফল ইহ জন্মে ভোগ করে ইহাও মান, তাহা হইলে ইহ জন্মের ফল পর জন্মে ভোগ করিবে, তাহাও মানা উচিত।

যোগী বলিল, অবশ্য।

মন্ত্রী বলিতে লাগিল, অতিত্ ও ভবিষ্যত্, বর্ত্তমানের দ্বারায় ঠিক্ করা হইতেছে, কিন্তু যদি বর্ত্তমান না থাকিত—তাহা হইলে অতিত্ ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব থাকিত না, অতএব

যেটার দ্বারায় দুইয়ের কার্য্য হয়, সেইটাকেই গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ব্বজন্মে খারাপ কার্য্য করিয়াছ, ইহজন্মে ভোগ করিতেছ, এবং ইহজন্মে যাহা করিবে, পরজন্মে তাহা ভোগ করিবে। তবে ইহজন্মে ভাল করাই শ্রেয়ঃ। যদি বল, ভাল করি কি করে কারণ পূর্ব্বজন্মের ভোগ শেষ না হইলে ত ভাল কি মন্দ কার্য্য করিতে পারি না, তাহা হইলে একাউন্ট মিলিল না। তা নয়, পুরুষ কারের দ্বারায় ভোগ শেষ হয়, অতএব পুরুষকারকে উপাসনা করা উচিত। পুরুষকার ব্যতীত স্থূলের উপর কেহ প্রভুত্ব করিতে পারে না। যত টুকু তুমি পুরুষকারের উপাসনা করিয়াছ—ততটুকু মজা লুটিয়াছ। রাজা তোমার চেয়ে বেশী পুরুষ কারের উপাসনা করিয়াছেন, এই কারণ তোমার উপর প্রভুত্ব লইতেছেন। তুমি ও করিলে জগতের উপর লইতে পারিবে।

যোগী বলিল, তবে পুরুষকারের উপাসনা করা উচিত।

মন্ত্রী উত্তর দিল, হাঁ।

যোগী পুনরায় প্রশ্ন করিল। আত্মা কি, তিনি কি, ব্রহ্ম কি, এক কি ?

মন্ত্রী উত্তর দিল, আত্মা কি, তিনি কি, ব্রহ্ম কি, এক কি, এই সব ফাজলামি এখনও আছে। আচ্ছা তুমি বল দেখি, কে এই সব কথা আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, তিনি কি, এক কি, জিজ্ঞাসা করিতেছে—

যোগী বলিল, যদি আমি জানিব তাহা হইলে প্রশ্ন করিব কেন।

মন্ত্রী বলিতে লাগিল, তুমি জাননা তা আমি জানি, কিন্তু আমার সহিত কে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছে, যদি বল জানি না তাহা হইলে "জানিনা" আত্মা-তিনি-ব্রহ্ম **এক**, আর যদি বল যোগী এই সব্ জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহা হইলে "যোগী" আত্মা-তিনি-ব্রহ্ম-**এক**, আর যদি বল তিনি, তাহা হইলে "তিনি" আত্মা-তিনি-ব্রহ্ম-**এক**। দেখ যোগী—আজ পর্য্যন্ত তিনি কে কেহ জানিল না, যদি নিজে জানিল না, তবে অন্য-কে সে কি করে বুঝাইবে। বড় বড় দার্শনিকেরা বিচার ও যুক্তির দ্বারায় ব্রহ্মকে কত ছেঁড়া ছিঁড়ি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহা-দিগের শেষ মীমাংসাটা কি, দেখ না, দেখিলেই—বোধ হয় বলিবে, "গোল্ মাল্ চণ্ডী পাঠ।" তাঁহাকে কেহ পড়িয়া শুনিয়া জানিতে পারে না, পুরুষকারের দ্বারায় পারে না, তর্কের দ্বারায় পারেনা, তপ্ জপ্ ও মন্ত্রের দ্বারায়—পারে না, গুরুর অনুগ্রহে—পাবে না, কেবল **এক**-তিনি দয়া করিলে পা ব।

যোগী প্রশ্ন করিল, তিনি কাহার উপর দয়া করেন।

মন্ত্রী উত্তর দিল, যাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত হন। বাজে অবতার নয়, থিয়েটার ও যাত্রার সং নয়, যে অবতার গোড়াতে থাকে এবং যাঁহার নাম লইয়া—শিষ্যেরা চলে। চৈতন্য বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণ হইল, কিন্তু কেহ উহাঁর নাম লইয়া চলে না। শিষ্যেরা বহু পুস্তক রচনা করিয়া—প্রমাণের দ্বারায় চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণাবতার করিয়াছে, কিন্তু দেখ, সেই সব্ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাই বলিবে,

"বৈষ্ণব", ইহাতে স্পষ্টই বুঝিবে, চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের পোষকতা—করিয়াছেন, অতএব চৈতন্য অবতার নন।

চৈতন্য পুরুষকারের দ্বারায় বঙ্গের অচৈতন্য বৈষ্ণবকে চৈতন্য করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গের বৈষ্ণবদের চৈতন্যের গুণ গাওয়া উচিত, কারণ চৈতন্য বড়লোক। বিষ্ণু, শিব, শক্তি বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, এবং মহম্মদ, ইহাঁরা পুস্তকে **এক** বলিয়া কথিত হন, এবং জগতে সকলেই—ইহাঁদিগের নাম লন ঃ—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান। স্বয়ং তিনি-**এক** ভূভার হরণের জন্য সময়ে সময়ে জগতে অবতীর্ণ হইয়া—মানবদের সমাজ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া লীলা সম্বরণ করেন। উহাঁদিগের পুস্তক **একের** প্রেরিত বলিয়া জগতে খ্যাত, ঐ সব পুস্তকে যাহা আছে—তাহা বিনা সন্দেহে—ও তর্কে সম্প্রদায়ানুসারে মানবের গ্রহণ করা উচিত। বোধচক্ষুরা সমাজ ধর্ম্ম কি তাহা না জানিয়া—সমাজ ধর্ম্ম ভঙ্গ করে। যে দর্শনের দ্বারায় উহারা সমাজ ধর্ম্ম ভঙ্গ করে, সেই দার্শনিকেরা অবতার দিগের শিষ্য ছিলেন।

যোগীর চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতে লাগিল। যোগী বলিল, গুরুদেব। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল, কারণ আমার জ্ঞানোদয় হইল। ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা শিক্ষা হইল, আপনার ফাঁসি হুকুম আমার কাশী প্রাপ্তি তুল্য হইবে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমার পরকাল ভাল হয়।

মন্ত্রী উত্তর করিল। যোগী বল কি, আমার কি সাধ্য। যিনি ভাল করিবার তিনিই করিবেন, তিনি দয়াময়, তিনিই দয়া প্রকাশ করিবেন। অমনি ভোর তোপের গুড়ুম্ আওয়াজ্ হইয়া সব্ ফরসা হইয়া গেল।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা আর কপট যোগী হইতে ইচ্ছা করিও না, উহাদিগের নিকট হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা করিও না। যোগাভ্যাস করিতে হইলে পাতঞ্জলের বুক্নিতে হয না, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বলিয়া স্থূলকে ঘৃণা করিলে হয না। ক্রিয়া ব্যতীত যোগাভ্যাস হয না। সেই ক্রিয়াই স্থূল হয। স্থূলের একতা ব্যতীত যোগাভ্যাস হইতে পাবে না। প্রথমে স্থূলের একতা শিক্ষা কর। সমাজ ধর্ম্ম, খাদ্য, পোষাক ও রং এক কর। ভ্রষ্ট রেতে জন্ম গ্রহণ করিলে যোগাভ্যাস করিবার অধিকার থাকে না। যে দেশে সমাজ ধর্ম্ম, খাদ্য, পোষাক ও রং এক নাই, সে দেশের লোকের মানসিক তেজ নাই। মানসিক তেজ অভাব হইলে মনের একতা হয না। মনের একতা অভাবে স্থূল এক গ্রহণ করিতে পারে না। এক স্থূল উপাসনা না করিলে, এক চিন্তাভাব হয। একাগ্র চিন্তাভাব হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। কার্য্য সিদ্ধি না হইলে সিদ্ধাই আইসে না। সিদ্ধি না হইলে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহা মাথায আইসে না, যদি আইসে, বাঙ্গালিদের অমঙ্গলের কারণ আর কিছুই নয। স্থূলে যত ভ্রষ্ট হইবে ততই ক্ষীণ হইবে।

ইংলণ্ড বাসীরা সকলেই খ্রীষ্টান, সকলেই—রবিবারকে

সাবাত্ ডে বলেন। মহারাণী হইতে চাষা পর্য্যন্ত এক খাদা খান, এক পোষাক পবেন এবং এক বং ধরেন, ইহার কারণ ইংলণ্ড বাসীদেব মানসিক তেজ আছে—মানসিক তেজ আছে বলিযাই, ইংবাজেব একতা আছে, একতার দরুণ উহারা স্থূল **এক** গ্রহণ কবিবাব যোগ্য হন।

স্থূল একেব যোগ্যতা হেতু—ইংবাজদেব একাগ্রচিত্তের অভাব নাই, একাগ্র চিত্ত আছে বলিযাই—ইংবাজেরা সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধি লাভ কবেন। ইংবাজদেব জন্ম ভ্রষ্ট বেতে নয়, এই কাবণ ইংবা যোগাভ্যাসের উপযুক্ত পাত্র হন। ভারত বর্ষে পূর্ব্বে আর্য্যেবা যোগাভ্যাসেব পাত্র ছিলেন, কাবণ তাহা-দিগেব ভ্রষ্ট রেতে জন্ম ছিল না, যদি কোন ভ্রষ্টবা যোগাভ্যাস কবিত, তৎক্ষণাৎ তাহাব মুণ্ডু দ্বিখণ্ড হইত। বঙ্গ মাতা আচার ভ্রষ্টা, তদ্ কাবণ তাহাব পুত্রদেব যোগাভ্যাস কবিবার অধিকার নাই। যোগাভ্যাসীদেব দুদ্ ভাতের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আহার নাই। ইহার উপর ফল, ক্রমে ক্রমে এক্ ফল। ফলের উপর মূল, ক্রমে ক্রমে এক মূল। মূলের উপর জল, জলের উপর বাতাস, বাতাসের উপর অন্তব সুধা, ইহাব উপর আর কি আছে, তাহা আমাদিগের জানিবাব অভাব। এক এক্‌টীকে তিন্ তিন্ বৎসর করিযা সাধনা করিতে হয। ক্রমান্বয়ে পনর বৎসর করিলে সিদ্ধাই আসে। সাধনা করিবার পূর্ব্বে চান্দ্রা যণ করিতে হয। চান্দ্রাযণ দুই প্রকার, যববৎ ও পিপীলিকা-বৎ, কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ। গোমুত্রে চাউল্‌কে সিদ্ধ করিয়া

পাযরার ডিম্বের মত ঢেলা প্রস্তুত কবিতে হয, ঐ ঢেলা প্রত্যেক দিন এক একটী করিয়া বাড়াইযা পনবটীতে যাইতে হয, কিম্বা পনবটীতে স্থক কবিযা প্রত্যেক দিন এক একটী করিযা কমাইযা একটিতে আসিতে হয। এই রকম চব্বিষ পক্ষ অর্থাৎ এক বৎসব কবিলে পূর্ণ চান্দ্রাযণ ব্রত হয। উদয হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ইষ্ট দেবতার ধ্যানে মগ্ন হওযা কর্ত্তব্য। সূর্য্যাস্তে গোমূত্রে সিদ্ধ চাউল সেবন বিধেয। পনব বৎসর ব্রহ্ম চর্য্য অবলম্বন কবিতে হয, যদি স্বপ্নেও বেত্ পাত হয, এক বৎসবের অভ্যাস বৃথা হইল জানিবে, অর্থাৎ এক বৎসব বেশী লাগিল। একটি ভাল মনোনীত স্থান লইতে হয, যেখানে ভূতের উপদ্রব না থাকে। নিম্নস্থান অপেক্ষা যত উচ্চস্থান হইবে ততই ভাল,. অর্থাৎ আর্থেব গ্রাবিটেশন্ হইতে যত তফাৎ হয ততই ভাল, কাবণ পূরক, বেচক ও কুম্ভক আপনাপনি ঠিক্ উঠিবে, পডিবে ও বহিবে। বৃথা কথা কহিয়া কাল কাটাইবে না। উচ্চাবণের দরুণ একটি মূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ওম্ ও বম্, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আব নাই—অ+উ+ম ব্যাকরণে সাধিলে ওম্ হয, আব উ+অ+ম ইহাতে বম হয, দুইটিই এক যাহার যেটী স্ফুট্ করে সে সেইটীই লইতে পাবে, কিন্তু বম্ শৈবদিগেব প্রশস্ত হয। বেত্ তিন প্রকার হয, উৰ্দ্ধরেত্, 'শিব বেত্' ও কৃষ্ণ রেত্—উৰ্দ্ধ বেত্, অর্থাৎ যে রেতের পতন নাই, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ। শিব হইতে শিব রেত্ হইল, শিব দেখিল উৰ্দ্ধ রেত্ হইতে সন্তান ও

সন্ততি হয় না, ইহা অত্যন্ত দোষনীয় ভাবিয়া—শিব, রেতের আরো উন্নতি করিল, শিবরেত্ অর্থাৎ বহুক্ষণে পতন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণরেত্ হইল, শ্রীকৃষ্ণ আরো রেতের উন্নতি করিল। কৃষ্ণরেত্ অর্থাৎ স্বইচ্ছায় রেতকে চালান, ইচ্ছা করিলে এক মূহুর্ত্তে রেতকে ফেলিতে পার, ইচ্ছা না করিলে শিবরেতের ও উর্দ্ধরেতের কার্য্য করিতে পার। রেতের ভিতর নিকৃষ্ট উর্দ্ধরেত্। ইদানীং ভারতবর্ষে উর্দ্ধরেতারই অভাব জানিবে। উর্দ্ধরেতা না হইলে অন্য দুই রেতের অধিকার হয় না।

হে বালকবালিকাগণ! দেখ স্থূল এক সেবা না করিলে কোন দিকে উন্নতি করা যায় না। প্রত্যহ পাঁচটার সময় শয্যা ত্যাগ করিবে, মল মূত্র ত্যাগ করিয়া ফ্রেস্ এয়ার্ সেবন করিবে, তাহার পর নিজ পাঠে মনোযোগ দিবে। চা পানকরা নিষেধ, কারণ যাহারা কোন রকম নেশা করে, অথবা যাহাদিগের জন্ম শীত প্রধান দেশে, তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত জানিবে। অন্যে যে চা পান করিবে, সে অর্শ নাশা না হয় অম্বল রোগে নিশ্চই ভুগিবে। পাঠান্তে স্নান করিবে। তৈল মর্দ্দন ভাল কি মন্দ তাহা পাঠক পাঠিকা বিবেচনা করিয়া লইবে।

বঙ্গদেশে তৈলমর্দ্দন চির প্রসিদ্ধ, বঙ্গদেশ জলা বলিয়া কথিত হয়, জন্ম হইলেই ছেলে মেয়েকেই তৈল মর্দ্দনে সানড্রাই করিয়া লওয়া হয়। বঙ্গদেশের জল ও বায়ু

অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তৈল মর্দ্দন করিলে বাহ্য জল বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ লোম কূপের সমস্ত ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্গদেশে পোকা মাকড় মশা অত্যন্ত বেশী, বনের পাতা জলে পচিয়া নানাবর্কম কীটের উৎপত্তি হয়, ঐসব কীট হইতে রক্ষা পাইবার উপায় তৈল মর্দ্দন। বঙ্গদেশের লোক অতি গরিব, উহারা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না। তৈল মানে তিলের তৈল বুঝিবে না, খাঁটি সরিসার তৈল বুঝিবে। বঙ্গদেশে খাল নালা ডোবা এবং পুকুর অত্যন্ত বেশী এই কারণ কুম্ভীর অনেক আছে। হলুদে কুম্ভীর বড় জব্দ হয়, বঙ্গবাসীরা ইহার কারণ হলুদ মর্দ্দন ও সেবা করে। তৈল মর্দ্দনে গাত্রের মাংস লোল হয়। ইদানীং কলিকাতার বাবুদের তৈল মর্দ্দন ও সান্‌ড্রাই নাই, কেবল ডাক্তারি মত, অর্থাৎ সাবান্ ফেলানেল এণ্ড ব্রাণ্ডি।

কলিকাতার জল ও বায়ু স্বাস্থ্যকর, প্রায় সকলেই কোটাতে বাস করে। চাঁদনি চক্ ও বড় বাজার কলিকাতার বাবুদের বায়ু ও কীট হইতে রক্ষা করে, আবার ড্রেন পরিষ্কারের দরুণ পোকা মাকড় ও মশা কম হয়। বোধ হয় কলিকাতায় তৈল ও হলুদ মর্দ্দন করিবার প্রযোজন নাই, কিন্তু কতদূর ঠিক্ তাহা বলিতে পারি না। স্নান করিবার পর পট্টবস্ত্র পরিবে, গাত্রে চুয়াচন্দন ও কুঙ্কুমলেপন করিয়া, কুশ কিম্বা অজিন কিম্বা কম্বল আসনোপরি পদ্মাসনে বসিয়া ইষ্ট দেবতার নাম লইবে। সামনে স্বদ্যজাত পুষ্প ও নির্ম্মল জল

তাম্র পাত্রে রাখিবে, দক্ষিণ ধারে অগ্নি রাখিবে, ঐ অগ্নিতে তিনটী করিয়া বিল্বপত্র খাটী গাভীঘৃতে মাখাইয়া দিবে। বামে ধূপ ধূনা গুগ্ গুল্ দিবে, কিম্বা স্নান করিবার পর পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া টার্কিশ টাউএলেতে আচ্ছা করিয়া সমস্ত গাত্র ঘর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ সমস্ত গাত্রের ময়লা পরিষ্কার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভেষ্ট্—গেঞ্জিফ্রক আটিবে, এবং উহার উপর কামিজ্ চড়াইবে, তদনন্তর ফার্ষ্টক্লাশ এসেন্স ব্যবহার করিবে। ইষ্টদেবতার নাম মনে করিতে যেন স্মরণ থাকে। গৃহের হিজিন্ আচ্ছা করিয়া দেখিবে। মেরুদণ্ড যে প্রকারে হউক সমান রাখিবে। প্রত্যেক দিন অর্দ্ধঘণ্টা যথেষ্ট।

তাহার পর আহার করিবে, আহারান্তে অন্যূন এক কোয়াটার বিশ্রাম লইয়া বিদ্যালয়ে যাইবে। একটার পর কিছু লাইট্ ফুড্ গ্রহণ করা উচিত। চিকেন্ ব্রথ নয়, কিম্বা ময়রার দোকানের চামড়া পোড়া দুর্গন্ধ ঘৃত সামগ্রী নয়, কিন্তু বিবেচনা করি আজ কালকার পক্ষে সন্দেশ ও খাঁটী গাভী দুগ্ধ যথেষ্ট হয়। চারিটার পর বাটীতে আসিয়া গাত্রাচ্ছাদন একবারে সব্ খুলিবে না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, তাহার পর একে একে খুলিবে, কিন্তু সার্ট যেন না খোলা হয় ইহা মনে থাকে; যাহারা মোজা ব্যবহার করিবে তাহাদিগের পা ধোয়া নিষেধ রহিল। আবার আধঘণ্টা বিশ্রাম লওয়া প্রয়োজন হয়। বিফ ইষ্টিক্, মটন্ চপ, কিম্বা ফাউল্ ক্যারি নয় জানিবে, আমাদিগের বালক বালি-

কাদের লিবাবের পক্ষে ইদানীং বোধ হয়, রুটি কিম্বা লুচি যথেষ্ট গুরুপাক হয়, আহারান্তে সন্ধ্যাবধি কিছু লাইট্‌ একসার্‌ সাইজ্‌ আবশ্যক, যাহার যাহা যোগ্য ও সুবিধা হয়, তাহার তাহাই গ্রাহ্য জানিবে। সন্ধ্যান্তে দশটা জোর্‌ এগারটাবধি পাঠাভ্যাস করিবে, তাহার পর নিদ্রাদেবীর উপাসনা অত্যন্ত আবশ্যক জানিবে, ছয় ঘণ্টার কম কিম্বা আট ঘণ্টার বেশী কোন রকমেই যেন নিদ্রাদেবীর উপাসনা না হয়। প্রত্যহ জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই রকম এক নিয়ম প্রতিপালন করিলে, বোধ হয় নিশ্চয়ই উপকার হইতে পারে। ফল, মূল, ডাল, ভাত, মৎস্য, মাংস, হ্যাট্‌কোট্‌, ধুতি চাদর, চাপ্‌কান জোগা, যাহা লইবে তাহা যেন শ্মশানের চিতাতে ছাড়া হয়।

হে বালকবালিকাগণ। দেখ এই নিয়ম প্রতিপালন করা কত দুরূহ, মনে ইচ্ছা করিলেও কোন রকমে রক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ তোমাদের সমাজ ধর্ম্ম অভাব আছে। আপনা আপনির কোন বাটীতে যাইলে নিয়মভঙ্গ করিতে হয়, প্রবৃত্তে হারে কিম্বা নিজের বাটীতে কোন কার্য্য উপলক্ষে নিয়ম রাখা ও অতি দুরূহ, রবিবার ও খ্রীষ্মাশ ডেতে আরো গোল্‌ মাল্‌ হয়। এই সব রক্ষার হেতু এক সমাজ ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রঙের প্রয়োজন হয়। ইহা রক্ষা হইলে প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করা হয়। মিথ্যা কি সত্য বিবেচনা করিয়া দেখ। কার্য্যে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে—তোমাদিগের চৌদ্দপুরুষের এই হিঁয়ালিটিকে ছাড়—

এবং উহাব বদলে এইটী গ্রহণ কর। কার্য্যে চটুপটে, পরিমিত ভোজনে, আনন্দ দিবে ন্যায বর্চনে।

হে বালকবালিকাগণ। তোমাদিগকে বেশী বলিবার কিছুই নাই—কাবণ তোমরা বিদ্যালযে যাইয়া বিদ্যা শিখিতেছ, মাথা পবিষ্কার কবিতেছ, তোমাদিগেব উচিত ইষাবাতে কার্য্য করা। অনেক পাগ্‌লামি করা হইযাছে—আব বেশী কবিলে পাছে জুতাব ঠোক্কর দাও—এই ভযে এখন বিদায হইলাম।

ধর্ম্মবিনা গতি নাই, ক্রিযা হয় তার ভাই,
কি কহিব রূপকথা, মনে লাগে বড ব্যথা,
কিন্তু লীলা তাই তাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

—০—

ব্যাস ও বিবেকী।

কোন সময়ে বঙ্গদেশে বিবেকী নামে এক মহাপণ্ডিত ছিলেন, তিনি সর্ব্বদেশে যাতায়াত করিতেন, এবং সকলকার সঙ্গে তর্ক করিয়া জয়ী হইতেন। তাঁহার **একের** কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না, কারণ যে যাহা তর্ক করিত, সে **একেতে** আনিয়া মিটাইয়া দিতেন্। কিছুকাল এই রকম করাতে, তাঁহার নাম অত্যন্ত চারিধারে প্রকাশ হইল। দেশের লোক তাঁহার গুণের দরুণ সভা করিত ও অনেক রকম প্রসংশা পত্র তাহাকে দিত। কিছু দিন পরে তিনি মনে করিলেন, আমি সকলকে জয় করিয়াছি, এবং দেশে আমার অত্যন্ত মান হইয়াছে, কিন্তু দ্বৈপায়ন ব্যাসকে না পরাস্ত করিলে, আমার বিবেকী নামের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছেনা, অতএব আমার দ্বৈপায়ন ব্যাসের আশ্রমে যাওয়া কর্ত্তব্য; ইহা চিন্তা করিয়া তিনি দ্বৈপায়ন ব্যাসের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

কিছু কাল পরে তিনি দ্বৈপায়ন ব্যাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রম বাসীরা নূতন জন্তু দেখিয়া গুরুর নিকট যাইয়া বলিলেন, গুরো। আপনার আশ্রমে এক নূতন জন্তু আসিয়াছে, কিন্তু আকৃতিতে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার

পোষাক, ও রং নূতন বকম, যাহা আমবা কোন সময়ে দর্শন করি নাই, আপনাব অনুমতি পাইলে, আমবা তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। গুরু উত্তব কবিল, তোমবা উহাব সহিত কোন আলাপ পবিচয কবিও না, ইঙ্গিতেব দ্বাবায উহাকে আমাব নিকটে লইয়া আইস। শিষ্যেরা ইহা শুনিয়া যথায জন্তু বেড়াইতেছিল, তথায যাইয়া ইঙ্গিতের দ্বারায গুরুব নিকটে লইয়া আসিল, আসিবামাত্র দ্বৈপায়ন ব্যাস তাহাকে সমাদব কবিয়া বসিতে আসন দিলেন। দ্বৈপায়ন ব্যাস তাহাব পোষাক, বং ও শবীবের গঠন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কাবণ তাঁহাব নযন ওবকম দৃশ্য কখন দৃষ্টি কবে নাই।

দ্বৈপায়ন ব্যাস বলিলেন, আপনাব বাটী কোথায? আপনাব নাম কি? আপনার আগমন অত্র স্থানে কি নিমিত্ত? যদ্যপি আপনাব কোন বাধা না থাকে, অনুগ্রহ কবিয়া বলিতে আজ্ঞা হয।

বিবেকী উত্তব কবিল, আমাব বাটী সর্ব্ব স্থান, আমাব নাম নাই। আপনার নিকট আমাব আগমন কিঞ্চিত্ কাবণ বশত, যাহা পরে প্রকাশ পাইবেন।

ব্যাস জিজ্ঞাসা কবিলেন, আপনাবধর্ম্ম কি? আপনি কোন্ বাদী? আপনার পিতার নাম কি? এবং আপনার জন্ম স্থান কোথায?

বিবেকী বলিল, যেরূপ নদী যেখান হইতে উৎপত্তি হউক না কেন, অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয, সেইরূপ

সমস্ত ধর্ম্ম যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে তাহাই আমার ধর্ম্ম, বাদী বা বিবাদী কি, সর্ব্ববাদী। কে কার পিতা, সকলেই সকলকার পিতা, অতএব আমি কোন পিতার নাম করিব। জন্মস্থান কোথায়, আমি কি করে জানিব। পৃথিবীতে কোন লোকই জানে না, যে তাহার জন্মস্থান কোথায়। লোক পরম্পরায় শুনে জানা যায়, যে অমুকের অমুক দেশ জন্মস্থান, আমার সেই রূপ বঙ্গ দেশ।

ব্যাস ইহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল। যেরূপ তোমার দেশের নাম করিলে, এইরূপ পরম্পরায় যাহা শুনিয়াছ তাহা বল।

বিবেকী উত্তর করিল, আমার ধর্ম্ম "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," সর্ব্ববাদী, আমার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর।

ব্যাস বলিল, আপনার নাম কি?

বিবেকী। নামের কি অর্থ আছে।

ব্যাস বলিল, কি নিমিত্ত এই আশ্রমে আসা হইয়াছে?

বিবেকী উত্তর করিল, আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি।

ব্যাস বলিল, নামের কি অর্থ আছে?

বিবেকী। অর্থ না থাকিলে আমি কি করে আসিলাম।

ব্যাস বলিল, আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তা হলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

বিবেকী বলিতে আরম্ভ করিল। বাল্যকালে আমি লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম, বংশের যিনি ইষ্ট দেবতা তাঁহাকে

পূজা করিতাম, মা বাপের উপর ভক্তি ছিল, এবং সমাজ নিয়ম প্রতিপালন কবিতাম। কিন্তু পুস্তক পড়িতে পড়িতে যখন জানিলাম, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" তখন সমস্ত ছাড়িয়া দিলাম। মা বাপ বিবাহের জন্য অনেক যত্নবান হইয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পাবিলেন না। প্রত্যহ অনুরোধ করায় আমি গৃহত্যাগ করিয়া, এক পরমহংসের নিকট উপস্থিত হইলাম। পরমহংসের মতের সহিত আমার মত মিল হইলে, কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া এবং বিবেকী নাম ধরিয়া, অদ্যাবধি সুখে অবস্থান করিতেছি। সম্প্রতি আপনাকে পরাজয় করিতে আসিয়াছি, আপনার আমার মতের উপর কিছু তর্ক থাকে তা বলুন, আর তাহা না হইলে পরাজয় স্বীকার করুন।

ব্যাস প্রশ্ন করিলেন, আপনার মত কি?

বিবেকী উত্তর দিল, জগতে কামিনী ও কাঞ্চন মহাকণ্টক। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত উহার উপাসনা করিয়া, মহা সংসার-নরকে প্রত্যহ অনেক কষ্ট স্বীকার করিতেছে, এবং কেহই সুখী নাই, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর কোন উপায় নাই বিনা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।"

ব্যাস প্রশ্ন করিলেন আপনি এক কাহাকে বলেন?

বিবেকী বলিল, সমস্ত এক।

ব্যাস, তবে কামিনী ও কাঞ্চন কি করে মহা কণ্টক হইল? বংশের ইষ্ট দেবতার পূজা রহিত হইল কেন? মা বাপের

প্রতি ভক্তি ও সমাজ নিয়ম প্রতিপালনের অভাব হইল কেন ?

বিবেকী, ও সব্ কিছুই নয়, খালি এক সত্য, আর সবই অসত্য।

ব্যাস, যদি এক সত্য আর সবই অসত্য, আর সবই অসত্য কি এক নয় ?

বিবেকী, এক বটে কিন্তু নাশ দেখা যায, সেই কারণ সমস্তই অসত্য। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত মরিতে হয়। বিবাহের ফল জগতে কি কষ্টবহ, তাহা সকলেই জানেন। জগতে অর্থের দরুণ কি কার্য্য না লোকে করিতেছে। পুত্রের মৃত্যুতে পিতার কি দুঃখ সহ্য না করিতে হয। মনোনীত স্ত্রী লাভের হেতু, পুরুষ জগতে কি কার্য্য না করে ?

ব্যাস, নাশের কারণ সব্ অসত্য, যাহার নাশ নাই তাহাই সত্য, কেমন হে ?

বিবেকী, আজ্ঞা হা।

ব্যাস, জগতে নাশ কিছুই নাই, পূর্ব্বে আর্য্যেরা ইহাকে রূপান্তর বলিত, ইদানীং বুদ্ধদেব হইতে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া কথিত হয়।

বিবেকী, "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ইহার অর্থ কাহার উপর হিংসা করিবে না; নাশ নাই কি করে এলো।

ব্যাস, বোধ হয় তুমি মৎস্য মাংস খাও না। চাল কলা, না দুধ ভাত, না ফলমূল ? যাই খাও এবার একটু সূক্ষ্মে যেতে হবে, মোটা ধরিলে ফস্‌কে যাবে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, ও স্বেদজ

ইহাদের তুমি হিংসা না করিতে পার, কিন্তু উদ্ভিজ্জের বেলা কি হবে ? যদি বল, এমন লোক আছে যে উদ্ভিজ্জেরও হিংসা করে না, আমি স্বীকার করি, তাও হতে পারে, এমন কি বাহ্য বায়ু সেবন অর্থাৎ হিংসা না করেও জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু অমৃত রস অর্থাৎ অন্তরসুধা ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না। ইহা কি হিংসা নয় ? হিংসা ব্যতীত জীবনধারণ হয় না, অতএব তুমি যে অর্থ করিয়াছ তা নয়। হিংসা কাহাকে বলে, যাহার নাশ হয়, যখন জগতে কাহারই নাশ নাই, তখন হিংসাও নাই। তুমি যাহার উপর হিংসা করিলে তাহার নাশ হইল না, কারণ তুমি নূতন উৎপাদন করিলে। তুমি জগতের কোন জিনিষের নাশ করিতে পার না। যতই হিংসা কর ততই রূপান্তর হইয়া অন্য জিনিষের উৎপত্তি হয়, ক্রমান্বয়ে করিতে করিতে সূক্ষ্ম একে গিয়া ঠেকে। আর চলেনা, তখন অবিনাশী বলিতে হয়। হিংসা অর্থাৎ নাশ করিতে পারিলে না, যদি না পারিলে,তা হলে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইল।"

বিবেকিন্! কামিনী ও কাঞ্চন কেহ ত্যাগ করিতে পারে না, যদি তুমি জন্মাবধি স্ত্রী সহবাস কর নাই, এমন কি স্বপ্নেও রেতঃপাত্ হয় নাই, তথাপি তুমি কামিনী সেবা করিতেছ। এক সর্ব্বত্র আছে। মানুষ নড়ে চড়ে, মৃত্যু হইলে অসাড় হয় কেন ? যে স্থান ব্যাপিয়া মৃত দেহ আছে, সে স্থানে কি এক নাই ? যদি থাকে, তা হলে কেন পূর্ব্বাবস্থা রহিত হয়। মায়া, যাহা আমাদের নড়া চড়া ও অসাড় শিক্ষা দিতেছেন,

যাহা কোন দেহী ত্যাগ করিতে পারেনা। মায়া অর্থাৎ কামিনী, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় করিতেছেন। মহাত্মারা নিদ্রাদেবীকে আরাধনা করিয়া বলিয়াছেন, হে নিদ্রাদেবি! আপনি আমায় কি সুখে রাখিয়া ছিলেন, কেন অনন্ত নিদ্রা না দিয়া উঠাইয়া দিলেন। আর্যেরা সর্ব্ব পুস্তকে মায়া অর্থাৎ কামিনী বলিয়া গিয়াছেন। তাবলে বিবেকিন্। দেশীয় কামিনী কি দোষ করিয়াছে। বোধ হয় লুকিয়ে চুরিয়ে খাবার জন্য আর কুসন্তান জন্ম দিবার জন্য। দেখ, সর্ব্ব পাপের মুক্তি আছে, তীর্থ স্থানের পাপের মুক্তি নাই, কিন্তু সর্ব্ব পাপের আধারের স্থান তীর্থ-স্থান হয়, তেমনি কামিনী ত্যাগ অর্থ উপাসনার জন্য আর কিছুই নয়। কামিনী না থাকিলে আজ তোমার সহিত এই চিন্তা-রহস্য হইত না। কামিনী আছে বলে জগতে কামনা আছে, কামনা শূন্য জগৎ হইতে পারেনা। যাহা নাই তাহা নাই, যাহা আছে তাহা চিরকাল আছে। কোন কালে জগৎ কামিনী শূন্য হয় নাই, এবং কোন কালে হইবে না। যদি কেহ লেখে ও বলে তাহা ঘোড়ার ডিমের মতন, ঘোড়া আছে এবং ডিম্ ও আছে, তা বলে ঘোড়ার ডিম্ নাই।

কামনা ত্যাগ সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে, কিন্তু কামনা ত্যাগ হইতে পারে না। যতক্ষণ একফোঁটা রক্ত দেহে থাকিবে, ততক্ষণ কামনা থাকিবে, কামনা ত্যাগ অর্থাৎ মৃত্যু। মৃত্যুতেও প্বারাপার নাই, আবার নূতন হইল, এই জন্য মহাজনেরা কামনাকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, সুকামনা ও কুকামনা

অর্থাৎ এক ও বহু। এক একে রাখিবে, বহু বহুতে রাখিবে, এই জন্য পদ্মপত্রের জলের মতন এক বহুকে মহাজনেরা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি বহু হইব, এই বহু, বহু থাকিবে, কিন্তু আমি এক, এক থাকিব। কি ভয়ানক কথা! যাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না ও মাথায় আসেনা, যাহার হৃদয়ঙ্গম হয় ও মাথায় আসে, তিনিই মহাজন। হেলা দোলা অতি সহজ, দেশী কামিনী ত্যাগ কিম্বা গ্রহণ অতি সহজ, কিন্তু অন্তরে ত্যাগ রাখিয়া বাহ্যে গ্রহণ করিয়া, না হেলিয়া দুলিয়া চলা বড় দুরুহ। মহাজনেরা ইহাকে দুই পাখার আশ্রয়ে পক্ষীর উড়ার মতন বলিয়া গিয়াছেন। দেখ, আমি যখন সুকামনা করিতে ছিলাম, তখন এক জন আসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণ! আপনার মাতা আপনাকে বিশেষ কারণ বশত ডাকিতেছেন, অতএব আপনি শীঘ্র আসুন, আমি ইহা শুনিয়া সর্ব্ব গুরুতর কার্য্য সমাপ্ত না করিয়া, মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মাতা বলিলেন, তোমার ভ্রাতার বংশ রক্ষা করিতে হইবে, আমি কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, "বি ফ্রুকট্ ফুল্ এণ্ড মাল্টিপ্লাই" এই বেদবাক্য স্মরণ করিয়া, ভ্রাতৃ জায়াতে সন্তান উৎপাদন করিলাম।

আর দেখ, যত মুনি ও ঋষি আছে, সকলই কামিনী সেবা করিয়া থাকে, এক্সেপ্ট্ শুকদেব। এভ্রিরুল্, হ্যাজ্ এন্ এক্সেপ্সন্। মহাজনেরা একের সুখের জন্য সাধারণের অসুখ করেন না। প্রেম শিক্ষা প্রথম কামিনীর নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয় কারণ কামিনী সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের সুখদা, তত্রাপি

পৃথিবীতে প্রেমিক কটা আছে,সকলেই কামুক। যদি এত সুখেও প্রেম শিক্ষা না হয়, তবে কি করে সেই অতি শুষ্ক প্রেম হইতে পারে। দৃশ্য ও অদৃশ্য কামিনী ত্যাগ করিয়া, অদৃশ্য একের সহিত প্রেম করা, ঠিক্ চ্যাটায় শুযে লাক্ টাকার স্বপন দেখার মতন। যখন আমি বেদান্ত লিখিতেছিলাম,তখন আমি মহা পণ্ডিত স্থির করিয়া, কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"এই বুলি ধরিয়া বিবেকী নাম লইযা, গাঁজাখোঁরের মাথায় উঠিয়া, এবং অহঙ্কারে মত্ত হুইযা দৃশ্য জগত্‌কে টুক্‌রা করিতে করিতে, অদৃশ্য জগতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় ও দেখি নেতি, আবার নেতি বুলি ধবিযা টুক্‌রা টুক্‌রা করিতে করিতে অবশেষে অস্থির হইয়া পড়িলাম, মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, ক্ষণেক চৈতন্য ক্ষণেক অচৈতন্য, প্রাণ যায়, এইরূপ অবস্থা হওযাতে জলমগ্ন মানবের খড়ের আশ্রয়ের মতন ব্রহ্মকে ধরিলাম। স্পর্শ মাত্র জ্ঞানোদয়, দেখিলাম তিনি হাসিতেছেন, এবং তিনি বলিলেন, ব্যাস, তুমি অনেক দূর আসিয়াছ, যদি অনন্ত বৎসর এই মাথা লইয়া যাও, তথাচ তথায় যাইতে পারিবে না। তোমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, তিনি আমাকে পাঠাইয়া দিলেন,এবং বলিযাদিলেন যে ব্যাসকে বলিবে,"যাঁহাকে ধরিয়া জ্ঞানোদয় হইয়াছে,তিনি মায়া-কামিনী; তাঁহার আশ্রয় লইবে, ফাজ্‌লামি ছেড়ে দেবে। ব্রহ্ম--এক ইহা জানিবে, পুরাতন বৃক্ষের উপর কলম বাজি করিবে না, সাকার সমাজ-ধর্ম্ম আচরণ করিবে, সংসার ধর্ম্মের নিয়ম প্রতিপালন

করিবে, সমাজের কুশল ভগ্ন করিবে না,অষ্ট ঐশ্বর্য্য বিশিষ্টকে অবতার করিবে, রাজার আশ্রয় লইবে, রাজার প্রতি ভক্তি রাখিবে, এক-ব্রহ্ম বাদী হইবে," ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমি ও সেই পূরাতন ব্রহ্ম এক ইহা লিখিলাম,এবং তদবধি আমি মূর্খ হইলাম, মহাভারত ও পূরাণ রচনা করিলাম, কৃষ্ণকে ব্রহ্ম-এক বলিলাম, রাজ দরবারে যাতায়াত করিতে লাগিলাম, রাজার প্রতি অচলা ভক্তি রাখিলাম, এক বাদী হইলাম, এবং বিবাহ করিলাম।

বিবেকী বলিল, নিরাকারকে ধরিলেন কি করে? মহা পণ্ডিত হইয়া কি করে মূর্খ হইলেন? আমার খাদ্যের উপর বিদ্রূপ কেন করিলেন?

ব্যাস। আমি সমস্তই বলিয়াছি আরো ভাল করে বলিতেছি। নিরাকারকে ধরা যায় না ইহা সত্য, কিন্তু যখন তিনি মায়া হইলেন, তখন সাকার হইলেন, অতএব ধরার বাধা কি? এক সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বস্থানে আছে, তবে আমরা রূপান্তর দেখি কেন? কারণ আমরা মায়ায় মুগ্ধ, প্রকৃত তিনি এক, কিন্তু মায়া হেতু তিনি বহু, বহুকে এক করা, বহুর কার্য্য নয়। অনেক বৈজ্ঞানিক আছে, কিন্তু গর্ভাধান হইতে প্রসব পর্য্যন্ত ভ্রূণ যে অবস্থা গর্ভের ভিতর পায়, পুনরায় প্রসব অবস্থা হইতে গর্ভাধান অবস্থাতে ভ্রূণকে তাঁহার হুকুম বলবত্ থাকায় যেমন কেহ নিয়া যাইতে পারে না,তেমনি যে অবস্থায় এক বহু ও বহু এক,সেই অবস্থায় যাইতে ও আসিতে হইবে, অন্য অবস্থায় হইবে না,

কিন্তু এক ইহা সত্য, সেই দরুণ এক বাদী হইবে। বিবেকিন্! বোধ হয় মাথা দিয়া চলিতে পার না, পা দিয়া দেখিতে পাও না, জিহ্বা দিয়া শুনিতে পাও না, যদি সবই এক, তবে কেন এত বিপর্য্যয় দৃষ্টি হয়, কারণ বহুর স্বস্ব প্রধান।

মহা পণ্ডিত কি করে মূর্খত্ব প্রাপ্ত হয়, বলি শুন। প্রথমে মহা পণ্ডিতেরা মনে করেন, যাহা আমি লিখিতেছি, বলিতেছি ও কহিতেছি তাহা ঠিক, এইরূপে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রলাপ বকিতে থাকেন। কিছু কাল এই রকম বকিয়া যখন তাঁহার শান্তি আসে না, তখন জ্বালায় ছট্ ফট্ করেন, সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা যান, মৃত প্রায় হন, এমন সময়ে মায়া আসিয়া জ্ঞান দান করেন। মায়া আগমনে জ্ঞানলাভ হয়, জ্ঞানপ্রাপ্তে জানিলেন যে আমি মূর্খ। ইহার দরুণ বড বড় মহাত্মারা বলিয়া গিয়াছেন, দার্শনিকেরা মর্দ্দাছাগুল দোহন করেন, শিষ্যেরা চালুনী দিয়া তাহার দুগ্ধ ধরে। জগতে যাহারা মূর্খ তাহারাই প্রকৃত পণ্ডিত, এবং যাহারা পণ্ডিত তাহারা মূর্খ। কারণ পণ্ডিতেরা জানে যে আমি কিছুই জানি না, মূর্খেরা জানে যে আমি সব্ জানি, অতএব আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না, সেজন্য আমি মহা পণ্ডিত হইয়া ও মূর্খ। কোন সাধক বলিয়া গিয়াছেন "দে মা আমায় পাগল করে, চাই না আমি জ্ঞান বিচারে"। বিবেকিন্! এক সমাজ ধর্ম্ম ছাড, এক বাদী হইয়া পূর্ব্ব পুরুষদের সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা কর অর্থাৎ সাকার উপাসনা কর।

সমতার নাম সমাজ। আমি তোমার খাদ্যের উপর বিদ্রুপ করি নাই, তুমি সমস্ত এক বলিয়া প্রলাপ বক, সেই জন্য আমি তোমায় কিছু বলে দিলাম। মৎস্য মাংস দুধ্ ভাত্ চাল কলা খাও এও এক নয়। দ্রব্য ভেদে গুণ ভেদ্ কিন্তু বাস্তবিক এক, বহু হইবার কারণ ভেদ, যাহা আমি অনেক বলিয়াছি। শরীর সুস্থতার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে নিজের শরীরের সুস্থতা কিসে হয় তাহা দেখাই উচিত, অন্যের দেখা অনুচিত। যখন এক জিনিষ একজনের স্বাস্থ্যকর, অন্যের অস্বাস্থ্যকর, অপরের অস্বাস্থ্যকর, একজনের স্বাস্থ্যকর। মৎস্য, মাংস, দুধ্ ভাত্ ফল ও মূল্ সমস্তই অন্ন, ইহাতে জীবন ধারণ হয় অসময়ে নাশ হয় না। মনুষ্য একশত কুড়ি বৎসরের বেশী বাঁচে না, যদি বাঁচে সে এড়া মাচ ছেড়ে দাও। অনিময় খাদ্য খাওয়ার ও খাদ্য পরিবর্ত্তনের হেতু অসময়ে মরে। আরো যে খাদ্যের যে গুণ সেই রকম ব্যবহার না করিবার দরুণ অসময়ে মরে। প্রথমে সুরু করিলেই তুমি ইহার ফলভোগ করিতে কতক টা পারিবে। রেতের প্রয়োজন, সপ্তম পুরুষে রেত্ ঠিক্ হয়। যে দেশে যে উপযুক্ত খাদ্য সেই দেশে তাহা উৎপন্ন করেন, কারণ তিনি দয়াময়। পর দেশের খাদ্য সেই দেশের খাদ্য সপ্তম পুরুষে হয়, অর্থাৎ এক শত পঞ্চাশ বৎসরে ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের পরে। যদি একলা কর তাহা হইলে ঠিক্ হইবে না, কতক্‌টা হইবে। শোয়া, বসা, দাঁড়া; কথা, খাওয়া, সহবাস সব্ এক্

চাই' ইহার দরুণ সমাজ ধর্ম্ম প্রয়োজন। ইলেক্‌ট্রিসিটির অর্থাৎ স্বেদের যে কি সূক্ষ্ম গতি তাহা ইলেক্‌ট্রিসিটিই জানে। মহা মাংস খাইলে সিংহের মতন অন্যূন ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করা উচিত, অন্য মাংসে আট ঘণ্টার কম নয়, তা বলে মৎস্য ভোজী, দুধ্ ভাত্ ও মূল্ ওয়ালা ওরূপ পরিশ্রম করিলে রোগাক্রান্ত হইবে, কারণ তাহার পাকস্থলীর সে হজম্ করিবার শক্তি নাই। ফল ও মুলাহারীর ষোল ঘণ্টা বিশ্রাম চাই, ফলাহারীর অন্যূন আট ঘণ্টা চাই, কিন্তু সমস্ত দিন রাত্রি মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে। যদি মাংসাশী ইহা ব্যবহার করে রোগাক্রান্ত হইবে, কারণ তাহার পাকস্থলীর ইহা হজম্ করিবার ক্ষমতা নাই। যদি মাংসাশী ফল ও মূল ওয়ালা হইতে চান, কিম্বা ফল ও মূলওয়ালা মাংসাশী হইতে চান (অর্থাৎ এটা ওটা) পরস্পর উভয়ে রোগাক্রান্ত হইবে, কিন্তু সপ্তম পুরুষ ক্রমান্বয় ব্যবহারে ঠিক্ হইয়া যায়। মাংস ভক্ষণে কায়িক উন্নতি, ফল মূল ভক্ষণে মানসিক উন্নতি, আর উভয় ভক্ষণে মাঝা মাঝি। কম খাওয়া বেশী পরিশ্রম খারাপ্, বেশী খাওয়া কম পরিশ্রম খারাপ্। যত টুকু খাবে ততটুকু পরিশ্রম করিবে, যথা কলের গাড়ী—যত টুকু চলিবে ততটুকু পরিমাণে কয়লা পুড়িবে। ঘরে অন্ন নাই—যুবা উন্নতি সমিতির সভ্য হইলেই সর্ব্বনাশ। আট পিটে হয় ঘোঁড়ার পিটে রয়, ঘর অন্নময় একসারসাইজ্ হয়।

বিবেকিন্। বঙ্গদেশে বিষয় ভাগ কি রকম হয়।

বিবেকী উত্তর করিল, মহাশয়, আমাদের দেশে সকল ওয়ারিষ্‌গণ সমান ভাগ পায়।

ব্যাস বলিল। আমাদের দেশে বড় ছেলে বিষয় পায়। কিন্তু চাষা মান্নাদের সকলই সমান পায়, কারণ তাহাদের যত ভাগ হইবে ততই উপকার।

বিবেকী বলিল। এক পথে দুই ফল কেন?

ব্যাস উত্তর করিল। এই বার একটু কাটে কাটে ঠেকাইয়াছ। সকলকার হইলেই ভাল, কিন্তু কতক্‌ লোকের হওয়াও কতকটা ভাল, "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ও তো ভাল।" বোধ হয়, তোমাদের দেশে কেহ ধনী নাই, কাহার ও চতুরঙ্গ নাই, ভাগে ভাগে সকলেই ক্ষীণ, আর তিন পুরুষেই করসা, কেমন হে বিবেকী, এই সব্‌ ঠিক্‌ কি না।

বিবেকী বলিল, আজ্ঞে হঁা।

ব্যাস বলিল, বিবেকিন্‌! তোমাদের দেশে কেহ কি স্থূলের উন্নতির চেষ্টা করেনা, সকলেই তোমার মতন্‌ পাথরে ষাঁড়। চোরের উপর রাগ্‌ করে মাটীতে ভাত খাব, তবুও চোর ধরিবার উপায় অবলম্বন করিব না। গাধার মতন চিনির বস্তা বহিব, কিন্তু চিনি কি তাহা চিনিব না। তোমাদের দেশে সমস্তই খিঁচুড়ি পাকান। ধর্ম্মের ঠিক্‌ নাই, পোষাকের ঠিক্‌ নাই, রঙের ঠিক নাই, খাদ্যের ঠিক্‌ নাই, খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," এইটার ঠিক্‌ আছে। কাযে কাযেই, যখন সব্‌ অঠিক্‌ তখন একটা ঠিক্‌ না হলে কোথায় দাঁড়ায়, কোথায় ছিল গুটিপোকা হলো কি

না প্রজাপতি। আমাদের দেশে সকল মুনিঋষিরা স্থূলের উপাসনা করে,এক বাদী হয়,এবং ক্রিয়াক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার জন্যে কত কষ্ট সহ্য করিয়া তপস্যা করে। বিজ্ঞতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরিমিততা ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত জগতে বড় হইবার কোন উপায় নাই। যাহারা এই চারেব পথাবলম্বী তাহারাই জগতে মুনি, ঋষি ও রাজা বলিয়া কথিত হয়। দেখ দেখি, শ্যামা মা, রাম চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জগতে কি লীলা না করিয়াছেন, বোধ হয়, যাহা আর কেহ জগতে করিতে পারিবে না। যদ্যপি উঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে চণ্ডী, রামায়ণ ও মহাভারত প্রস্তুত হইত না। উঁহাদিগের কার্য্য চণ্ডীতে,রামায়ণে ও মহাভারতে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। নীতি, সমাজ নীতি রাজনীতি ও গুপ্তনীতিতে সকলেই দক্ষ ছিলেন, উঁহাদিগের তুল্য সর্ব্ব নীতিতে চৌকষ্ আর দেখা যায় না, কল্ বল্ ও ছল্ যেখানে যেটী প্রয়োজন হইত, সেই খানে সেইটিই ব্যবহার করিতেন। সত্য, প্রেম, ও বাকপটুতাতে সকলের উচ্চ ছিলেন; রূপে, গঠনে ও সুন্দরতাতে মনোহর ছিলেন। অষ্টৈশ্বর্য্যের আধার ছিলেন বলিয়াই, আমরা সকলে উঁহাদিগকে মহাবিদ্যা ও অবতার বলিয়া পূজা করি। বিবেকিন্! পূজা অর্থাৎ চাল্ কলা দিয়া ঘণ্টা নাড়া নয়, গৌরবান্বিত ক্রিয়া হেতু পূজা। আমরা সকলে চেলা হইয়া উঁহাদিগের গৌরবান্বিত ক্রিয়াকে পূজা করি,অর্থাৎ তাঁহারা যে যে কার্য্য করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব-

লাভ করিয়াছেন, সেই সেই কার্য্যের পথাবলম্বী হইয়া, বিদ্যা বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারায়,সেই সেই কার্য্য সমাধা করিতে প্রাণপণে যত্নবান্ হই। যাহার সাধ্য যতটুকু হয়,' সে ততটুকু সমাধা করে। কার্য্যারম্ভ হইতে সমাধা পর্য্যন্ত যে সময় লাগে, তাহাকে তপস্যা বলে। যে যত একাগ্রচিত্ত হইয়া করিবে, তাহার ফল তত ঋট্ হইবে। শ্যামা মা, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সকলেই এক-বাদী ছিলেন। স্থূলের অত্যন্ত সেবা করিযাছিলেন বলিয়াই, উঁহারা মহাবিদ্যা ও অবতার বলিযা বর্ণিত হন।

বিবেকী। আচ্ছা মহাশয়, আপনার পিতা যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিযা গিযাছেন, তাহা ভাল না মন্দ ?

ব্যাস উত্তর করিল, ভাল কি মন্দ তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু যাহা আমি জানি তাহা আমি বলিতেছি। বহুকালাবধি বাল্য বিবাহ চলন আছে। বাল্য কালে বিবাহ হেতু বালিকার রক্ষক বর পছন্দ করিত, বালিকার কোন ক্ষমতা ছিল না। নানা রকম কুৎসিত সংযোগ হইত। কেহ কেহ অর্থের লোভে সপ্তম বৎসরের বালিকাকে ষাট বৎসরের বুড়োর সহিত বিবাহ দিত, কেহ বা পয়সা খরচ না করিবার অভিপ্রায়ে রোগগ্রস্থকে, গণ্ড মূর্খকে ও ধ্বজ ভঙ্গকে বিবাহ দিত ; কেহ বা পাছে বিবাহের আগে ঋতুমতী হয়, এই ভয়ে যাকে তাকে বিবাহ দিত। যখন বালিকা বড় হইত, তখন জানিত যে আমার স্বামী উপযুক্ত নয়, এই কারণ অসন্তোষ হইত, অসন্তোষ হেতু স্বামীর সহিত ভাল মিল

হইত না। কেহ কেহ গৃহ সুখে বঞ্চিত হইয়া দেশান্তরে যাইত বা অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিত, বা নানা দুঃখে আত্ম হত্যা করিত। এই রকম নানা কারণে অনেক অক্ষত বালিকা বিধবা হইত। যৌবন প্রারম্ভে মদন তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। ষোড়শী জ্বালায় ছট্‌ ফট্‌ হইয়া অবশেষে পুরুষ কুলিং ড্রাফ্‌ট খাইত। খাওয়াতে গর্ভ হইত, সেই গর্ভ অকালে নষ্ট করিত, লজ্জা রক্ষা হেতু ক্রমে সমাজে এত বেশী গর্ভপাত হইতে লাগিল, যে আইন্‌ প্রয়োজন হইল। অভাবের নাম উন্নতি, অভাব না হইলে উন্নতি হয় না। যে দেশে যত অভাব, সে দেশের লোক তত বলিষ্ঠ। স্বভাবের নাম অবনতি, যে দেশে যত স্বভাব, সে দেশের লোক তত ক্ষীণ। স্বভাবে মানসিক উন্নতি, অভাবে কায়িক উন্নতি। বিধবা বিবাহ অর্থাৎ চাষের জমী না-পতিত থাকে, যদিও প্রায় পতিত থাকে না, তত্রাচ বিনা বিবাহে চাষের জমীর ফল পতিভবৎ। পিতা বাজাজ্ঞানুসারে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিলেন। ক্ষত কি অক্ষত বালিকার ইহা সন্দেহ, কারণ পতৌ শব্দে গোল্‌মাল্‌ হইয়াছে। পতির সমাসে। পত্যৌ থাকিলে কোন গোল্‌মাল্‌ হইত না। এক্ষণ কেহ কেহ আর্য প্রয়োগ বলেন। সে যাহা হউক, আমার তাহাতে কোন বক্তব্য নাই, কিন্তু যখন এই আইন্‌ হইল, তখন সমাজে মহা হুলুস্থূল পড়িল, কারণ বাল্য ও বিধবা বিবাহ একত্রে কোন সমাজে নাই। বাল্য বিবাহের বড় বড় পণ্ডিতেরা এক দল হইল, বিধবা বিবাহের একদল হইল, পরাশরের নাম খুব

জাহির হইল। বাল্য বিবাহের দলেরা বিবাহ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিল না, কারণ যাহা সমাজ আচার হইবে তাহাই ভাল।

মুখ পোড়া সকলে হইলে, মুখ পোড়ার যে কষ্ট তাহা কাহারই হয় না। হনুমান যখন লঙ্কা দগ্ধ করে, তখন তাহার মুখ পুড়িয়া যায়, যাওয়াতে হনুমান্ বড় দুঃখিত হইয়া, মা জানকীর কাছে আসিয়া বলে, মা জানকি! আপনার কার্য্য করিতে আমার মুখ পুড়িয়া গিয়াছে, আমি কি করে আমার দলে যাইব ও তাহাদিগকে আমার পোড়ামুখ দেখাব? মা জানকী বলিলেন, বৎস পবননন্দন! তোমার মুখ পোড়ে নাই কারণ তোমার দলের সকলকার মুখ পোড়া, যদি ইহার ব্যতিক্রম দেখ, তাহা হইলে তোমার দুখিত হইবার কারণ আছে, আর তা না হলে তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। ইহা শুনিয়া হনুমান্ নিজ দলে আসিয়া যখন দেখিল, সকলকার মুখ তাহার মতন, তখন তাহার আন্তরিক দুঃখ মোচন হইল। কিন্তু বাল্য বিবাহের দলের পণ্ডিতেরা "চাষের জমী পতিত্ না থাকে" এই যদি বিধবা বিহারের অর্থ হয়, তাহা হইলে পরাশর মহা মূর্খের কার্য্য করিয়াছেন, এই বলিয়া তাহারা নানা প্রতিবাদ করিল।

কোন লোকের কন্যা বাল্যাবস্থায় বিধবা হয়, বিধবা হইবার পরে কন্যা নানা কুৎসিত কার্য্য করিতে লাগিল; এমন কি

পিতা এঁড়ের দল লোহার গরাদে দিয়া আটক করিতে পারিল না। লোকটী মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, মাথা খারাপ হইতে লাগিল, সংসার অসার হইল, আবার যখন শুনিল কন্যার গর্ভ হইয়াছে, আরো মন কষ্টে পড়িল, কি উপায়ে গর্ভস্রাব করান যায়। সরকার বাহাদুর টের্ পাইলে ফ্যাল্সানি মকদ্দমায় মিয়াদ দিবে। দেশে এক ঘরে হইয়া থাকিব, প্রতিবাসীর নিকট অপদস্থ হইব। ইহা চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার গিন্নী আসিয়া বলিল, কি চিন্তা করিতেছ, বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, স্নান করোনি শীঘ্র যাও ভাত্ তৈয়ার হইয়াছে। গিন্নি! কন্যার গর্ভ হইয়াছে, শুনিয়াছ কি? স্ত্রী বলিল, তা আস্- হয়েচে কি, সকলকারই হয়, আমাদের পাড়ায় যে হরের মা নাপ্তিনি আছে তাকে বলেছি, সে দুই_চারি দিনের ভিতর পেট খসাইয়া দিবে। সে দিন বাড়ুয্যেদের মেযের ঐ কার্য্য করে, দশ টাকা পেয়ে ছিল, তুমিও টাকা ঠিক্ কর। এই আবার ভাবচো, ভারিতো কার্য্য, যাও শীঘ্র স্নান করে এসো, এই বলিয়া গিন্নী অন্দরে য়াইল। লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এই ভয়ানক কার্য্যে গিন্নীর ভ্রূক্ষেপ নাই, যাহা হউক, পাপ হইতে উদ্ধার হইলে, আমি পরাশরের নূতন মতে যাইব। কিছু দিন পরে লোক পরাশরের দলভুক্ত হইয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিল। বড় ভাল কার্য্য হইল, কারণ পরাশর সমাজ হইতে ভ্রূণহত্যা বন্ধ করিল।

পরাশর। যখন চাষের জমি পতিত হইয়া থাকিবে

তখন ভ্রূণহত্যা কি করে রক্ষা করিবে ? পৃথিবীতে যত স্বাধীন দেশ আছে, তাহাদের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা লইলে, বোধ হয় বলিবে, অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা বেশী। তারা কি কলার পাত দিযা থাকে, না শূন্য বাটীতে প্রতিপালিত হয় ? তোমার দেশে বিবাহশূন্য কেহই নাই, কিন্তু অন্য দেশে চিব কুমাবী থাকিয়া দেহত্যাগ করিতেছে। পবাশর ! শূন্য বাটী প্রস্তুত কর, সকলে মুখপোড়া হয, তাহা হইলে আর ভ্রূণ হত্যা হইবে না। পবাশর ! তোমাব দেশে উভয চলন থাকিলে, আরো কি ভয়ানক ফল ফলিবে। তুমি অবিবেচক নও, স্থির হইয়া দেখ। যে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলন আছে, সে দেশে বাল্য বিবাহ নাই। কম্প্যারিটেভ্‌লি বয়স্ বিবাহ অপেক্ষা, বাল্য বিবাহে বহু সন্তান ও সন্ততি হয়। ষোল বৎসরের নীচে বয়স বিবাহ হয় না। যদিও দুটী একটী হয় তাহা ধর্ত্তব্যের ভিতব নয়, কারণ এধারে ষোল বৎসবেব ও অধিক বয়সে অনেকে বিবাহ করে। যে দেশে বয়স বিবাহ আছে, সে দেশে বিধবা বিবাহ আছে। বাল্য বিবাহ যে দেশে আছে, সে দেশে বিধবা বিবাহ নাই। বাল্য বিবাহে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের তিনটী করিয়া সন্তান সন্ততি বেশী হয়, বাল্য বিবাহের ঐ বেশী সন্তান ও সন্ততি বয়স্ বিবাহের বিধবা বিবাহ পূরণ করে, অতএব বাল্য ও বিধবা বিবাহের ফল এক। চাষেব জমি পতিত না থাকা কোন বিবাহে পূরণ

করিতে পারিবে না। যদি বাল্য বিবাহ রাখ, বিধবা বিবাহ উঠাইয়া দাও, যদি বয়স ও বিধবা বিবাহ রাখ, তাহা হইলে বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দাও—(অর্থাৎ জমা ও খরচ ঠিক্ রাখিবে, ফাজিল্ না হইয়া যায)। পরাশর এই প্রতিবাদ দেখিযা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রাজার নিকট গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বুঝাইযা দিলেন। রাজা পরাশরকে বলিলেন, যখন স্বাধীন দেশে ষোল বৎসরের নীচে বিবাহ নাই, এবং তথায বিধবা বিবাহ ও প্রচলিত আছে, তখন বাল্য বিবাহ রোধ করাই শ্রেয়, অতএব পরাশর তোমার মত্ প্রবল থাকিবে।

বিবাহেতে জাতীয রং হয। এক রং করিতে হইলে, বিবাহ বিচার করিয়া করিতে হয়। যখন সব্ এক হইযা যাইবে, তখন আর কোন কষ্ট থাকিবে না। বঙ্গদেশে নানা রং আছে। কোন্ রং বাঙ্গালির, তাহা কেহ ঠিক্ বলিতে পারে না। কতকটা ঠিক্ আছে, কারণ সকলে কালা বাঙ্গালি বলে। কালা রং শূদ্রের হয়, আর্য্যের রং শ্বেত হয়। নানা রেতের মিশ্রিত হইবার কারণ, বোধ হয় নানা রং হইয়াছে।

প্রকৃত বেজাতক কেহই নাই, কারণ ওভিয়ারি-পোনাড়ী একের রেত গ্রহণ করিলে, আর অন্যের রেত গ্রহণ করে না। বিবাহ ব্যতীত উৎপন্ন হইলে বেজাতক বলে, কিন্তু বিবাহ করিয়াও বেরং উৎপন্ন হইলে বেজাতক বলা যায়। স্বাধীন দেশে বেজাতক জন্ম গ্রহণ করে না। স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলেও বেরং

হয় না, কারণ যাহার সঙ্গে স্ত্রী সহবাস করিবেন, তিনি এক রং। স্বাধীন দেশের স্ত্রীলোক যখন পরাধীনের সহিত সহ-বাস করিবে, তখন বেরং হইতে সুরু হইবে; এবং এই সুরু পরাধীন হইবার বীজ হয়। স্বাধীনের বার্য্য অত্যন্ত বলবৎ, এই জন্য স্বাধীনেরা অন্য নানা জাতের উৎপাদক হয়। ব্রাহ্মণেরা অন্য সব বর্ণে বীজ রোপণ করিতে পারিত, কিন্তু অন্য বর্ণেরা ব্রাহ্মণে পারিত না, যদি কেহ এই কার্য্য করিত, তাহার ফল চণ্ডাল বলিয়া খ্যাত হইত। সম্প্রতি ইউ-রোপিয়নেরা ইণ্ডিয়াতে বীজ বপন করিয়া নূতন জাতের সৃষ্টি করিতেছেন, এবং ইহা কালে ইণ্ডিয়ার মধ্যে প্রধান জাত হইবে। স্বাধীন রেতের এমনি গুণ যে কিছু শিখাইতে হয় না। বাপের ধর্ম্ম, পোষাক, খাদ্য ও রং লয়, মাতার কিছুই লয় না। ইণ্ডিয়ান যাহারা ইউরোপিয়ান লেডীকে বিবাহ করিতেছে, তাহার ফল কি নাম হইবে এক জানেন। পৃথিবীতে কুলীনের সমাদর সর্ব্বত্র—কুলীন মানে উৎকৃষ্ট। মৌলিকেরাও রাহাত্তরেরা রেতগ্রহণের দরুণ পা ফাটা কুলীনের সহিত কোমল পা কন্যার বিবাহ দেন। ইউরোপিয়ান নাবি-কেরাও টেঁাশ, টেঁাশও মেটে কামিণীদের অত্যন্ত আদবের সামগ্রী হন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র কন্যার বিবাহ হেতু কুলীনত্ব থাকে, কিন্তু কায়স্থের কেন পুরুষেতে হইল?

বিবেকিন্! তুমি যে কাঞ্চনত্যাগের কথা বলিয়াছিলে তাহা হয় না। অসভ্য জগতে বদলা বদলী থাকে, ক্রমে যত সভ্য

হয, তত কাঞ্চন ব্যবহৃত হয়, এ ও বদ্‌লা বদ্‌লী, জিনিষের বদ্‌ল জিনিষ না হইয়া কাঞ্চন হইল। কোন মহাত্মা বলিয়া ছিলেন, অর্থের দাস সকলে। দেখ, আমি ও অর্থের দাস। যত মুনি ও ঋষি যাঁহাদের আমরা বড বলিয়া জানিতেছি, তাঁহারা ও অর্থের দাস ছিল। কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাঁহাদের কাঞ্চনের উপাসনা করিতে সুবিধা হয নাই বলিয়াই, আজ কেহ জানিতে পারিতেছে না। যাহাদের জানিতেছ, তাহারা তাঁহাদের জুতা বহিবার উপযুক্ত নয়। কাঞ্চনের উপাসনা না করিলে, তুমি কোথায যাইবে, যদি বল বনে? সকলেই বনে যাইলে, বনস্পতি আর আহার দিতে পারিবে না। যখন জগৎ অন্নময়, তখন কাঞ্চনের প্রয়োজন। যদি অন্নময় না হইত, তা হলে আর কাঞ্চনের প্রয়োজন হইত না। অন্নময় বলিয়া প্রভুত্ব ও দাসত্ব হইয়াছে, বড় ও ছোট হইযাছে, ছোটর আশ্রয না লইলে বড বাঁচিতে পারে না, ছোট ও বড়র আশ্রয় না লইলে বহিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে জগৎ চলিতেছে। যাহা জগতে কোন কালে হয নাই, তাহা হইবে না, যদি তুমি নূতন কর, তাহাতে আমার বাধা নাই। বোধচক্ষুদের কথার দ্বারায় বোঝাবার যো নাই, তাহাদের পিটনীর দ্বারায় বোঝাতে হয। তুমি বঙ্গদেশ হইতে আমার আশ্রমে আসিতে কাঞ্চন উপাসনা করিয়াছ?

বিবেকী উত্তর দিল, না।

ব্যাস বলিল, বিনা অন্নে আসিয়াছ কি ?

বিবেকী উত্তর করিল । অন্য লোকের অন্ন খাইয়া আসিযাছি ।

ব্যাস বলিল । বাহোবা, পরের স্কন্ধে উঠিতে বড় ভাল বাস, যদি তাহারা তোমার মতন ধূর্ত্ত হইত, তা হইলে তোমার কত কষ্ট হইত । আমাদের দেশে ভেগ্র্যান্ঠএক্ট আছে, যদি কেহ বিনা পরিশ্রম করিয়া, ভিক্ষার দ্বারায় মূর্খকে ঠকাইয়া জীবন ধারণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয় । অযুক্তি দানে দেশকে ভিকারী করা হয় । যে দেশে এই রকম দান আছে, সেই দেশে ভিকারী বেশী হয় । ভিকারী অধিক হইলে পোকা মাকড়ের জন্ম বেশী হয় । পোকা মাকড়ে দেশের বায়ু খারাপ করে, ক্রমে এপিডেমিক্ হইয়া পড়ে, এবং অকাল মৃত্যু বাড়ে । বিবেকিন্ ! এই তোমার কাঞ্চন ত্যাগ ? তুমিত খুব চালাক্ দাস বাবাজী । তোমাদের দেশে বুঝি হুডের দল বেশী ? তাই তুমি গেরুয়া কাপড় পরে, দুই একটা টিয়া পাখির বুলি নিয়ে, পরের স্কন্ধে মজা করে আমোদ লোট, যাহা হউক, বেশ্ বেশ্ ।

বিবেকী বলিল, হুডের দল কি মহাশয় ?

ব্যাস তুমি জান না, তুমি ও যে এক জন, তবে বলি শুন । আমাদের দেশে এক জন দেবলব্রাহ্মণ (যে ব্রাহ্মণের সম্মুখে ও পেছুনে অক্ষর দিয়া ব্রাহ্মণ পরিচয় দিতে হয়, তাহারা আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ নয় :—যথা অসি ও

মষিজীবি ব্রাহ্মণ, ধাবক ও পাবক ব্রাহ্মণ, গ্রাম্যযাচক ও দেবলব্রাহ্মণ) ছিল। কিছু দিন বংশাবলীর ধারা বহিয়া, কিছু পয়সা, না দেখিতে পাইয়া, পাক কার্য্যে ব্রতী হইল, তাহাতে ও কিছু লাভ না দেখিয়া, এক জনের প্রস্তুত দেব মন্দিরে সন্যাসী বলিয়া অন্ন ধংসাইতে লাগিল। আহারান্তে গ্রামের ভিতর বেড়িয়া বেড়াইত। বিনা পরিশ্রমে কিছু দিন অন্ন খাইয়া মার্গে তৈল হইল। এক দিন দেখিল, এক পালকী আসিতেছে. ইহার বেহারাদেরও আওয়াজে গ্রামকে স্বর, গরম্ করিয়া বহু লোককে আকর্ষণকরিল। পালকীর বেহারারা "হুঁড হুঁড শালী বড় ভারী"বলিতেছে। দেবল ব্রাহ্মণ ঐ বুলিলইয়া হুঁড হুঁড করিতে লাগিল: কিছু দিন পরে গ্রামে রটনা হইল, যে সন্যাসী ঐ ঠাকুর বাড়ীতে অন্ন খাইত, সে মহা যোগী হইয়াছে, কেবল হুড হুড করে। দুই এক জন হুডের দলে হইল, তাহারা হুড হুড করিতে লাগিল। হুডে হুডে টেলিফন হইযা গেল, যাওযাতে হুড হুড এত বৃদ্ধি হইল, যে বড় বড় মাচি আহার বিহনে দেশান্তর হইল।

বিবেকিন্! এই সে হুডের উৎপত্তি। তোমায় দেখিয়া যে আমার শিষ্যেরা নূতন জন্তু: আসিয়াছে বলিয়াছিল, তাহাব কারণ তোমার জাতীয় পোষাক ছিল না। গেরুয়া কাপড় স্বেত রং ধারীরা পরিয়া থাকে। তুমি তিন রঙের কোন রঙে নাই। প্রথমে বিশ্বামিত্র গেরুয়া কাপড় ইন্ট্রডিউস্ করেন, তাঁহার শিষ্যেরা সকলে তাই পরিত। গেরুয়া কাপড় পরিযা তৈল মর্দ্দন নিষেধ, কারণ ময়লা এত বেশী ধরে যে ধূয়ে উঠান

ভার। তৈল না মাখিয়া গেরুয়া কাপড় পরিলে, ধোপার কড়ি লাগে না, কারণ বিনা পরিশ্রমে, জলে ফেলিলেই সমস্ত ময়লা উঠিয়া যায়। গেরুয়া পরিলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। রেত ধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য যদি গেরুয়াধারীর স্বপ্নে রেত্‌পাত হয়, গায়ত্রী ও আচমন বিধেয়, (গায়ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্ম এক, আর আচমন অর্থাৎ জল পঞ্চস্থানে ব্যবহার করা), কারণ জলের অপেক্ষা নেগেটীভ্‌ আর স্থূলের ভিতর দ্বিতীয় নাই। পঞ্চ স্থান কোন কোনটী তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ যাহারা আচমন করে তাহারা সকলই জানে। পঞ্চস্থানের ইলেকট্রি-সিটী এত সূক্ষ্ম, যে জলের আঘাত পড়িবামাত্রই দেহের বাজার নিকট লইয়া যায়। মন অমনি তাকে ঠিক্‌ করিয়া দেয়, এই দরুণ মন্ত্র কিছু ভুল হইলেই আচমন বিধেয়। গেরুয়া কাপড় পরিধানে বাহ্য বায়ু বেশী ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না, পরিশ্রমের লাঘব হয়, সূর্য্যের উত্তাপ কম লাগে, মানসিক তেজ বাড়ে। বশিষ্ঠের শ্বেত ছিল। এই রকম প্রত্যেক প্রধান প্রধান দলের এক এক রং ছিল। মস্তক মুণ্ডণ ও দলে দলে রকমারি ছিল। এই সব দলের চিহ্নের দরুণ আর কিছুই নয়। আর্য্যদের ভিতর প্রায় অন্য রং লোপ হইয়াছে, কেবল গেরুয়া প্রবল আছে, গরিবের পক্ষে বড় উপকারি, যেমন গাঁজা, যদি স্ত্রী সহবাস না করে। ইদানীং হুর্‌রা রং অর্থাৎ সবুজ্‌ মুসলমান ফকিরদের ভিতর প্রবল হয়। কালাদের পক্ষে গেরুয়া দূষনীয় হয়, আমি গেরুয়া

কাপড পরি না, পাছে সকলে হাসে। আমার জন্ম পরাশরের ঔরসে, ও জেলে রাজাব অবিবাহিতা কন্যা সত্যবতীর গর্ভে। আমার যাহা কিছু আদর ওসম্মান খালি গুণের দরুণ, কারণ গুণ হয পূজার স্থান, গুণ না থাকিলে, আমি যে কালা সেই কালা। সংসারে ধর্ম্মের অর্থাৎ জাতের পোষাকের খাদ্যের ও বঙেব প্রয়োজন, যাহার ইহা অভাব, তাহার সবই অভাব।

বিবেকিন্। আর আমি সময নষ্ট করিতে পারিনা, কারণ সময়ই কার্য্য ক্ষেত্রেব প্রধান ধন, যে এই ধন হেলায় নষ্ট করে, তাব কোন ধন আসে না। সমযের নাম ধন, এই দরুণ বড বড় মহাত্মারা হট্‌যোগকে ঘৃণা করিয়া, রাজ যোগকে বলবৎ করিয়া গিয়াছেন। বেশীদিন বাঁচিলে যদি বড় হয়, তা হলে পাহাড়তো খুব্ বড। যত বড বড সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ কবিয়া গিয়াছেন, ও বোধ হয় করিবেন তাঁহাদের ও তাঁহার আয়ু সংখ্যা সাধারণ লোক অপেক্ষা কম ছিল ও হইবে, কারণ জমা হইতে অধিক খবচ কবিলে ফাজিল্ হয়। আমার প্রপিতামহ বশিষ্ঠ গৌতমকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, আপনাব বয়স কত? গৌতম বলিযাছিলেন নয় বৎসর, প্রপিতামহ বলিল, আপনি কি আমাব সহিত বিদ্রূপ করিতেছেন। বাল্য কালাবধি আমি আপনাকে দেখিতেছি, আমার প্রায় ষাট্ বৎসর হইল, আপনার নয বৎসর কি করে হইল? গৌতম উত্তর করিল, বৎস বশিষ্ঠ। তুমি মনে কর এক জন এক শত কুড়ি বৎসর বাঁচিয়াছে, ষাট্ বৎসর আহাব বিহারে ও নিদ্রাতে

গেল, বাকী ষাট্ বৎসর রহিল, সাত বৎসর বাল্যাবস্থাতে, এবং পনর বৎসর বিদ্যাভ্যাসে, বাকী আটত্রিশ, তন্মধ্যে রোগে ও শোকে উন কুড়ি বৎসর ভোগ হয়, অবশিষ্ট উন কুড়ি পুঁজি রহিল, তন্মধ্যে দশ বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে, বাকী নয় বৎসর আয়ু হইল, এই নয় বৎসর তোমার ও আমার মতন লোকের, যাঁহারা এক মুহূর্ত্ত ও নষ্ট করে না। অন্যের যে কত আয়ু তা অন্যেই জানে।

বিবেকিন্! আমি সমস্তই বলিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও, অনুগ্রহ করিয়া আমায় অবসর লইতে অনুমতি কর। বিবেকী তথাস্তু বলিয়া নিজালয়ে প্রতিগমন করিলেন।

স্থানের মাহাত্ম্য বড় মানী, নাজানি ভাই গূঢ় কাহিনী।
বাগবাজারের মূর্খ ভাই যিনি; নদের পণ্ডিত সম তিনি।
ভাগ্যলক্ষ্মী তথৈব হে ভাই,
মরি লয়ে ষষ্ঠির বালাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:—

চৌদ্দপুরুষ।

"চৌদ্দপুরুষ" এই কথাটী শুনিতে অতি সুশ্রাব্য, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে ইহার আদর অত্যন্ত বেশী। কোন মহাত্মার নিকট, কোন রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি কি কার্য্য করিলে সকল দুস্তর পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। মহাত্মা উত্তর দিয়া ছিলেন, পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি শুনিলে, অগ্নি যেমন তৃণকে ভস্মীভূত করিতে পারে, পুরুষ তেমনি সর্ব্বপাপকে দগ্ধ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে। মহাত্মার এই কথা বলিবার আর কোন উদ্দেশ্য নয়, বোধ হয়, খালি নিস্তেজ বর্ত্তমান পুরুষকে সতেজ করান। পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি শুনিলে, নিস্তেজ ধমনীতে তেজের রক্ত সঞ্চার হয়। রক্ত বহমান হইলে, পুরুষকার করিতে যত্নবান হয়। পুরুষকার করিলে কীর্ত্তি লাভ হয়। কীর্ত্তিবান হইলে মৃত্যু হয় না। বঙ্গদেশে বোধ হয়, চৌদ্দপুরুষ অভাব, কারণ সকলেই ভেতো বাঙ্গালি বলিয়া কথিত হয়। যদি চৌদ্দপুরুষ থাকিত, তাহা হইলে জীবন থাকিত। "মড়ার কাঁধে মড়া যায়, তবুনা মানুষ হবে রয়"। এই হিয়ালিটী বঙ্গদেশের অত্যন্ত আদরের

ধন হয়, কিন্তু বড দুঃখের বিষয়, এই হিয়ালিটীর প্রকৃত অর্থ কেহ লন্ না।

মডা নডিতে, চডিতে, দেখিতে, শুনিতে, ও কথা কহিতে পারে না, যদি এই সব্ পুরুষকার রহিত হইল তবে কিছুই নয়। খালি পচিতে পাবে, না আবার পচিয়া পচিয়া পঞ্চভূতে মিশিতে থাকে। মিশিয়াই বা কোথা যান, স্বর্গে? যদি সর্গে যান্, তাহা হইলে আকাব হইল। আকাব হইলেই অন্ন হইল, অন্ন হইলেই জীব হইল, জীব হইলেই, কার্য্য চাহিতে লাগিল, কার্য্য করিতে হইলেই পুরুষকার আবশ্যক হইল, পুরুষকাব উপাসনা কবিলেই কীর্ত্তি হইল, কীর্ত্তি হইলেই মৃত্যু হইল না। তবে মডা কোথায রহিল, মর্ত্তে? যদি মর্ত্তে রহিল, তাহা হইলে জন্ম ও রহিল, আবার জন্ম থাকিলেই মৃত্যু বহিল। তবে কি জন্ম ও মৃত্যু মর্ত্তেব খেলা? যদি খেলা হইল তাহা হইলেই মেলা হইল। মেলা হইলেই ঝর্ ঝরে হইয়া পডিল। ঝর্ ঝবে হইতে ভেলা প্রস্তুত হয না। ভেলা না হইলে অপার সমুদ্র মর্ত্ত পার হইতে পারে না। তবে কি চিরকাল নাগরদোল্লার মতন ঘুরিতে হইবে? বোধ হয় নয়, এক যাহার উপর কৃপা করিবেন, তিনি অনায়াসে অপার সমুদ্র মর্ত্ত হইতে পার হইতে পারিবেন।

এক কাহার উপর কৃপা করেন? যিনি "মড়ার কাঁধে মড়া যায়, তবুনা মানুষ হুষে রয়" ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতেপারেন। যখন জন্মিয়াছি তখন অবশ্যই মরিব, কারণ যিনি কাঁধের উপর

আছেন, তিনি ও জন্ম লইয়াছিলেন , এবং এখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি ও জন্ম লইয়াছি এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইব, অতএব উভয়ের এক দশা অগ্র পশ্চাৎ। এই দশা প্রাপ্ত হইতে কাহার কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না, কারণ ইহা হয় ধ্রুব দশা। একের হুকুম জন্ম হইলেই মরিবে। মৃত্যু দশার সহিত যুদ্ধ করা, আর একের সহিত যুদ্ধ করা উভয়েই সমান, কারণ রূপান্তর হয় জগতের গতি। যদি মড়া সকলেই হইল,তবে কোন্ মানুষ মড়া দেখিয়া দুখী য়ার হইবে ? বোধ হয়, যে মানুষের হুষ্ আছে। যাহার আছে হুষ সেই হয় মানুষ।

তবে কি মড়া, মানুষ নয় ? মানুষ বটে, কিন্তু মানুষের দুই রকম অবস্থা আছে ; জীয়ন্ত মানুষ ও মড়া মানুষ্। যিনি কাঁধে আছেন, তিনি মড়া মানুষ, আর যে কাঁধে করিয়া মড়াকে লইয়া যাইতেছে, সে জীয়ন্ত মানুষ। মড়া নড়িতে, চলিতে, দেখিতে, শুনিতে ও কথা কহিতে পারে না, জীয়ন্তেরা সব্ পারে। তবে মড়া হইতে কি শিখিব ? আমি ও মড়া হইব, এবং নড়িতে, চলিতে দেখিতে, শুনিতে, ও কথা কহিতে পারিব না। তবে বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সূর্য্যের নিকট হইতে সময়কে কি করে অব্জার্ভ করা উচিৎ তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক। সূর্য্য দিবা রাত্রি কার্য্য করিতেছেন। যিনি সূর্য্যের মতন কার্য্য করিবেন, তিনি ও সূর্য্যের মতন তেজীয়ান হইবেন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, ও মহম্মদ, ইঁহারা

কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন্ নাই, এই কারণ ইঁহাদিগের তেজ সমস্ত জগতকে ব্যাপ্ত করিবা, সমস্ত অন্ধকাব জগত্কে আলো দিতেছে। অহোরাত্র যাহাঁর মনে, "আমি মড়া হইব" এই কথা জাগরূক থাকিবেক্, তিনি জগতে তত অধিক কার্য্য কবিতে পারিবেন।

মড়া হইতে অলসতা শিখিবেনা।আজ কালকার লেজিবিষ্ট্ অফ্ গেরুয়াওয়ালা ও গলায় মেনচেষ্টারের গুলিসুতাওযালা, বঙ্গদেশকে নিজের কিঞ্চিৎ দিনের স্বার্থের দরুণ অধ.পাতে দিতেছে। "আজ মলে কাল দুদিন হবে, ভাই কিছু কি কার সঙ্গে যাবে" লেজিবিষ্টেরা এই বুলি বলিয়া, বাঙ্গালিদের মিস্মেরাইজ্ করিয়া, পরের স্কন্ধে পেট্ চালাইয়া, নিজেরা বড় বুদ্ধিমান্ বলিযা পরিচয় দিযা থাকে, কিন্তু পর্কে ঠকাইতে গিয়া নিজেরা ঠকে মরে। কারণ তাহাদের সন্তান সন্ততি পোকা মাকড় হয়। পোকা মাকড়েরা বেগারের প্রফেশন্ লইয়া দিন পাত করে।

ভিক্ষা অপেক্ষা জগতে' নীচ কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই। উঞ্ছ বৃত্তি অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর দ্বিতীয় নাই। বঙ্গদেশে উঞ্ছবৃত্তি নিকৃষ্ট হয়, ভিক্ষা জীবি উৎকৃষ্ট হয়। স্বাধীন দেশেব লোকেরা উঞ্ছবৃত্তি করিয়া দেহকে পাত করিবেন, তত্রাচ ভিক্ষা করিয়া দোল, দুর্গোৎসব, মাতা পিতার শ্রাদ্ধ ও দিনপাত করিবেন না। যাহার মানসিক তেজ আছে, তাহার দ্বারায় জগতের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। বঙ্গদেশে যাহার মান-

াসক তেজ থাকে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়, কারণ সকলই তাহার বিপক্ষ হয়। দেশে, পাড়ায়, গৃহদ্বারে ও গৃহে বিপক্ষ থাকিলে, তেজ ওয়ালা শান্তিভোগ করিতে পারে না। মিথ্যাবাদী মাটী পাটী, পরিপাটী তিনে সিটী। অযুক্তি দানে দেশ উচ্ছন্ন যায়। যে দেশে যত অযুক্তি দান থাকে, সে দেশে তত অলসতা বৃদ্ধি পায়। অলসতা বৃদ্ধি পাইলেই দেশ দরিদ্র হয়, দরিদ্র হইলেই মাসিক তেজ হ্রাস পায়। মানসিক তেজবিহীন হইলে পুরুষকার করিতে পারেনা। পুরুষকার না করিতে পারিলে কীর্ত্তি হয় না। কীর্ত্তি না হইলে জীয়ন্ত থাকিয়া ও মড়া তুল্য হইতে হয়। লেজিবিস্টেরা বঙ্গদেশকে মড়া হইতে এই শিক্ষা দিতে চান; কারণ বাঙ্গালিরা বড় অলসতাপ্রিয়। মড়া অপেক্ষা ডাল্ মেটার্ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। লেজিবিস্টেদের বুলি বাঙ্গালিদের ভেবিকোর্ট অফ্ দি হার্টেতে যায়, যাইলেই লেজি বিষ্টদের বোল্ বোলা খুব্ হয়। দান করিতে ক্ষমতা হইলে যে দেশে ফেমিন্ হইয়াছে, সেই দেশের লোকদের অন্ন দাও। যেখানে জল ও রাস্তা অভাব হইয়াছে, সেখানে জলাশয় ও রাস্তা করিয়া দেও। ডিস্পেন্সরি, হস্পিটল, স্কুল ও কলেজ যে খানে বেশী আছে সেখানে না করিয়া, অভাব স্থানে করিয়া দাও। সমাজধর্ম্মগৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও। সমাজধর্ম্ম প্রচারকের থাকিবার দরুণ, সাধারণ বাটী প্রস্তুত করিয়া দাও। সমাজধর্ম্মপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ কর। আচার্য্যদের ভরণ পোষন কর। রিলিভ্ দি নিডি, কম্ফর্ট দি অ্যাফ্লিকটেড্।

গেরুয়া কাপড় পরিলে, কিম্বা গলায় ম্যানচেষ্টারের সুতা দিলে, কিম্বা ডোর্ কপীন বহির্বাস পরিলে, কিম্বা গাত্রে ছাই মাখিলে, কিম্বা ওম্ ওম্ শব্দ করিলে, কিম্বা বম্ বম্ গাল বাজাইলে, কিম্বা হরি হরি বোল্ বলিলে, কিম্বা পরদেশে গিয়া সব্ এক বলিলে, আচার্য্য হয় না। যিনি দর্শন ও সমাজ ধর্ম্ম ভাল রূপ জানিবেন, অর্থাৎ ইস্পিরিট্ ও ম্যাটার্ কি ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন, তিনি আচার্য্যের উপযুক্ত হইবেন। অন্তরে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" দর্শনের দ্বারায় দেখিয়া সব্ ফাঁক দেখিবেন, বাহ্যে "আমি বহু হইব" পুরুষ-কারের দ্বারায় কার্য্য করিয়া হস্তে ম্যাক্ ধরিয়া সমাজধর্ম্ম পালন করিবেন। যিনি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" জানিবেন, তিনিই ধন মন প্রাণ সমাজধর্ম্মরক্ষাহেতু উৎসর্গ করিতে পারিবেন। যিনি বিবাহ করিবেন না, এবং যাহার চরিত্র দূষণীয় নয়, তিনি আচার্যের উপযুক্ত হইবেন। বিবাহ করিলে অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থ উপার্জন করিতে হইলে নানা যুক্তির আবশ্যক হয়। গুণের আদর না হইয়া বংশের আদর বেশী হয়, বংশের আদর হইলেই এক জন চিনির বলদ্ হইতে হয়, অপর জন বসিয়া চিনি খাইতে পায়। ইকোয়ালিটী না থাকিলে ফেটারনিটি আসে না, ফেটারনিটী অভাব হইলে ইউনিটী লোপ হয়, ইউ-নিটী লোপ হইলে, সমাজধর্ম্ম ক্ষীণ হয়, সমাজ ধর্ম্ম ক্ষীণ হইলে বলের হ্রাস হয়, বলের হ্রাস হইলে লেজিবিষ্টের জন্ম হয়, লেজিবিষ্ট জন্মিলে অলসতা বৃদ্ধি পায়, অলস হইলে

পুরুষকারের লোপ হয়, পুরুষকারের লোপ হইলে কীর্ত্তি হয় না, কীর্ত্তি না থাকিলে জীয়ন্ত থাকিয়া ও মড়া তুল্য হইয়া থাকিতে হয়।

কোন কালে ও কোন স্থানে জগতে মড়াতে কার্য্য করে নাই। পুরুষকারেব দ্বারায় সকলেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যে দেশে পুরুষকার নাই, সে দেশে চৌদ্দপুরুষ নাই। বঙ্গদেশে পুরুষকার নাই বলিয়া, চৌদ্দপুরুষের অভাব আছে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, ইহাঁরা জগতের চৌদ্দপুরুষ। ইঁহাদিগের মতন জগতে পুরুষকার আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই, ইহার কারণ অন্য কেহ জগতের চৌদ্দপুরুষ হইতে পারেন নাই। মড়া হইয়া কেহ জগতের চৌদ্দপুরুষ কোন কালে হয় না ও হইবে না। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের পুরুষকারদেখ। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পুরুষকার দেখ। বৌদ্ধ চরিতে বুদ্ধদেবের পুরুষকার দেখ। বাইবেলে ক্রাইষ্টের পুরুষকার দেখ। কোরাণে মহম্মদের পুরুষকার দেখ। এই সব্ দেখিলে জানিবে, পুরুষকার ব্যতীত জগতে কার্য্য হয় না। এই সব্ মহাত্মাদের জগতে আবির্ভাব হইবার আর কোন কারণ নাই, খালি আপনাদের পুরুষকারের একজাম্পল্ দেখাইয়া, জগতকে কুপথ হইতে সুপথে লইয়া যাইবার দরুণ। যদি এই সমস্ত জগৎ অনিত্য হইল, তাহা হইলে ঘুরে ফিরে সব্ নিত্য হইল কি না? একটু মাথা পরিষ্কার করিয়া, স্থিরভাবে সূক্ষ্মে যাইয়া বুঝিবে, তাহা

হইলে বোধ হয়, এই চিড়ের বাইশ ফের বুঝিতে পারিবে। নিত্য হইলে আর কাহার বুঝাইবার প্রয়োজন রহিল না, বুঝাইবার প্রয়োজন না থাকিলে, এই সব্ মহাত্মাদের আবির্ভাব হইবার ও আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্তু তা নয়, দেহ অনিত্য আর সব্ নিত্য, উচুতে যাইলে দেহ ও অনিত্য নয়। রূপান্তর হয় বলিয়া দেহ অনিত্য কথিত হয়। দেহের চরম সীমা মৃত্যু। মৃত্যু হয় নিত্য. যাহা নিত্য তাহাশিখিতে পড়িতে চায় না, অতএব মড়ার দ্বারায় জগতেব কোন কার্য্য হয না।

কপিল, ব্যাস, বাল্মীকি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি ইঁহারাও পুরুষকারের দ্বারায় চৌদ্দপুরুষ হইয়াছেন। সাঙ্খ্য বেদান্ত, রামায়ণ, ন্যায়, ধনুর্ব্বেদ ও মহাভারত ইত্যাদি পুস্তক পড়িলে জানিতে পারিবে। নেপোলিয়ান্‌বোনাপার্ট যাঁহাকে ছাড়িতে পারিলাম না, কারণ তিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন। বঙ্গদেশে প্রকৃত অদৃষ্টবাদী নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে অনেক চৌদ্দপুরুষ দেখা যাইত। অদৃষ্টবাদী এবং একবাদী উভয়েই সমান। যাহারা অদৃষ্টবাদী তাহারা এ জগতে অত্যন্ত বেশী পুরুষকার করিতে পারে, তাহাদিগের অচলা ভক্তি থাকে, কারণ তাহাদিগের্ মাথা অত্যন্ত উচ্চ হয়। মাথা উচ্চ হইলে অত্যন্ত উচ্চে যাইতে পারে, এবং তত একের ঐশ্বর্য্যের শেষ দেখিতে পায় না। শেষ দেখিতে না পাইলেই, নিজের অহঙ্কার শেষ হয়। নিজের অহঙ্কার শেষ হইলেই, একের উপর ভক্তি আসে। ভক্তি আসিলেই "এক রাখিলে মারে কে, এক মারিলে রাখে কে"

এই বুলি আসিয়া পড়ে। এই বুলি আসিলেই জগতে সমস্ত পুরুষকার ও অসমসাহসিক কার্য্য অনায়াসে করিতে পারে। এব্বট্ নেপোলিয়ান্ পড়িলে দেখিতে পাইবে, নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট অদৃষ্টবাদী হইয়া, জগতে কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে অদৃষ্টবাদী নাইন্টিনাইন্ পারসেন্ট্, কারণ বঙ্গদেশে নাইন্টিনাইন্ পারসেন্ট্ অলসতা প্রিয়। ফলিত জ্যোতিষবেত্তারা অদৃশ্যকে দৃশ্যে আনিতে চাহে, কি ভয়ানক অহঙ্কার। যে কালের অন্ত নাই, সে কালের উপর কলম বাজি, যে মহাভূতের গতি মুনি ঋষি যোগাভ্যাসীরাও নির্ণয় করিতে হার মানিয়া গিয়াছেন; সেই মহাভূতকে করতল করা। দরজা বন্ধ করিয়া দাঁত বাহির করিলে, যখন বাহিরের লোক বলিতে পারে না, তখন মহামায়ায় আবৃত যে জগৎ, তাহার ভিতর হইতে একেকে চাতুরী বুলিতে গ্রেক্তার করে আনা। হায়রে ফলিত জ্যোতিষ বেত্তা, তোমরা ধন্য। বঙ্গদেশের মূর্খকে আরো তোমাদের মতন অহঙ্কারী করিয়া দিতেছ।

বঙ্গদেশে যাহারা পণ্ডিত হন,তাহারা ফলিত জ্যোতিষবেত্তা হন না, কারণ ইহাতে ফাঁজলামীর প্রয়োজন বেশী। যে যত ফাঁজিল হইবে,সে তত নাম জাহির করিবে। পণ্ডিতেরা ফাঁজলামীকে ঘৃণা করে,গণিত জ্যোতিষ জগতের মহা আদরের ধন হয়। যে দেশ পণ্ডিত হয়, সে দেশে গণিত জ্যোতিষের আদর হয়,যে দেশ মূর্খ হয়,সে দেশে ফলিত জ্যোতিষের আদর হয়। মূর্খেরা অসম্ভবকে বেশী প্রেফার করে, এবং সম্ভবকে ডিস্‌লাইক্ করে,

পণ্ডিতদের ঠিক্ বিপরীত। মুর্খেরা যে কার্য্য করিতে না পারে, সে কার্য্যের দোষ একের উপর ফেলে, যে কার্য্য করিতে পরে, সে কার্য্যের গুণ নিজের উপর রাখে, পণ্ডিতেরা উভয়ের ভার একের উপর দিয়া থাকেন।

সকলধর্ম্মপুস্তকে ফলিত জ্যোতিষের উপর বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষবেত্তার কথাতে চলা আর ব্যক্তিয়ারখিলিজি বঙ্গদেশে আসিলে জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া উভয়ই সমান। গণিত জ্যোতিষের আদর কর,মানমন্দির প্রস্তুত করিয়া দাও। ইংরাজ বাহাদুর কত টাকা মেট্রিওলজিকল্ আফিসে খরচ করেন,তাহা দেখ। কথার কথা,ফলিত জ্যোতিষে চোর ধরিতে পারিলে, ইংরাজ বাহাদুরের পুলিষ বিভাগে এত টাকা খরচ হইত না। যাহাতে অলসতা আছে তাহা ত্যাগ কর। পুরুষকারের উপাসনা কর। পুরুষকারের উপাসনা না করিলে চৌদ্দপুরুষ আসিবে না। বঙ্গদেশে প্রকৃত চৌদ্দপুরুষ না থাকিলেও, প্রত্যেক প্রত্যেক বংশগত চৌদ্দপুরুষের তেজে, প্রত্যেক প্রত্যেক বঙ্গবাসী তেজীয়ান্ হয়, তবে কেন পুরুষকারের উপাসনা না করিবে? ঢেউয়ের উপর ঢেউ না দিলে ঢেউ বহুক্ষণ থাকে না। যে ঢেউ যত উচ্চ হইবে, সে ঢেউ মিশাইতে তত সময় লাগিবে; গোড় উঠিলে আর ভাল হয়। যত বড় এক ঢেউ হউক না কেন,অপর ঢেউ গোড় না পাতিলে শীঘ্র মিলিয়া যায়। মহাত্মা গোকুললাল মিত্র যিনি বাগবাজার মিত্রবংশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহার মতন সুদশা বোধ হয় এ

পর্য্যন্ত অনেক বঙ্গবাসীর হয় নাই। যিনি ভিখারীর তাঁতে উঠিযা বাজ অট্টালিকাতে ও গবিব পর্ণ কুঠীরেতে বেডাইযা ছিলেন, আজ তিনি প্রায অবসিলিট্ হইযাছেন, কারণ তাঁহার বংশে লেখক ভূত জন্মিযাছে। ভূতের উপদ্রব এত বেশী যে গযায় পিণ্ড না দিলে আর রক্ষা নাই। যত শীঘ্র ভূত অন্তর্হিত হয়, ততই মিত্রজাব মঙ্গল।

বঙ্গদেশের চৌদ্দপুরুষ দেখ। বিষ্ণুপুররাজ, বর্দ্ধমানরাজ, নদীযারাজ, নাটোররাজ, পুঁটিযারাজ ও যশোহররাজ, ইহাঁরাই বঙ্গদেশের অতি পুরাতন রাজা, কিন্তু সকলেই দুই শত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর আছেন। ইহাঁদিগের জাত, কুল, মান দেখিতে ইচ্ছা করিলে, ইঁহাদিগের বংশাবলি দেখিবে। আর যত মফাশীল রাজা ও জমীদার আছেন, সকলকার বেলি বোলা এক শত বৎসরের ভিতর জানিবে। বিষ্ণুপুররাজ ও যশোহররাজ মাযের কোলে প্রায় গেছেন। নদীয়ারাজ ও নাটোররাজ পূর্ব্বাবস্থা হইতে কম হইয়াছেন। পুঁটিয়া রাজ ভাগে ভাগে ক্ষীণ হইযাছেন। খালি বর্দ্ধমান রাজ সতেজ আছেন এবং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছেন।

কলিকাতার চৌদ্দপুরুষ দেখ। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, পাইকপাড়া। দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায, বাগবাজার। রাজা রাজবল্লভ, বাগবাজার। গোকুললাল মিত্র, বাগবাজার। তুলসীরাম ঘোষ, শ্যামবাজার। গোবিন্দরাম মিত্র, কুমারটুলি। বনমালী সরকার, কুমারটুলি। রাজা নবকৃষ্ণ,

শোভাবাজার। মদনমোহন দত্ত, নিমতলা। মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমতলা। দর্পনারায়ণ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা। লোচনচন্দ্র ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা। শোভারাম বসাক, বড়বাজার। জগৎচন্দ্র সেট, বড়বাজার। রাজা সুকময় রায়, পোস্তা। নিমাই চরণ মল্লিক, বড়বাজার। গৌরচরণ মল্লিক, বড়বাজার। শান্তিরাম সিংহ, যোড়াসাঁকো। বৈষ্ণবচরণ মল্লিক, যোড়াসাঁকো। রামদুলাল সরকার, শিমলা। মতিলাল শীল, কলুটোলা। অক্রূরদত্ত, বহুবাজার। তনুমগ, বহুবাজার। বিশ্বনাথ মতিলাল, বহুবাজার। পৃথিরাম মাড়, জানবাজার। কালিশঙ্কর ঘোষাল, খিদিরপুর। গৌরী সেন, মাথাঘসার গলি। কৃষ্ণবসু, শ্যামবাজার। ইঁহারা সকলেই একশত বৎসরের ভিতর আছেন। সিংহ, ঠাকুর, সেট, রায়, শীল, মল্লিক, মাড়, পাথুরিয়াঘাটা, ঘোষ, ইহারা সকলেই প্রায় ভাল আছেন; তন্মধ্যে ঠাকুর বংশ সকলকার অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছেন। আর সব কেহ কেহ বাত রোগে পঙ্গু হইয়া দেহের ভাগে ভাগে বেদনা ভোগ করিতেছেন। কেহ কেহ বা জড় হইয়া ছারপোকার মতন হাত পা ছড়াইয়া, বিছানার উপর শয্যাগত হইয়া আকাশ বৃত্তির আরাধনা করিতেছেন। আর পাঁচ সাতটী চৌদ্দপুরুষ আছেন, পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। চৌদ্দপুরুষের মৃত্যু দিন হইতে বৎসর গণিলেই সব ঠিক মিলিবে।

বঙ্গদেশে ভট্টনারায়ণ ও জয়দেব সংস্কৃত পুস্তক লিখিযা গিয়াছেন। একজনের বেণী সংহার নাটক, অপর জনের গীতগোবিন্দ আদরণীয় হয়। তুই একখান আরও যদি থাকে, তাহা এইরূপ নয় বলিযা ছাড়িযা দিলাম। নবদ্বীপ নিবাসী গদাধর ভট্টাচার্য্য ও রঘুনাথ শিরোমণি টীকাকার হন, ইঁহাদিগের দ্বারায় বঙ্গদেশে ন্যায় শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। খড়দা-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও তোষণ ভট্টাচার্য্য বড় কম নন। ত্রিবেণী নিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহকারকের মধ্যে রত্ন হন। ইহার বিবাদভঙ্গার্ণব পড়িলে জানিতে পারিবে, তিনি কত বিদ্যার পরিচয় দিয়া গিযাছেন। কোলব্রুক্ ডাইযেষ্ট্ ইহার ছায়ার স্বরূপ হয। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি সংগ্রহকার হন, ইহার দ্বারায় বঙ্গদেশে স্মৃতি-শাস্ত্র প্রচার হইযাছে, এবং আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে স্মৃতি বিষয়ে ইহার ব্যবস্থাই চলিয়া থাকে। অভিধান প্রণেতা তুইজন হন। শোভাবাজার নিবাসী স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। পটলডাঙ্গা নিবাসী তারানাথ তর্কবাচস্পতি। একজনের শব্দ-কল্পদ্রুম, অপরজনের বাচস্পত্যাভিধান হয। ভারতচন্দ্রের চোর পঞ্চাশত হয, কিন্তু ইহার গোল্ মাল্ আছে। কেহ কেহ বলে, ভারত চন্দ্র অন্য পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিযাছেন, এবং কেহ কেহ বলে ভারত চন্দ্র রচনা করিয়াছেন; সে যাহা হউক, ভারতচন্দ্রকে বাঙ্গালা ভাষার ভিতর রাখিব।

ধর্ম্ম প্রচারকের ভিতর নবদ্বীপ নিবাসী চৈতন্য মিশ্র হন

নদীয়া নিবাসী আগমবাগীশ হন, শিমলা নিবাসী রাজা রাম-মোহন রায় হন। চৈতন্যমিশ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন। আগমবাগীশ শাক্তধর্ম্মের প্রচার করেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কেহ শৈব ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই। আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকলেই শৈব ছিলেন বোধ হয়, কারণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়েরা শৈব ছিলেন। ব্যাস হইতে হরি নামের প্রচার হয়। ব্যাস কৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে অবতার করেন, এবং পাণ্ডব-দিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শৈব ধর্ম্মে ইকোয়া-লিটি, ফেটারনিটি ও ইউনিটি দেখা যায়। শিবকে পূজা করিতে সকলকার অধিকার আছে, কিন্তু অন্য দেব দেবীকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও পূজা করিবার অধিকার নাই। শিব দুর্গা সাঙ্খ্যের প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নয়, বোধ হয়। দশ মহাবিদ্যার প্রাদুর্ভাবে শিব ঢেলা মারা ভাতারের মতন হইয়া পড়িয়াছেন। যেমনি বিষ্ণুর দশ অবতার আছে, তেমনি শক্তির দশ মহাবিদ্যা আছে। এককে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের দরুণ, মহাজন পুরুষ মানবের ভিতর হইতে শ্রেষ্ঠ মানবকে বাছিয়া লইয়া, তাঁহার উপর একের সমস্ত লইয়া ফেলে, ফেলিবামাত্রই অবতার কিম্বা মহাবিদ্যা প্রস্তুত হয়। যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সারথি হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদকে দর্শন দিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন।

রেজির সমসাময়িক প্রহ্লাদ হন। রেজি নহুষের ভ্রাতু-

স্পুত্র ছিলেন। যদু আবার রেজির ভ্রাতুস্পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ হইতে হইয়াছেন, ইহার কারণ সংসারে যাদব বলিয়া কথিত হন। যদু হইতে শ্রীকৃষ্ণ দুই কুড়ি আট পুরুষ হয়, শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত হন, ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে আছেন; ইহাতে সন্দেহ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অবতার না করিলে সমাজধর্ম্ম হয় না, মানব বলিলে সকলে বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস না করিলে দল হইল না। দল না হইলে জাত হয় না। জাত না হইলে একতা হয় না। একতা না হইলে শ্রীবৃদ্ধি হয় না। শ্রীবৃদ্ধি হইলে ধর্ম্ম প্রচার হয়। ধর্ম্ম-প্রচার করিতে হইলে তিনটীর আবশ্যক হয়। রাজা যাঁহার তরবারে সকলেই তটস্থ থাকিবে, তিনি পোষকতা করিবেন। লেখক যাঁহার কলমে সকলেই পরাস্ত মানিবে, তিনি গুণকীর্ত্তি বচনা করিবেন। অবতার, যাঁহার রূপে, কুলে, শীলে, মানে, বুদ্ধিতে, বিজ্ঞানে, ও জ্ঞানে সকলেই মুগ্ধ হইবে তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। তিনি বলিবেন, আমি এক ভূভার হরণের দরুণ অবতীর্ণ হইয়াছি, তাঁহার সেই মুখনিঃসৃত অমৃত বাক্য সকলের অন্তরে এমন দাগ দিবে, যাহা দেহত্যাগে উঠে কিনা সন্দেহ।

মহাজনেরা যত তাঁহাকে মানব বলিয়া জানিবেন, তাঁহাদের ভক্তি তত বাড়িবে। কারণ তাহারা তাঁহার গুণকীর্ত্তি দেখিয়া শুনিয়া ও পড়িয়া এত মুগ্ধ হইবেন, যে তাঁহাদিগের মাথায় তাঁহার পুরুষকারের কীর্ত্তি ঢুকিতে মাথা গোলমাল হইয়া

এক না বলিযা বাঁচিতে পারিবেন না। মুর্খেরা মানব জানিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, কারণ তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি নাই। সংসারে থাকিতে হইলে অবতারের আবশ্যক হয়। অবতার না থাকিলে এক সমাজধর্ম্ম হয় না। এক সমাজধর্ম্মের অভাব হইলে, পোষাক, খাদ্য ও রঙের লোপ হয়। ইহা লোপ হইলে, আহার, নিদ্রা, মৈথুন লইয়া-পশুর মত থাকিতে হয়।

শ্যামা মা সামান্য মেয়ে নন। শঙ্করাচার্য্য শাক্ত ধর্ম্ম প্রচার করেন। কাশীর দুর্গাবাটী ইঁহার দ্বারায় স্থাপিত হয়। মেনকার গর্ভে পার্ব্বতীর জন্ম হয়। রাজা দুস্মন্তের স্ত্রী শকুন্তলা, মেনকার গর্ভে ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্মিয়াছিলেন। গৌরীপুত্র গণেশ হয়। তাঁহার একটী দাঁত বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয় পরশুরাম, যুদ্ধ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; ইহার কারণ গণেশের নাম একদন্ত হয়। সত্যযুগে শ্যামা মা আবার মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন। মহিষাসুরের সহিত ইন্দ্রপুত্র বালী যুদ্ধ করিয়াছিল। জীয়ন্ত শ্যামা মা বড় অসুরমুণ্ডপ্রিয়া হন। শ্যামার হাতে অসুরের মুণ্ড, শ্যামার গলায় অসুরের মুণ্ডমালা, শ্যামা মা আবার দশহাত জিহ্বা বাহির করে, অসুর শ্রেষ্ঠ রক্তবীজের রক্তপান করেন, পাছে রক্তবীজের রক্ত না মাটীতে পড়ে, রক্তবীজের এক ফোঁটা রক্ত মাটীতে পড়িলে, অসংখ্য রক্ত বীজ হয়। শ্যামা মা ধড় লন না খালি মাথা লন। পড়ে কিছু নাই, বোধ হয় মাথাতে সব্

আছে। একটা খারাপ মাথা জন্মিলে, অসংখ্য খারাপ মাথা হইতে পারে, সেই কারণ শ্যামা মা অসুরের রক্তের বীজকে নষ্ট করিয়াছিলেন। বীজ থাকিলে ফল হইতে পারে, একটী ফল হইলে অসংখ্য বীজ হইতে পারবে। শ্যামা মা শক্তি হন বলিয়াই, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে আছেন; ইহাতে কেহ সন্দেহ করিও না। পাঁচটী উপাসক বহুকাল হইতে ভারতে আছে। কোন কোন সময়ে একের লোপ ও অন্যের প্রাদুর্ভাব হয়। যে যে লোকের নাম হইয়াছে, ইহাঁরা সেই লোপটীর পুনঃ স্থাপন করিয়াছেন জানিবে।

বঙ্গদেশের আমোদ দেখ। বঙ্গদেশে কবি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বাগবাজার নিবাসী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফুল আখড়ার সৃষ্টি করেন। বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদ-বসু, হাফ্ আখড়ার প্রথম পথ দেখান। বদন অধিকারী প্রথম যাত্রা করেন। বাগবাজার নিবাসী রক্ষাকালী চট্টো-পাধ্যায় পাঁচালির পত্তন করেন। পাইকপাড়া রাজবাটী হইতে থিয়েটার প্রথমে ইনট্রোডিউস্ হয়। বাগবাজার ন্যাস ন্যাল্ থিয়েটার্ কোম্পানি হইতে প্রথম পাবলিক্ থিয়েটার্ হয়। বেঙ্গল থিয়াটার কোম্পানি হইতে প্রথমে ষ্টেজে ফিমেল্ ইনট্রোডিউস্ হয়। শ্যামবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু, এক রকম খিঁচড়ি আমোদ করিয়াছিলেন, যাহাতে সর্ব্বরকম আমোদের ছায়া ছিল, ইহার কারণ তাহাকে কোন পারটিকিউ-লার্ হেড দিতে পারিলাম না, তাহাকে মিশ্‌লেনিয়াস্

হিসাবে রাখিলাম। সিমলা নিবাসী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রথমে বেলুনে উঠা ও প্যারাচুটা নাবা ইনট্রোডিউস্ হয়। ইণ্ডিয়ান্ সারকাস্ ওয়ালা হইতে প্রথমে বাঙ্গালায় ঘোড়ার নাচ আরম্ভ হয়।

বিদ্যাপতি প্রথমে হাফ্ সংস্কৃত মিশান ও ছিটে বাঙ্গালা কথাতে বাঙ্গালা বহি প্রস্তুত করেন, কিন্তু তিনি বঙ্গদেশের লোক নহেন! কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাস ষোল আনা পুরণ করেন, এবং যাঁহাদিগের কৃপায় সমস্ত বাঙ্গালি ও সংস্কৃত পণ্ডিতগণ রামায়ণ ও মহাভারত জানিতে পারিতেছে। ৯৬ রকম ধর্ম্মের ঢেউ উঠিতেছে, কেবল কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাস যুঝিতেছেন। যত দিন বঙ্গদেশে কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাস থাকিবেন, তত দিন বঙ্গদেশ ভূকৈলাস হইয়া থাকিবে। কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাসকে অবহেলা করিও না, ইহাতে উর্দ্দু, হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরাজি কিছুই নাই, খালি পুরো সংস্কৃত শুট্, পুরো বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। পোপের হোমার ইলিঅটের সহিত, কাশীরাম দাসের ও কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম্মকাঁটায় ওজন করিলে, টন্‌ক অফদি বেলান্স্ নড়িবে চড়িবে না। যত বাঙ্গালা পুস্তক আছে, দুদশ খানা ইংলিশ থটের ছাড়া সমস্তই কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাসের অনুগ্রহে জানিবে। কবিকঙ্কনের চণ্ডী শ্যামা মাকে রাখিয়াছে। ভারতচন্দ্র বড় কম নন, ছন্দ ও ভাষা মার্জ্জিত করিয়াছেন।

খুড়ি জগা সেকরাকে আমোদের স্থানে ভুলিয়া ছিলাম,

শ্যামা মার কৃপায় জগাসেক্রা মনে আসিল। জগাসেক্রা চণ্ডীর নাম প্রথমে বঙ্গদেশে বাহির করেন। রামপ্রসাদ বড় ফেলনা নয়। বঙ্গদেশের ভিতর প্রধান সাধক হন। রামপ্রসাদের পদাবলি, শ্যামার প্রেমে পারার মত টল্ টল্ করে, কিন্তু রামপ্রসাদ কেশুবের পাতার রস খাইয়া, ঐমনি পাকা মাতাল হইয়া ছিল, টলা কাকে বলে তা ভুলে গিয়াছিল। রামপ্রসাদ কার্য্যের মাতাল ছিল। খানায় ডোবায় পড়া মাতাল ছিল না। মাতাল হয়ে' রাম প্রসাদ শ্যামা মাকে এমনি জোরে ডাকিত, যে শ্যামা মা ভয়ে জড় সড় হইয়া দেখা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। মার কৃপা মাতালের উপর বেশী হয়, কারণ মাতাল ছেলে পাছে খানায় ডোবায় পোড়ে অপঘাতে মরে। ভাষা-মাতাল কবিকঙ্কনের উপর শ্যামা মার এত নজর ছিল না, কারণ ভাষা মাতাল সাঁতার দিয়া একটা না একটা কিনারায় আসিতে পারে, সিট্ একর্ হন না। সোনামুখি নিবাসী গদাধর শিরোমনি প্রথম বঙ্গদেশে কথকথা সুরু করেন।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের রাজাবলি ও প্রবোধ চন্দ্রিকা, সে সময়ের পক্ষে বড মন্দ নয়। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে বঙ্গ সিভিলিয়ানদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দাতাকর্ণের করাত্ ঝাউ তুলিয়া, বঙ্গভাষা শিক্ষা প্রণালীর পথ বড় পরিস্কার করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘ নাথ বধ কাব্য বঙ্গভাষা নিউওয়ারেল্‌ডের রত্ন হয়, এবং যে রত্ন

অন্য কাব্যরত্নের সহিত বড়বেশী কম নয়। অক্ষয় কুমার দত্ত, দিনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ইংরাজি থট্‌কে বাঙ্গালা পোষাক পরাইয়াছেন। বঙ্কিম বাবু আবার তাতে মধ্যে মধ্যে বামুন পণ্ডিতের টিকীনাড়া ও দিয়াছেন। আর বেশী ঢাক পিটিতে পারিলাম না, অনেকক্ষণ কাঁধে থাকাতে অসহ্য হইয়াছে, পাছে পড়িয়া ভাঁড় ভিক্ষা যায়, এই ভয়ে ছাড়িয়া দিলাম। স্যার্ বোরণ সাহেব প্রথম ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, গৌরমোহন আঁডিড তাহার পর! বেথুন সাহেব প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মারস্মন্, কেলি, ওয়ার্ড, হেয়ার, ডফ সাহেবদের কাছে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার দরুণ, বাঙ্গালি চিরকাল কৃতজ্ঞ পাশে বদ্ধ থাকিবে। আরো অনেক বিভাগ আছে, পাছে গরিবের খুদ কুঁড়া ফুরিয়া যায়, এই ভয়ে ঝুলিবদ্ধ করিলাম।

হে বালক বালিকাগণ! তোমাদিগের চৌদ্দপুরুষ তোমরা দেখ, ইহাতে তোমরা দুঃখিত হইওনা। জগতের প্রথমে এই রকম চৌদ্দপুরুষ সকলকারই থাকে, কালে পুরুষকারের দ্বারায় জগতের ভিতর সভ্যজাত হয়, মাতৃগর্ভ হইতে কেহ হয় না। সকল জাতের হিষ্টরি অফ্ সিভিলিযেসন্ পড়, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে, কোন্ জাত কি রকম করিয়া সভ্য হইয়াছে। যে জাতের এক সমাজ ধর্ম্ম নাই, এক পোষাক নাই, এক খাদ্য নাই, এক রং নাই, এবং প্রাইমোজ-নিচর আইন্ নাই, সে জাত জগতে কোন কালে সভ্য

বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। স্থূল এক না হইলে সূক্ষ্ম এক হয় না।

আজ কাল সংস্কৃত ভাষাতে কত কম অধিকার দেখ না, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালিচেষ্টা এক ধারে নাই। কোটী কোটী মাথা এক ধারে ধাইলে, একটা না একটা মাথা উচ্চ বাহির হইবে, একটা উচ্চ মাথা হইলেই কোটী কোটী মাথার কার্য্য করিবে। বঙ্গদেশে বামুন পণ্ডিতেরা অত্যন্ত গরিব, ইহারা টোলের ভাত খাইয়া বিদ্যা শিখে, সে যে কি ভাত যাহারা খাইয়াছে, তাহারাই বলিতে পারে। ইহাদিগের ভিতর যে মূর্খ হইল, সে ঘণ্টা নাড়া ব্যবসাতে যাইল। আর্য্যদের সময়ে পুরোহিত কার্য্য কি উচ্চকার্য্য ছিল, এক্ষণকার যজমান ও যেমনি, পুরোহিত ও তেমনি, যেমনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল। বামুন পণ্ডিতদের ভিতর কাঁহার সুবিধা হইলেই, সে তাহাদিগের পুত্রদের ইংরাজি বিদ্যালয়ে দেন। ইংরাজি বি এল এ রে, শিখিবামাত্রই ভিক্ষা বৃত্তি ত্যাগ করে, ভিক্ষা বৃত্তি ত্যাগ করিলেই মানসিক তেজ হয়। মানসিক তেজ হইলেই আর পুত্রদের টোলের ভাত খাওয়াইতে পারে না। ভাল ইংরাজি শিখিলেই বড় বড় চাকরি পায়, চাকরি পাইলেই আর পূর্ব্বপুরুষদের সহিত মিলে না, গুটি পোকা হইতে যেন প্রজাপতি বাহির হয়। ধর্ম্ম, পোষাক, খাদ্য, এবং রং পূর্ব্বপুরুষের সহিত ক্রমেক্রমে তফাৎ হইতে সুরু হয়, যত শ্রীবৃদ্ধি পায়, ততই পূর্ব্বের

সহিত প্রভেদ বেশী হয়, বিলাত ফেরত্ হইলেই রিফরমের চূড়ান্ত হইল। কায়স্থ ও অন্য অন্য জাতের এই রকম জানিবে।

খাদার পান্তা খাদায় রহিল,, কোথায় আমার নিলমণি গেল। বঙ্গদেশের মাতাদের বড দুঃখ, যে তাঁহাদিগের সন্তানরত্ন হইলেই, আর তাঁহারা সন্তানের সুখ ভোগ করিতে পারেন না। যত সন্তান মূর্খ হয়, তত মাতার মুখ অগ্নি করিতে পারে। আজ কাল্ অনেকটা বাঁচোয়া হইযাছে। ইংরাজি পড়িলে জাত যায় না, ধোপা নাপিত বন্ধ হয় না। সোর্ গরু খাইলে ও হোটেলে যাইলে একঘরে হয় না। হণ্ট্লে পামারের বিস্কুট্ খাইলে মাতা রাগ্ করেন না। এলো মেলো ধর্ম্মে থাকিলে কোন দোষ হয না। দোল্ দুর্গোৎসব, দান ধ্যান ইষ্টদেবতার পূজা না করিলে, মাতা বড়রাগান্বিতা হন না, খালি বলেন নিলমণিটা সাহেব হইযাছে। যদি নিলমণি বেশী পয়সা খরচ করিয়া, বাটীতে সাহেব ভোজন করাইতে পারে, পাবলিক্ মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে পারে, অনর্ আরি বড় বড পদ সংগ্রহ করিতে পারে, সামনে ও পিছানে খেতাব বাড়াইতে পারে, দেউড়িতে সাত টাকা মাহিনার তক্মাওয়ালা ডাল্কুর্ত্তাকে ভেউ ভেউ করাইতে পারে, নরমাণ্ডি ঘোড়া ও বার্গাণ্ডি বেরুষ্ চড়িতে পারে, অস্লারের ঝাড় ঝুলাতে পারে; ভদ্রাসনের দালানের খরচ বন্ধ করিয়া সামনে লন্ প্রস্তুত করিতে পারে, আর একসানকের ফ্রেণ্ডদিগকে মাঝে মাঝে রেযোমগুা না দিয়া পেলিটী ডিস্ দিতে পারে, আর পাবলিক্ চাঁদাতে নাম সইটা

করিতে পারে, কুটুম্ব, ও প্রতিবাসী ও পাবলিক্ বরং রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্ট হয়।

হে বালকবলিকাগণ! দেখ কত রেপিড্ চেঞ্জ, ভয় পাইওনা, এখনও অনেক দেরী আছে। বুড়া মাদের বিলাত্ ফেরত সন্তান রত্ন হইলেও, "খাদার পাস্তা খাদায় রহিল, কোথায় আমার নিলমণি গেল" বলিয়া কাঁদিতে হয়। যেমনি ঘরে বসিয়া অসতী বৃত্তি করিলে কোন দোষ হয় না, নাম লিখিলেই সর্ব্বনাশ, তেমনি বঙ্গের ভিতর পুরো নকল্ গোরা হইলে মাতাকে কাঁদিতে হয় না, বিলাতে যাইয়া রত্ন হইয়া আসিলেই যত দোষ। বোধ হয়, আর পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর সব্ ফরসা হইয়া যাইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গ সভ্য হইল না, আরো দিন দিন পয়েন্ট্ অফ্ দি নিড্‌ডিলের উপর থাকিয়া বাতাসে ঘুরিতে লাগিল। দলাদলি এত বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, যে মাগ ভাতারে বঙ্গদেশে এক একদল হইবে।

বিলাত্ ফেরতদিগের উপর অনেক ভরসা করা গিয়াছিল, যে ইহাদিগের দ্বারা বুঝি বঙ্গ সভ্যজাত হইবে, কিন্তু এখন সব্ উল্‌টা দেখি। উহাদিগের ভিতর এক সমাজ ধর্ম্ম নাই, এক পোষাক নাই, এক খাদ্য নাই, এক রং নাই ও প্রাইমোজিনিচর আইন্ নাই; উহারাও আমাদিগের মতন হটণ্টন্ হইয়া পাদলে ঘুরিতেছে। যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাহাই করে, সমাজ ধর্ম্ম এক করিতে কাহারও চেষ্টা নাই, যাহার যে ধর্ম্ম সুট্ করে' সে

সেই ধর্ম্মে দীক্ষা হয়। যাহার যে পোষাক লইতে ইচ্ছা করে, সে সেই পোষাক লয়, যাহার যে রঙে বিবাহ করিতে ভাল লাগে, সে সেই রঙে বিবাহ করে। প্রাইমোজিনিচর্ আইনের দরুণ, কেহ মিটিং কল করে না, কেহ বক্তৃতা দেন না, কেহ ইংরাজ বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করে না। বিলাত্ ফেরত ওয়ালারা কেবল পয়সা রোজগার করিয়া, নিজের দেহের জন্য পয়সা শ্রাদ্ধ করিতে, আরপলিটিকল্ ওয়ার্ডেণে মুভ্ করিতে পারে; যাহাতে বঙ্গদেশের কোন উপকার নাই। যদি বল, আমাদিগের দ্বারায় বাঙ্গালিরা বড় বড় চাকরি পাইতেছে, পুলিসের অত্যাচার কম হইতেছে, সুবিচার হইতেছে, স্বাস্থ্য রক্ষার যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রস্তুত হইতেছে, ইংরাজ বাহাদুর যে আইন্ পাশ করিলে কষ্টবহ হইতে পারিত, তাহা রোধ করা হইতেছে, ইংরাজ বাহাদুরের আঠার শত সাতার খৃষ্টাব্দের ডিক্লারেসানে যাহা আছে, তাহা কার্য্য পরিণত হইতেছে। ইহা যে ভুল নয়, তাহা শত শত বার মানী, কিন্তু ইহাতে কি হইতে পারে, কলু হইতে কায়স্থ হইতে পারে না, যখন গোড়ায়ঘষে কলু সেই কলু রহিল।

যখন বিলাতে থাক, ইংরাজদের খৃশ্চান্ ব্যতীত আর কিছু দেখ কি? হ্যাট্, কোট্, পেণ্টুলন ব্যতীত ধুতি চাদর দেখ কি? ধলা ব্যতীত কালা দেখ কি? প্রাইমোজিনি-চর্ আইন্ ব্যতীত ফক্‌রে পোষা আইন্ দেখ কি? বোধ হয় বলিবে দেখি না, তবে কেন বঙ্গদেশে এই সব্ অভাব

পূরণ করা না হয়। যদি বল, "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুণ্ মরে," তবে সাত্ সমুদ্র তের নদী পার হইবার কি প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ দিনের স্বার্থের দরুণ? চিরকাল তো বাঁচিবে না। যদি সন্তান সন্ততির মঙ্গল হইল না, তাহলে এই পুরুষকারের ফল বৃথা হইল। দেখ, এমন কেহ সম্পত্তি সঞ্চয় করিতেছ না, যাহাতে মূর্খ পুত্র পায়ের উপর পা দিয়া, পিতার নাম রাখিয়া বসিয়া খাইতে পারে, সকলেই যে পিতার উপযুক্ত পুত্র হইবে, ইহার কোন কথা নাই। মূর্খ পুত্র হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, সকলেই ফলেন্ এঞ্জেল্ বলিয়া ঘৃণা করিবে।

যাহা কিছু তোমাদের উপর সাধারণের ভক্তি দেখিতেছ, তাহা কেবল তোমাদের গুণের দরুণ। গুণের পূজা সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে হয়। ইহাতে এক সমাজ ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং চাই না। যত দিন গুণ থাকিবে, তত দিন পূজা করিবে, গুণ অভাব হইলে যে কলু সেই কলু। ধনীরা তোমাদের রোজগারের কাছে দাঁড়াতে পারে না, কুইল ড্রাইভারেরা তোমাদের ইজ্জতের কাছে থৈ পাচ্ছে না, ইস্পিকারেরা তোমাদের মুখের কাছে বোম্বা চাক্ হচ্ছে, লেখকেরা তোমাদের কলমের কাছে কলম বন্ধ কর্চ্ছে, মোট কথা তোমাদের ভাল কেহ অন্তরে দেখিতেছে না, বাহিরে যাহা দেখ, তাহা কেবল জুতার ঠোকরের ভয়ে, যে দিন জুতার ঠোকর বন্ধ হইবে, সেই দিন তোমা-

দের সন্তান সন্ততিদের সকলে চাপিয়া ধরিবে; ইহা নিশ্চয় জানিবে। বাঙ্গালির মতন্ নিজশ্রী কাতর জগতে কেহ নাই। যখন বোল বোলা থাকিবে, তখন কখন বিষ্টের মতন্ আল্‌বোলা মুখের সামনে ধরিবে, এবং হুজুর হুজুর বলিয়া শতবার আওয়াজ দিবে, আর যখন দকে পড়িবে, তখন হাত বাড়াইয়া সাহায্য করিবে না; বরং অদৃশ্য হইবার যাহা কিছু অভাব থাকিবে, তাহা তখন পূরণ করিয়া, অপরের নিকট নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

পাঁচ জন কায়স্থ ও পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া, বঙ্গদেশকে কম্প্যারিটিভ্‌লি অপরের অপেক্ষা সভ্য করিয়া লইয়া চলিতেছে, সত্য কি মিথ্যা ধনীর লিষ্ট্ দেখ, ইউনি-ভারসিটীর রেজল্‌ট দেখ। যদি দশ জনে নয় শত বৎসরের ভিতর এত করিতে পারে, কেন তোমরা বঙ্গের রত্ন হইয়া না পারিবে। একদিনের কার্য্য নয়, এক বৎসরের কার্য্য নয়, শত শত বৎসরের কার্য্য। এমন বীজ্ ফেল, যাহাতে কালে শত শত হস্তী বাঁধা যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান্, বীজের শত্রু অনেক, একটি চড়ুই পাখীতে নষ্ট করিতে পারে, এমন কি পোকাতে নষ্ট করিতে পারে। অন্ধকারে চুপে চুপে, যেখানে ভূতের উপদ্রব নাই, এমত স্থানে ফেলিবে. ইগিল্ আই উহার উপরে রাখিয়া জল সিঞ্চন করিবে, মজুর দিয়া সময়ে সময়ে নিড়বে। চারা হইলে বেড়া দিবে, যখন ছাগল গরুর উপর উঠিবে, তখন মাঝে ২ জল দিবে; পরগাছা যেন ইহার কাঁধে না উঠে, গোড়ায়

যেন ঘাস না জন্মায, তাহা হইলে সব্ মেহনত্ বৃথা জানিবে। যখন এই সব্ বিপদ হইতে পার হইবে, তখন **একের** কৃপাব উপর ফেলিবে, "তিনি রাখিলে রাখিবেন, তিনি মারিলে মাবিবেন" কারণ তোমার হাতেব বাব হইযাছে। যখন তোমরা পুরুষকাবেব দ্বাবায কষ্ট সহ্য কবিযা, এবং দেশ দেশান্তবে যাইয়া এত গুণ আহরণ কবিতে পারিযাছ, তখন কেননা দেশের চৌদ্দিপুরুষ হইতে পাবিবে। এক সমাজ ধর্ম্ম কর, এক পোষাক কব, এক খাদ্য কব. এক বং কর এবং প্রাইমোজিনিচব্ আইন্ কব্, তাহা হইলেই তোমাদের বিদ্যা-শিক্ষা সার্থক হইবে, এবং কষ্ট সহ্যের ফল বৃথা যাইবে না।

মহাত্মা রামমোহন রায ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার কবিযা গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধবিয়া বাঁশের বংশ বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্ম কি কখন সমাজ ধর্ম্ম হইতে পাবে? দেখনা, ষাট্ বৎসবে প্রায ষাটীএ গেল, যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল ইংরাজি বিদ্যার কৃপায়। মহাত্মা বাম মোহন ব্রায যদি ব্রহ্মবাদী হইয়া, শৈব ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহলে বঙ্গেব বোধ হয় আর একশ্রী হইত। শৈব ধর্ম্মে ইকোয়ালিটি ও ফ্রেটার্নিটি আছে, যাহা আর কোন ধর্ম্মের কার্য্যে নাই, কেবল বচনে আছে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকার পূজা করিতে অধিকার আছে, এবং সকলে আজ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। একটি পুরাতন ধর্ম্মকে না লইলে ধর্ম্ম প্রচার হয় না। নূতন কথা ধর্ম্মে আনিলে মূর্খের বুকে বুমিং অফ্ দি কেননের

মত লাগে, বিশেষত বাঙ্গালিরা ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট হইতে এত তফাৎ হইয়া যায়, যে তিনি আর কোন রকমে নেগাল্ পান না। মূর্ত্তিপূজা উঠাইবার যদি ইচ্ছাছিল, শৈব ধর্ম্মে কোন মূর্ত্তি নাই।লিঙ্গ আর যোনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, যদি ইহাও দোষনীয় বিবেচনা করিতেন, উঠাইয়া দিতে বাধা ছিল না।এক ধর্ম্মে না হয় দুই দল হইত অর্থাৎ কেহ বা সাকার, কেহ বা নিরাকারের উপাসক হইতেন, কিন্তু সকলই ত শৈব বলিত। মহাত্মার প্রধান প্রধান শিষ্যেরা যদি অহংকার ও প্রেযুডিশ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মবাদী হইয়া পুরাতন আর্য্যদের মতন, শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বঙ্গের আর এক শ্রী হইয়া যায়, এবং তাহাতে আবার বিলাত্ ফেরত্ বাবুরা যদি অনুগ্রহ করিয়া যোগ দেন্ এবং শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হন্; তাহা হইলে আর কোন কথাই নাই।

কেবল্ ধর্ম্মে এক হইলে ঠিক্ হইবে না, ইহার সহিত অমনি পোষাক ও খাদ্য এক হওয়া আবশ্যক হয়। সঙ্গে সঙ্গে ড্রেস্ মিটিং কল করাও উচিত হয়। যখন মিটিংয়ে ড্রেস্ ঠিক হইবে, তদবধি নেসানেল্ ড্রেস্ কথিত হইবে। যত লোক গ্রহণ করুক আর না করুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, বড় বড় লোক গ্রহণ করিলে, মধ্যবিত্ ও গরিব্ পশ্চাতে গ্রহণ করিবে। মহাত্মার প্রধান প্রধান শিষ্যেরা ও বিলাত্ ফেরত্ বাবুরা যেন একমত্ হন, উহাতে গোল্ মাল্ হইলেই সব্ গোল্ মাল্ জানিবে। কিছু কালাবধি বংশ্যাবলি ক্রমে ব্যবহার করিলে

সব্ এক হইয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক রং ফলানটা বহু দিনের প্রযোজন হয়, কিন্তু একাধারে বহু দিন করিলে নিশ্চয়ই হইবে। আচার্য্যদের পক্ষে নিরামিষ এবং অন্যের পক্ষে আমিষ রহিল। আচার্য্য বিবাহ করিলে আর তিনি আচর্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন না, কারণ ইহাতে ও থাক হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রাইমোজিনিচর্ আইনের দরুণ ইংরাজ বাহাদুরের নিকট চেষ্টা করিলে ফল ফলিতে পারে, কারণ ইহাতে পুরুষকারের ফল ঝট্ যায় না। আজ যদি বঙ্গে প্রাইমোজিনিচর্ আইন্ থাকিত, বোধ হয় আর দুই চাবিটী বৰ্দ্ধমান রাজ্যের মতন্ হইতে পারিত।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা যেন আব তোমাদের পিতা মাতাকে কাঁদাইও না, এবং তোমাদের নিজেও যেন কাঁদিতে না হয়; কারণ তোমরাও তো পিতা মাতা হইবে। এক সমাজ ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য এবং এক রং না হইলে, পিতা মাতাকেও কাঁদাবে, আর নিজেরাও কাঁদিয়া মরিবে। চৌদ্দপুরুষ ঠিক্ কর, পুরুষকারের উপাসনা কর, এবং সব্ বিষয়ে যাহাতে সকলে এক হয়, ইহার চেষ্টা কর। মন্ত্রের সাধন্ কি শরীর পতন্। চৌদ্দপুরুষ অভাব হইলে মানসিক তেজের অভাব হয়। তোমাদের যে বার নিজের বংশের চৌদ্দপুরুষ দেখনা, দেখিলেই জানিবে সত্য কি মিথ্যা। যাহার চৌদ্দপুরুষ যত টুকু পুরুষকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার বংশধরদের তত টুকু মানসিক তেজ আছে।

বঙ্গদেশে প্রকৃত চৌদ্দপুরুষ অভাব বলিযা দুঃখিত হইও না, যখন কাল অনন্ত পডিযা রহিযাছে। তোমরা নিজে এখন পুরুষকার কর, যাহাতে তোমরা নিজে প্রকৃত চৌদ্দ-পুরুষ হইতে পার। প্রকৃত চৌদ্দপুরুষ হইতে পারিলেই, সব্ দুঃখ শেষ হইযা সুখ শান্তি ভোগ করিবে।

চৌদ্দপুরুষ এ বড কথা, কাজে দেখাতে মাথায ব্যথা,
ভাতে পোষাকে সকুডি যেথা, মার্গে লেক্ডি দেবতা সেথা
কারে করহে মনের কথা, খিঁচুডি পাকান সব্ তথা,
হো হো
খিঁচুডি পাকান সব্ তথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

কাপড়ে হাগা রাজা !

কোন কালে কোন দেশে কোন এক ব্যক্তি ধনী ছিলেন, তাঁহার খুদ্ ও কুঁড়া দান, নিত্য খবরেব কাগজে ঢাক পিটিত। তিনি কোন সভায় যাইলে তাহাও খবরের কাগজে উঠিত, কারণ তিনি খবরেব কাগজওয়ালাদেব যথেষ্ট পূজা কবিতেন। তিনি সময়ে সময়ে নিজ বাটীতে সভা বসাইতেন এবং হরেকৃষ্ট ধ্বনি তাক্, যত দিতে থাকি খেতে থাক্, ইত্যাদি লোকেব আগমনে সভা উজ্জল হইত। পরদিন সকালে খবরের কাগজে মহা ধূম পড়ে যেতো যে, "আর, বি, এফ, এস্, বি, এস, সভায় উপস্থিত হইযা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন, মহা বক্তৃতা হইয়া ছিল, এবং দেশের নূতন উন্নতির জন্য যাহা প্রস্তাব হইয়া ছিল, সমস্ত লোকেই তাহাতে মত দিয়াছেন।" যত রিজোলিউসন্ যে যে ব্যক্তি করিত, তাহা সমস্তই পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া, বিনামূল্যে বিতরিত হইত। এই রকম কিছু দিন করাতে শেষে দেশের রাজার নজরে খবর পড়িল। রাজা কোন দিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে মন্ত্রিন্। অমুক লোকের অনেক প্রশংসা খবরেব কাগজে দেখা যায়, তুমি তদন্ত কর, অমুক লোকটা কে, এবং কি কার্য্য

করে, এবং বংশ কেমন। মন্ত্রী যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল, রাজা ও অবসর গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে মন্ত্রী এক লম্বা চওড়া রিপোর্ট্ লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল, এবং রিপোর্ট্ রাজাকে শুনাইল।

রাজা বলিলেন, লোকটা তো বড় খয়ের খাঁ, একে একটা খেতাব দিতে হইবে।

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। এ লোকটা খেতাবের উপযুক্ত, কারণ ইহার পূর্ব্বপুরুষ রাজসরকারে জুতা বুরুসের কার্য্য করিত। জুতা বুরুসের দক্ষতা দেখাইয়া আপনার পূর্ব্বপুরুষকে সন্তুষ্ট করিয়া, দেওয়ানের কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছিল এবং ঐ সময়ে বহুধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আপাততঃ অমুক উহার বংশজাত, সেও দশ জনকে জড় করিয়া, দশজনের টাকা লইয়া আপনার দেশের লোকের উপকারের জন্য বড উদ্যোগী, ভেবে ভেবে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাজ সরকারের বড় বড চাকরের পূজা করিতেও অনেক টাকা খরচ করিয়াছে, নিজের বাপ দাদার শ্রাদ্ধ না করিয়া, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রতিবাসিকে এক মুটো চাউল না দিয়া, কিসে খেতাব পাব ইহার বহু চেষ্টা করিতেছে, অতএব হুজুর। একে একটা খেতাব দেওয়া উচিত, আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

রাজা বলিলেন, মন্ত্রিন্! ওকে বাহাদুর খেতাব দেওয়া হউক।

মন্ত্রী। না হুজুর সে বাহাদুরের উপযুক্ত নয়, কারণ আমি শুনিযাছি যে, সে এক দিন রাত্রে প্রস্রাব করিতে উঠিযাছিল, কোন একটা জিনিষ নড়াতে ভয় পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যায়, ওর স্ত্রী ও অন্যান্য দাসীরা আসিয়া মুখে জল দিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করে। "সে জিজ্ঞাসা করিল, চোর কোথায়, পলাইয়া গিয়াছে, না ধরা পরিয়াছে? স্ত্রী বলিল,, চোর কোথায়, তুমি কি স্বপ্ন দেকছো, কি হয়েছিল বল দেখি। সে বলিল, যখন আমি প্রস্রাব কর্‌ছি, ওমনি একটা জিনিষ নড়্‌লো, আমি মনে কল্লূম্ চোর এসেছে।" অমনি স্ত্রী ভয়ে, কোন দিকে কোন দিকে? "ওই ধারে," স্ত্রী ইহা শুনিয়া কলা পাতের মতন কাঁপিতে লাগিল, এবং ভয়ে ভরসা করিয়া, হরির মাকে বলিল, 'দেখত ঐ ধারে কি হয়েছে, হরির মা বলিল, "মা কিছুই নাই, একটা নেঙটে ইঁদুর রাত্রের খাওয়া দুদের বাটীর ভিতর বসে আছে।" তখন সাহস পাইয়া স্ত্রী বলিল "তুমি কি গো, একটা নেঙটে ইঁদুরের ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে গেলে, এই তুমি আজ শোবার সময় বীরত্বের কথা কত বল্লে, তা যা হউক, এস এখন ঘরের ভিতর কাপড় ছাড়।" হুজুর! বাহাদুর খেতাব বাহাদুরদের যোগ্য, এবং যাহারা দেশের কিম্বা নিমকের জন্য প্রাণ দিতে পারে। সে উচ্চ বংশে জন্মিয়াছে, এবং উহার পূর্ব্বপুরুষ সরকারে কার্য্য করিয়াছে, এবং সকলে বড় লোক বলে।

রাজা। আচ্ছা তাই হবে। উহার আয় কত।

মন্ত্রী। রাজন্! উহার আয় বেশী হইলে বোধ হয় দুই হাজার হইবে।

রাজা। তবে মন্ত্রী, উহার চলিবে কি-করে, একটা চতুরঙ্গ রাখিতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ, অন্য খরচ তো আলাহিদা, এতো রাজা খেতাব না হয়ে, মন্ত্রিন্। সাজা খেতাব হবে?

মন্ত্রী। না হুজুর। এমন আপনার রাজ্যে অনেক রাজা আছে, মা, ভাই হরির মা ও পদ্মপিসি চতুরঙ্গ লইয়া রাজা খেতাব পাইযাছে।

রাজা। মন্ত্রিন্! তুমি ঠিক জান, যে এ রকম চতুরঙ্গে রাজা হয়, আমার বাপ দাদা কিম্বা আমি এরকম লোককে রাজা খেতাব দিয়াছি?

মন্ত্রী। হুজুব অনেক।

রাজা। মন্ত্রিন্! তবে আচ্ছা, রাজসরকারের কাগজে ছাপিয়া দেওয়া হয়, ও উহাকে এক চিঠি লেখা হয়, যে অমুক দিন তুমি রাজ ভবনে আসিবে, এবং তোমাকে রাজা খেতাব দেওযা হইবে। রাজা ইহা বলিয়া দরবার ঘর ত্যাগ করিলেন, মন্ত্রী ও নিজের কার্য্য শেষ করিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিন পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে কাপড়ে হাগা দরবার গৃহে উপস্থিত হইল রাজাজ্ঞানুসারে মন্ত্রী রাজা খেতাবের হুকুম পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

"হে কাপড়েহাগা, তোমার পূর্ব্বপুরুষ এই রাজ দরবারে

বড় বড় চাকরি করিয়াছিল, এবং তোমার পিতাও দেশের উপকারার্থে—অনেক ব্যয় করিয়াছিল,—তুমিও সমাজ উন্নতির অনেক চেষ্টা করিয়াছ; এবং ভবিষ্যতে রাজার প্রতি ভক্তি রাখিবে।” এই বলিযা মন্ত্রী রাজ পত্র কাপড়েহাগার হস্তে অর্পন করিলেন, কাপড়েহাগাও যথা বিধি প্রণালীতে গ্রহণ ও নমস্কার করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

কাপড়েহাগা বাটীতে আসিয়া দুই ইঞ্চি উচ্চ গদির উপর তাকিয়া ঠেসান দিযা বসিল, এবং ইহাই রাজ সিংহাসন হইল। সে তথা হইতে বড় বড় হুকুম বাহির করিতে লাগিল, দেওয়ান্ তথায় উপস্থিত হওযাতে বলিল, কি হে শুনিয়াছ, আজ আমি রাজা হইযাছি, দেখ কত লোক কত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কেহ কিছুই করিতে পারিতেছে না, আমি কোন চেষ্টা করি না, তুমিত জান, তবু ও আমায় রাজসরকার রাজা করিল, আমি কত অস্বীকার করিলাম, কত বলিলাম, আমার রাজা হইযা কি হইবে, আমি সন্যাসী, কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না, যাহা হউক, এখন তুমি অন্য সকল চাকরদের খবর দেও, ও চাকরাণীদের ডেকে ভিতরে খবর পাঠাও, আর কাল্কে তোমার সঙ্গে যা যা করিতে হইবে সমস্ত ঠিক করা যাইবে।

দেওয়ান বলিল, আপনার আবার রাজা খেতাব কি, আপনি মনে করিলে কত লোককে রাজা করিতে পারেন,আপনার মত রূপবান্ বুদ্ধিমান্ ধনবান্ যে আছে, এ জগতে তো নাই, তা যাহা হউক, রাজসরকার দিয়াছেন, ভালই হইয়াছে,

তবে কালকে ইহার যাহা যাহা করিতে হইবে করা যাইবে, আমি এখন চল্লুম, সকলকে খবর দিইগে, ইহা বলিয়া দেওয়ান অন্তর্হিত হইল। রাজা ও মধুকে ডাকিয়া নিজ কার্য্য সমাধা করিতে চলিলেন।

পরদিন দেওয়ান ও ধামাধরা মো সাহেব প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে নানা কথা বিনা মূল্যে বিক্রীত হওয়ার পর, ঠিক্ হইল যে কিঞ্চিৎ অর্থ খরচ্ করা উচিত, এবং তাহা যথাক্রমে খরচ করা হইল। কাপড়েহাগারাজার আনন্দের সীমা নাই, কাহাকেই গ্রাহ্য নাই, সকলকেই ঠাট্টা, জগৎকে তৃণ জ্ঞান, কেবল রাজসরকারের লোককে, খপরের কাগজের নামওয়ালাকে এবং সম্পাদক্কে কিছু কিছু জ্ঞানে রাখিল।

কিছুদিন পরে কাপড়েহাগার রাণী একদিন রামায়ণ পড়িতে পড়িতে দেখিল, রাজা দশরথের পুত্র ভরত আট মন সোনার বাঁটুল লইয়া খেলা করিত, রাণা মনে মনে চিন্তা করিল, আমার স্বামীও রাজা এবং পুত্রের নামও ভরত, তবে কেন আমার ভরত কাটের পুঁচ্কে গোলা লইয়া খেলা করিবে, আজ রাজা আসুন বলিব, আমার ভরত সোনার আটমন বাঁটুল লইয়া খেলা করিবে, যদি বলে এত ভারি পার্বে কেন, তা হলে বলিব, আপনি কখন রামায়ণ পড়েন নাই, ও শাস্ত্র জানেন না, মিথ্যা কি সত্য আপনি সমস্ত অধ্যাপক্কে জিজ্ঞাসা করুন্। সোনা অতি দামী সামগ্রী, এর যত বেশী হয় ততই ভাল, এর আবার কম বেশী কি, দামি জিনিষের যত বেশী

হয় ততই লাভ। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে রাজা আসিয়া উপস্থিত হইল, রাণী সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজাকে বসাইলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিল। তোমার হাতে কি বৈ ?

রাণী কহিল রামাযণ, এই পুস্তকে নানা রকম গল্প আছে, এবং রামাবতাবেব নানা লীলা আছে।

রাজা বলিল, তুমি বল দেখি সীতা কার ভার্য্যা; এবং সীতার বাপ কে ?

রাণী উত্তর করিল, রামের ভার্য্যা সীতা এবং জনক তাহার বাপ।

রাজা বলিল, সীতা চাষের জমিতে লাঙ্গল হইতে উঠিল, তবে জনক তার বাপ কি করে হলো ?

রাণী কহিল, পাঁচ রকম বাপ আছে, তার ভিতর অন্নদাতা বাপ জনক।

রাজা উত্তর কবিল, জন্মদাতা বাপ ছাড়া কি আর বাপ আছে, এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিল।

রাণী বিরক্ত হইয়া বলিল, রাজন্। ও সব কথা ছেড়ে দাও, এখন তুমি রাজা হইয়াছ, তোমার ভরত আটমন সোনার বাঁটুল নিয়ে খেলা করিবে, আমি আজ রামায়ণে পড়েছি, দশরথেব পুত্র ভরত ছেলে বেলায সোনার আট মন বাটুল লইয়া খেলা করিত, তুমি এখন এর জোগাড় কর, তা না হইলে তুমি রাজা কিসেব ? দশরথ রাজা ছিল

তুমিও রাজা হইয়াছ। দশরথের পুত্র ভবত ছিল, তোমার পুত্র ও ভরত আছে, তবে এর এখন কি হবে বল।

বাজা বলিল, আমার ভরত ছেলে মানুষ, সেকি আট মন সোনাব বাটুল লইযা খেলা করির্তে পারিবে?

রাণী উত্তর করিল; কেন পারিবে না। সে ভরত রাজ কুমার ছিল, তোমার ভরত ও রাজকুমার, ইহা আবাব বাল্মীকিরামায়ণে লেখা আছে, আমি শাস্ত্র ছাড়া কথা বল্‌চি না, ঠিক্ কিনা তুমি সমস্ত ভট্টাচার্য্যকে ডেকে জান, যে কার্য্য শাস্ত্রে আছে তাহা করা উচিত কি না?

রাজা বলিল, ঠিক বলেচো, আজ আমি সমস্ত ভট্টাচার্য্যকে ডাকাবো, যদি তাঁবা সকলে বলে এবং পুরাতন শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে পারে, তা হলে হবে তাব আর কি। এই বলিয়া বাজা বাহিবে আসিযা দেওযানকে ডাকিল, এবং বলিল ওহে অজ্‌বুক। আমাব একটি বিশেষ আবশ্যক আছে, তুমি সমস্ত বামুন্ পণ্ডিতকে বলে আইস, যে আজ রাজ বাটীতে গিযা রাজাব সহিত দেখা করে, আরো তাদেব বলিবে, যে যত ভাল ভাল পণ্ডিত পাবে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, সকলকার বিদায ভাল রকম হবে।

দেওয়ান শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল, এবং রাজাকে বলিল, সে দিন্ এক শত টাকা হাজাব হাজার বামুন পণ্ডিতকে দেওয়া হইয়াছে, এথন ও যাদেব জুতো মেরে গলা ধাক্কা দিয়ে বার কবে দেওযা হইয়াছিল, তারা আমার উমেদার

আছে তা আপনার কি আবশ্যক, যদি বলেন তা হইলে সেই মত কার্য্য করি।

রাজা বিরক্ত হইয়া বলিল, রাজ কুমারের সোনার আটমন বাঁটুল চাই, সে খেলা করিবে।

দেওয়ান আনন্দের সহিত বলিল, এতো ঠিক্ কথা মহাশয়, আপনার ভরত বিশেষত্ রাজার ছেলে, তিনি আর সোনার আটমন বাঁটুল নিষে খেলা করবেন না। রাজার ছেলে হাতী নিয়ে খেলা কব্বে, দেখুন না, নব কুশ যখন বনে ছিল, তখন তারা বাঘ্ সিংহদের নিয়ে খেলা করতো। আপনাব ছেলে, বাঘের ছেলে বাঘ, উনি তো খেলা করবেনই, তবে আমি শীঘ্র খবর দিইগে।

রাজা। আচ্ছ যাও।

পরদিন দলে দলে বমুন্ পণ্ডিত আসিতে আরম্ভ করিল। যে যে দেখিতে কিঞ্চিৎ ভাল ও যার যার পবিস্কাব পরিচ্ছদ্ ছিল, তাদেব জন্য প্রবেশ দ্বার মুক্ত রহিল; অন্যের পক্ষে বড় সংইন্ রহিল। কিঞ্চিৎ ক্ষণের মধ্যে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে, অনেক বামুন্ জমা হইয়া পড়িল, নানা রকম চীৎকার করিতে লাগিল, নানা নাম ধরিয়া দ্বিতলের দিকে চক্ষু বাখিয়া ডাকিতে লাগিল। কেহ কেহ অনেক ক্ষণের পর শুনিয়া দয়া প্রকাশ করিয়া, দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিয়া গম্ভীরস্বরে দ্বারীকে হুকুম করিল, “ওস্‌কো ছোড়্ দেও, রাজা সাহেব্ বোলা হায়।” কেহ কেহ দ্বারীর সহিত বাক্য বিন্যাস ও বিনয় করিয়া,

কতকগুলিকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে দ্বারের সম্মুখে এত বামুন্ পণ্ডিত জমা হইল, যে গাড়ী ঘোড়া ও পথিকের রাস্তা চলা ভার হইল। উঁহাদের রাগের সহিত কাতর চীৎকারে সহর্ গুল্‌জার্ হইতে লাগিল। কথায় কথায় টেলীফন্ হইয়া গেল। রাজার বাড়ী আজ বিদায় হইতেছে, উচ্চ বিদায়, উচ্চ বিদায়, চল চল। একজন মূর্খ উত্তর করিল,-কিহে বিদ্যানিধি, রাজবাড়ীর উচ্চ বিদায়, কিরূপ? হাতী ঘোড়া না অমুক বাড়ীর মতন্ জুত্তা লাথি ?

বিদ্যানিধি রাগ করিয়া বলিল, তুই মূর্খ পাষণ্ড ও ভাট্, তোর এ সব বাহুল্য কেন। তোর ঐ রকম বিদায় হইয়া থাকে।

দ্বারে দ্বারী ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এবং দ্বারের সম্মুখে ভীষণ চীৎকারেতে সে ক্রমে ক্রমে অন্য মনা হইতে লাগিল, এবং উহাদিগের পরস্পরের ঝগড়া একধারে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কে হাসিতে হাসিতে দেখিতে লাগিল। ইত্যবসরে একজন মহা বুদ্ধিমান্ বামুন পণ্ডিত চটী জুতা বগলে করিয়া, এক দমে ভোদৌড় দিয়া প্রবেশ দার অতিক্রম করিয়া ছুটিতে লাগিল। দ্বারী ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান্ হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজ বাটীর প্রবেশদ্বার হইতে সিংহাসন এক লাকের স্থান ছিল, তা না হলে অপার আনন্দ হইত। সে যাহা হউক, বামুন্ হাঁপাতে হাঁপাতে অর্দ্ধ চাপা চীৎকার স্বরে "রাজা রক্ষা করুন, রাজা

রক্ষা করুন," দ্বারীও, "শালাকে পাকড়াও পাকড়াও" বলিতে বলিতে উভয়ে রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজ দরবারে উপস্থিত সমস্ত লোক আশ্চর্য্য হইল। কেহ বামুন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে কি হইয়াছে? কেহ বা দ্বারীকে? কিন্তু বামুন্ কাহাকেও কোন কথার উত্তর না দিয়া, একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িল, এবং "রাজা রক্ষা করুন," বারংবার বলিতে লাগিল। রাজা ভয় নাই বলিযা, দ্বারীকে বলিল, "কিয়া হুয়া হায়।"

দ্বারী উত্তর করিল, মহারাজ। যব্ হাম্ ফটক্ কো এক্ তরফ্ খাড়া হোকে গোল্‌মাল্ মিটাতা থা, তব্ ঐ আদমি ভাগ্‌কে আয়া হায়, আপ্‌কো যো হুকুম্।"

রাজা। আচ্ছা যাও, খপরদারী আচ্ছা কর্‌কে করো। দ্বারী সেলাম্ করিয়া ফিরিল।

কিঞ্চিৎ দূর আসিয়া দেখিল, আর সকলে হুড়ামুড়ি হো হো করিয়া আসিতেছে, দ্বারী একেই বেগে আছে, তাতে আবার সাম্‌নে গোল্‌মাল্, তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিযা, কাহাকে জুতা ও লাথি ও কাহকে অর্দ্ধচন্দ্র দিযা, কুকুরের মতন্ সকলকে ফটকের বা'র করিয়া দিযা, ফটকে পাহারা দিতেলাগিল।

মহা বুদ্ধিমান ভোঁ দৌড়ে পণ্ডিত সভার মধ্যে বসিযা, নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। একজন বলিল, ওবেটা দ্বারবান্ বৈত নয়, কত্ত বুদ্ধি ধরে, দেখ, ভাযা কেমন বুদ্ধি

করে পলাইয়া আসিয়াছে। আর একজন বলিল, ও বেটা তো শাস্ত্র পড়েনি, লেখা পড়াও শিখে নাই, তায় কত বড় পণ্ডিতের ছেলে, নিজে সর্ব্ব শাস্ত্র পড়েচে, বিশেষত ন্যায়; তা ও বেটা ওঁর কিসে লাগে।

রাজা সকলকে উপস্থিত দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। আপনারা বোধ হয় শুনে থাকিবেন, যে আমার পুত্র রাজকুমার ভবত সোনার আট মন বাঁটুল লইয়া খেলা করিতে পারে কি না, আমি ইহা জানিতে ইচ্ছুক কারণ রাণী ইহা রামায়ণে পাঠ করিয়া আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। আমি আপনাদের বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করিতে পারি না, বিশেষত আমি শাস্ত্র গর্হিত কোন কার্য্য করি না, তা বোধ হয়, আপনারা সকলেই বেশ্ জানেন, অতএব আপনারা সকলে পুরাতন শ্লোক উদ্ধার করিয়া মতামত প্রকাশ করুন, আপনাদের উত্তমরূপ পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

বামুন্ পণ্ডিতেরা সকলেই মহা আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও যাহার যাহা খোসামুদে শ্লোক মুখস্থ ছিল, সর্ব্ব আওড়াইয়া রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। ছয় স্কুলের ছাত্র প্রায় উপস্থিত ছিল। ইহারা বহু তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই ঠিক্ করিতে না পারিয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল। এমন সময় একজন স্মার্ত্তবাগীশ্ উহাদিগকে বলিল, আপনারা পরস্পর কেন বিবাদ করিতেছেন, ইহা ব্যবহারের কাণ্ড, স্মৃতি না হয় পুরাণে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে, পাওয়া গেলে

আপনারা মতামত প্রকাশ করিবেন। সকলেই খুসী হইল, যত স্মার্ত্ত ও পৌরানিক ছিল, তাহাদের সকলকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিল, দেখত এই ভাবের শ্লোক কোথা আছে, অনেকেই অনেক শ্লোক উদ্ধার করিল, এবং যথানিয়মে প্রমাণ হেতু লেখা হইল। ছয় স্কুলের ছাত্র মিলিয়া যে যার বিদ্যা প্রকাশ করিল। স্মার্ত্ত ও পৌরানিক বড কম নয়।

বহুক্ষণের পর ঠিক্ হইল, এবং যত লোক উপস্থিত ছিল সকলে স্বাক্ষর করিল, পরে রাজাকে এক একটি করিয়া শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিল, এবং রাজাও খুসী হইলেন।

রাজা বলিলেন, আমার আটমন সোনার মূল্যের টাকা নাই।

স্মার্ত্তবাগীশ্ অমনি উত্তর করিল, আমাদের শাস্ত্রে সব্ আছে, গরুর বদলে মাটীর গরু চলে, আপনার সোনার বদলে পিতল্ চলিতে পারে।

রাজা বলিলেন, ও তো বদল হইল, এমন কোন শাস্ত্রে প্রমাণ আছে, যে আটের স্থানে এক অথচ শাস্ত্র সঙ্গত। অনেকে বলিয়া উঠিল, হাঁ তাও ঢের্ আছে, কিন্তু আপনি বলুন্ দেখি, আপনার এক মন হলে ঠিক্ হয় কি না?

স্মার্ত্তবাগীশ্। আচ্ছা তাই হবে। কেমন হে? সকলে ইহাতে সম্মত আছ, রাজা সোনার আটমন বাঁটুল করিতে অশক্ত, আট মন পিতলের বাঁটুল করিতে অশক্ত, অতএব একমন পিতলের বাঁটুল রাজকুমারের উপযুক্ত হয়। সকলেই ইহাতে

সম্মতি দিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, রাজা ও দেওয়ানকে ডাকিয়া হুকুম দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

কিছু দিন পরে কাঁসারি পিতলের এক মন বাঁটুল লইয়া আসিল। রাজার শক্তি নাই যে তুলিয়া দেখে, অজবুক দেওয়ানকে ডাকিল, দেওয়ান বাঁটুল দেখিয়া বড় খুসী হইল, এবং কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া যত কিছু খোসামোদ কথা নিয়ে আসিয়া ছিল, সমস্তই প্রায় রাজাকে দান করিল। পরে কাঁসারিকে বলিল, কেমন রে, রাজকুমার বাঁটুল নিয়ে বেশ্ খেল্‌তে পাব্‌বে তো।

কাঁসারি। রাজকুমার কে? আমার দোকানের পাশে তো রাজ-মিস্ত্রি আছে, সে তো এ বাঁটুল ভাল করে পরাপেটে বসাতে পারবেনা।

দেওয়ান। ওরে বেটা তুই কি বলচিস্! রাজমিস্ত্রি কি? আবার পরাপেট্ কি? রাজার ছেলে রাজকুমার তিনি খেলা করিবেন।

কাঁসারি। দেওয়ান বাবু! এই বাবুর ছেলের নাম কি রাজকুমার; তিনি পরাপেটে কি করে বসাবেন, তিনি তো রাজমিস্ত্রি নন্, তিনি বাবুর ছেলে।

দেওয়ান। দূর বেটা মূর্খ, রাজার ছেলে যে তাকে রাজ-কুমার বলে, তাদের নাম আলাহিদা, তুই বেটা পরাপেট্ কি বলচিস্।

কাঁসারি। দেওয়ান বাবু জানেন না, ঐ যে বাড়ীর সাম্‌নে ছাতের উপর তৈয়ার করে, কত লোক কত রকম

করে, কিন্তু দেওয়ান বাবু, ঐ বাটীতে যা করেচে তা আর কি বলবো, আল্‌সের উপর যেন শূন্যে কত পরী শুয়ে আছে, আবার তাতে কত রকমের কত ফুল কেটেছে, তা আপনি এমন্ বাঁটুল কেন তৈয়ার কর্‌লেন।

দেওয়ান। মহারাজ! এ বেটা পরাপেট্, পরাপেট্ কি বল্‌চে।

রাজা। অজবুক! তুমি বুঝিতে পারনি, ঐ যে আমার বাটীর সাম্‌নে মাঝ্ খানে ছাতের উপর একটা মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, ওকেই পরাপেট্ বলে, তা ও বেটার এর সঙ্গে কি। তুমি পাড়া গেঁয়ে মেড়া কি না, সেই জন্য বুঝ্‌তে পারনি, সে যাহা হউক, এখন বেটাকে বাঁটুলটা এইখানে রেখে যেতে বল, তুমি কি আর কোন লোক পেলে না?

দেওয়ান। না মহাশয়! ও কারিকর ভাল, আর শীঘ্রই দিবে বল্‌লে, সেই জন্যই আমি ওকে দিয়ে ছিলাম, "ওরে কাঁসারি! তুই এইখানে বাঁটুল রেখে যা।"

কাঁসারি। দেওয়ান বাবু, আমি পার্‌ব না, ডাল্ ভাত্ খাই তাতে আবার মূর্খ, আপনি দরয়ান্‌দের বলুন্।

দেওয়ান বলিল। দূর্ বেটা মূর্খ, রাজার ছেলে নিয়ে খেলা কর্‌বে।

কাঁসারি। দেওয়ান বাবু, রাজার ছেলে তবে তো ভীম হয়েছে, কত বড়, আমার চেয়ে বড?

দেওয়ান। এ বেটা বড় জ্বালাতে লাগ্‌লো, সে ছেলে মানুষ, দুই বৎসরের ছেলে।

কাঁসাবি। ওঃ বাবা! সে মরে যাবে না, ছেলে মানুষ সে কি করে তুল্‌বে? দাওয়ান বাবু সে কখন্ তুল্‌বে, আমি দেখ্‌তে পাব না?

. দেওযান। পাবি দাঁড়া এখানে। দেওযান কেঁ হায বলিযা ডাকিলে, হুজুর বলিযা এক দ্বারী সম্মুখে আসিল। দেওযান দ্বারীকে হুকুম্ করিল, এই বাঁটুল ঘর্‌কো অন্দর্ রাখো। দ্বারী বহু কষ্টে তুলিয়া ঘরের ভিতর রাখিযা গেল।

রাজা দেওযানকে বলিল। ওহে, রাজকুমার এ কি করে নিয়ে খেলা কর্‌বে।

দেওয়ান। শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য, সকল পণ্ডিতে মত দিয়াছে, রাণীমা তিনিও রামাযণে পড়েচেন, আপনিও মত দিযাছেন। আপনার হুকুমে তৈয়ারি করা হইল, আমিও আপনার কৃপায সমস্তই জানি, রাজকুমারের এই উপযুক্ত হয়।

রাজা। আচ্ছা তবে রাজ কুমারকে নিয়ে আস্‌তে বল।

দেওযান মধুকে ডাকিযা বলিল, গোলাপীকে বল্‌গে রাজ কুমারকে এই খানে নিযে আস্‌তে।

রাণী উঠানের দ্বিতলের এক পাশের ঝিলির ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতে ছিলেন, কারণ তাহার পুত্র ভরত, দশরথের পুত্র ভরতের মতন্ বাঁটুল খেলিবেন, আনন্দের সীমা নাই, রাণী গোলাপীকে ডাকিযা বলিল, গোলাপি! তুই রাজ কুমারকে রাজার কাছে বাহিরে নিয়ে যা, আমার ভরত আজ বাঁটুল খেলিবে।

গোলাপী রাজ দরবারের দরজাতে, আসিতে না আসিতে দেওয়ান খোকাকে কোলে করিয়া কাঁসারিকে দেখাইয়া, রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা খোকাকে দেখিয়া হাসিতেহাসিতে বলিল, খোকা তোমার কেমন বাঁটুল হইযাছে দেখিয়াছ, দেখ তুলিতে পারিবে? খেলা করিতে পারিবে? দেওযান তৎক্ষণাৎ খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল, খোকাও বাঁটুলের নিকট গিযা কতরকম্ ভাবভঙ্গি করিতে লাগিল, তুলিতে চেষ্টা করিল, (বাল স্বভাব সিদ্ধ) কিন্তু যখন আনন্দ মিটিল না ও আনন্দ পায না, তখন ফিরিযা বাপের নিকট আসিয়া নানা কথা বলিতে লাগিল।

দেওযান। রাজাকে বলিল, মহাশয়। রাজ কুমার ইহা তুলিতে পারিবে না বোধ হয়, ইহার উপর তুলিযা দিলে খেলিতে পারিবে। অমনি কাঁসারী বাহির হইতে, "ইহাতে লীলা খেলা ফুরাবে" বলিয়া, একেবারে দেওযানের সামনে উপস্থিত হইয়া কসে এক চড মারিল, দেওযানও উহাকে ধরিল। দুই জনে বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা ভযে অস্থির হইযা "সিপাই। সিপাই! আরদালি! আরদালি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সিপাইএর বদলে মধুও এক মেডিমারা দরয়ান্ আসিযা উপস্থিত হইল, রাজা রাগিয়া বলিলেন, "এই শালাকো মার্কো বাহার কর্দেও, খুনে হায়, খুনে হায়" উহারা কাঁসারিকে বিরালে ইঁদুর ধরার মতন ধরিয়া, মারিতে মারিতে লইযা গেল। রাজা তাডাতাড়ি কোঁচার কাপড়

দিয়া, দেওয়ানের মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, খুনে বেটাকে কোথা থেকে নিয়ে এলে, এখুনি মেরে ফেলেছিল, ঠাণ্ডা হও, বস, বস।

. দেওয়ান রাগে ও দুঃখে গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিতে লাগিল। শালা জাতে কাঁসারী, গণ্ডমুর্খ। আদার ব্যাপারি হয়ে শালার জাহাজের খবরে কাজ কি। বড বড বামুন্ পণ্ডিত বেটারা কত পয়সা নিয়ে মত দিলে, কত শাস্ত্র হইতে বামুন্ বেটারা শ্লোক উদ্ধার করিল, কি না শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য হইবে, তাতে আবার রাণীমা রামায়ণে পড়েচে, রাজা বুদ্ধিমান, সে সব্ আবার ভাল করে বিবেচনা করে দেখেচেন, আমি দেওয়ান, সব্ জানি, তা তে আবার একুর্জামিন্ করে নিয়েচি, বেটা কি না সইতে না পেরে, হনুমানের মতন্ এক লাফ দিয়ে এসেই চপেটাঘাত। তা রাজা মহাশয় কি বল্‌বো, যদি আরদালি সিপাই বেটারা না আস্‌তো, তো শালাকে আজ যমালয়ে পাঠিয়ে দিতুম্।

রাজা বলিল। অজ্‌বুক্! ঠাণ্ডা হও, এখন ওসব্ ছেড়ে দাও।

দেওয়ান উত্তর কারল। ছেড়ে দেবো কি মহারাজ! বেটাকে এক পয়সা দেবোনা, বেটার কে সাক্ষী আছে, যে রাজার পিতলের এক মণ বাঁটুল গড়িয়াছে।

রাজা। ঠিক্ ঠিক্, ছোট লোক্‌কে ভাতে মারাই ভাল। অজবুক্, তুমি কি বুদ্ধিমান্, কি ফিকিরবাজ্, হাজার হোক্ লেখাপড়া শিখেচো কি না। তা এখন যা ভাল হয় তা কর।

দেওয়ান বলিল। মহাশয় আসুন, দুই জনে তুলিয়া রাজকুমারের বুকে দিই, তা হইলেই বোধ হয় বেশ্ খেলা করিবে। দশরথের পুত্র ভরত যখন খেলে ছিল, তখনও এই রকম্ করে তুলে দিয়ে থাকিবে, কারণ শাস্ত্র মিথ্যা হয় না। আর দেখুন, আট মন হইতে এক মন হইয়াছে, কিন্তু আপনি দশরথের চেয়ে কিছুই কম্ নন্।

রাজা বলিল। তবে এস। খোকা এই সব্ দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া মা, মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, খোকা খোকা বলিয়া রাজা কত আদর করিতে লাগিল, ঐ দেখ তোমার কেমন বাঁটুল, খেলা করিবে চল, খোকাও ঐদিকে চলিল, নানা রং তামাসা করিতে লাগিল।

দেওয়ান বলিল. তুমি এইখানে শোও, দেখ কেমন বাঁটুল নিয়ে খেলা করিবে, খোকা শুইল, আর উঠিল না। হে পাণ্ডিত্যাভিমানীপাষণ্ড! তোমাদের ইহাতে কিছুই অলাভ নাই, কারণ তোমরা পাষণ্ড, তবে এইরূপে পুত্রের কেন দুর্দ্দশা বর্দ্ধন কর, এখন তারা কিছুই জানে না।

হে বালক বালিকাগণ! তোমরা আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। যাহাতে সভ্য হইতে পার, তাহার পথ অবলম্বন কর। সমাজ ধর্ম্ম শিক্ষকের নিকট শিক্ষা কর। এক পোষাক কর, এক খাদ্য খাও, এবং এক রং যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা পাও, যদি এই রকম কর, তাহা হইলে কোন দিন জগতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। পুরাতন শ্লোক ছেড়ে

দাও, পুরাতন অভিমান ছাড, পুরাতন "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বলিয়া খিঁচুড়ি পাকান রহিত কর, যাকে তাকে অবতার অর্থাৎ বাপ ঠাকুরদাদা বলা ছেড়ে দাও, সুন্দর দেখিলেই বাপ বলিও না। স্থূলের একতা শিক্ষা কর, স্থূলকে খুব বেশী আদর কর। পৃথিবীর স্বাধীন রাজাদের দেখিয়া, ধর্ম্মের, পোষাকের, খাদ্যের ও রঙের একতা শিক্ষা কর। স্থূলের একতার নাম বাহ্যযোগ, আর দেহের একতার নাম অন্তর যোগ। জগতে যাহা কন্সেন্ট্রেট্ করিবে, তাহারই ক্ষমতা শক্তি অন্যের অপেক্ষা বেশী হইবে। গান্ পাউডার ধোয়ার কন্সেন্ট্রেসন্ হয়, আবার গান্ পাউডারের কন্সেন্ট্রেসন্ ডিনামিট্ হয়। বড় বড় যুদ্ধ হইলে তার পর সেই স্থানে মহাবৃষ্টি হয়, কারণ ধোয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করে। সাত্ ধর্ম্ম, সাত্ পোষাক, সাত্ খাদ্য ও সাত্ রং থাকিলে কোন কালে সভ্য হইতে পারিবে না। মূর্খেরা বলে, আজ্‌কাল বাঙ্গালা বড় সভ্য হইয়াছে, কারণ দুই চারিটী মেয়ে সিমির উপর বোম্বাই সাটী পরিতে শিখিয়াছে, মেয়ের পায়ে জুতা ও মোজা হইয়াছে, পাউডার মাখিয়া রং ফলাতে শিখিয়াছে, বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে, কালা ও ধলার ভিতর হইতে স্বামী মনোনীত করিতে শিখিয়াছে, বিধবা বিবাহ করিতেছে, হাতা বেড়ী ছাড়িয়া গৈরিকধারী হইয়া অবতার তৈয়ার করিতেছে, আর সব দুঃখ হরিপালে দিয়া, টীয়া পাখীর ন্যায় "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বুলি কপ্‌চাতে শিখিয়াছে। পুরুষেরাও ইহাদিগের

অপেক্ষা কম্ নহে, তাহাদেরও সব্ হইয়াছে, দুঃখের ভিতর কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না,'কেহ কাহার ভাল দেখিতে পারে না, সকলেই হাম্ বড়া, সকলেই হাম্ গোরা, সকলেই হাম্ ব্রহ্মা।

চতুরঙ্গ বিহনে রাজা নাহি হয়,
কলাপ্ ব্যাকরণে লিঙ্গ নাই কয়।
প্রলাপ বাক্য প্রায় হয় সমুদয়,
তবু সকলে শাজা লইতে সদয়।

পাঁচটি অধ্যায়েতেই গল্পের ছলে ইস্পিরিট্ ও মোট্টারকে অর্থাৎ এক ও বহুকে বুঝান হইয়াছে। এক ও বহু কি ইহা না জানিয়া, অশিক্ষিত লোকের পরামর্শে অর্থাৎ বুদ্ধিতে কার্য্য করিলে, শেষে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ছেলেধরা ও ডাইনীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় খালি লবণ ও জল পড়া অর্থাৎ চিন্তা-রহস্য। বালকবালিকারা যেন কোন সময়ে লবণ ও জল পড়া রহিত না হয়, কারণ হইলেই ছেলে ধরা ও ডাইনীরা ধরিবে ও খাইয়া ফেলিবে। সাবধান, সাবধান, সাবধান।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভারতরাজাবলি।

সূর্য্যবংশ।

১। ইক্ষাকু।
২। কুক্ষি।
৩। বিকুক্ষি।
৪। বাণ।
৫। অনরণ্য।
৬। পৃথু।
৭। ত্রিশঙ্কু।
৮। ধুন্দুমার।
৯। যুবনাশ্ব।
১০। মান্ধাতা।
১১। সুসন্ধি।
১২। ধ্রুবসন্ধি।
১৩। ভরত।
১৪। অসিত।

ভারত রাজাবলি ঠিক্ করা অতি দুরুহ, কারণ কোন সংস্কৃত পুস্তক হইতে ঠিক্ করা যায় না। রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত, যাহাহইতে ঠিক্ করা যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, একখানি পুস্তক অপর একখানি পুস্তকের সহিত মিল নাই, রামায়ণ মহাভারতের সহিত, মহাভারত পুরাণের সহিত, পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত মিলনাই, প্রত্যেক প্রত্যেক পুস্তক, প্রত্যেক প্রত্যেক রকম লিখিয়াছে, কিন্তু সমস্ত পুস্তকই এক সূর্য্য ও চন্দ্র বংশকে বিশেষ রূপে বর্ণনা

১৫। সগর।	২৬। শীঘ্রগ।
১৬। অসমঞ্জ।	২৭। মরু।
১৭। অংশুমান।	২৮। প্রসুশ্রুক।
১৮। দিলীপ।	২৯। অম্বরীষ।
১৯। ভগীরথ।	৩০। নহুষ।
২০। কাকুৎস্থ।	৩১। যযাতি।
২১। রঘু।	৩২। নাভগ।
২২। কল্মষপাদ।	৩৩। অজ।
২৩। শঙ্খন।	৩৪। দশরথ।
২৪। সুদর্শন।	৩৫। রামচন্দ্র।
২৫। অগ্নিবর্ণ।	

করিয়াছে। কোন্ পুস্তক ঠিক্ এবং কোন্ পুস্তক অঠিক্ ইহা ঠিক্ করা অতি ভয়ানক ব্যাপার, এক পক্ষে বাল্মীকিকে আঘাত করা হয়, অপর পক্ষে ব্যাসকে আঘাত করা হয়, আমাদের মতন লোকের উচিত হয় না কোন পক্ষকে আঘাত করা, তদকারণ সূর্য্য বংশ রামায়ণে যাহা আছে, এবং চন্দ্র-বংশ মহাভারতে যাহা আছে তাহাই উদ্ধৃত হইল। কশ্যপ দক্ষ রাজার কন্যা দাক্ষায়িনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, হর দক্ষরাজার কন্যা দাক্ষায়িনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কশ্যপ ও হর শ্বেত ছিলেন, ইক্ষাকু লাল ছিলেন, প্রথমটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শ্বেত, দ্বিতীয়টি প্রকৃত ক্ষত্রিয় অর্থাৎ লাল, কশ্যপ আসিয়া কাশ্মীর স্থাপন করেন, ইক্ষাকু অযোধ্যা স্থাপন করেন।

চন্দ্রবংশ।

৩৬। ভরত।
৩৭। ভুমণ্যু।
৩৮। সুহোত্র।
৩৯। হস্তী।
৪০। অজমীঢ।
৪১। ঋক্ষ।
৪২। সম্বরণ।
৪৩। কুরু।
৪৪। জন্মেঞ্জয়।
৪৫। ধৃতরাষ্ট্র।
৪৬। প্রতীপ।
৪৭। শান্তনু।
৪৮। বিচিত্রবীর্য্য।
৪৯। পাণ্ডু।
৫০। যুধিষ্ঠির।
৫১। পরীক্ষিত।
৫২। জন্মেঞ্জয়।২

জরাসন্ধ বংশ।

৫৩। সহদেব।
৫৪। মার্জ্জারি।
৫৫। শ্রুতশ্রব।

ইঁহারা এক স্থান হইতে আসে নাই,যদি আসিতেন তাহা হইলে এক রং হইতেন। একজন শ্বেত দেশ হইতে এবং অপরটি লাল দেশ হইতে আসিযাছিলেন, কোন্ সময তাহা ঠিক্ করা যায়না, কারণ অনেক অব্দ গত হইয়াছে। ইঁহারা এবং ইঁহাদিগের আনুসঙ্গিক জন সস্ত্রীক আসিযা ছিলেন কি না, তাহার অত্যন্ত গোলমাল্, যদিও আসিযা থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের দেশীয় স্ত্রীতে যে তাঁহাদেব সন্তান সন্ততি হইবেনা তাহা ঠিক আছে, বিশেষত শ্বেতদের, কারণ উমা এক দিন হরের সহিত পুত্র কামনা করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবতারা আসিয়া তাঁহার কামনা ভঙ্গ করায় তিনি কোপান্বিতা হইয়া শাপ দেন, "যেমন তোমরা আমার পুত্র কামনা ভঙ্গ

৫৬। অযুতায়ু।
৫৭। নিবমিত্র।
৫৮। সুনক্ষত্র।
৫৯। বৃহৎসেন।
৬০। কর্ম্মজিৎ।
৬১। সুতঞ্জয়।
৬২। বিপ্র।
৬৩। শুচি।
৬৪। ক্ষেম।
৬৫। সুব্রত।
৬৬। ধর্ম্মসূত্র।
৬৭। সম।
৬৮। দ্যুমৎসেন।
৬৯। সুমতি।
৭০। সুবল।

৭১। সুনীথ।
৭২। সত্যজিত।
(সত্যজিতের পুত্র রিপুঞ্জয়কে তাহাব মন্ত্রী সুনিক হত কবিয়া তাহাব পুত্র প্রদ্যোতকে রাজা কবিয়া ছিল)।

সুনিকবংশ।

৭৩। প্রদ্যোত।
৭৪। পালব।
৭৪।১। বিশাখ যুপ।
৭৪।২। জনক।
৭৫। নন্দিবদ্ধন।

৭৬। শিশুনাগ।
৭৭। কাকবর্ণ।

কবিলে, তেমন তোমাদের স্বদেশীয় স্ত্রীতে তোমাদের অপত্য উৎপত্তি হইবেক না” ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে শ্বেতদেব পুত্রেরা অন্য দেশীয় স্ত্রী হইতে হইযাছে। সপ্তৃষিরাই প্রকৃত শ্বেত, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত; ক্রতু ও ভৃগু ইঁহারা কেহ লালেতে ও কেহ কালাতে সন্তানউৎপাদন কবিয়াছেন, ইঁহাদেব বংশাবলি দেখিলে জানিতে পারিবে, তন্মধ্যে পুল হও ক্রতুবংশ লোপ জানিবে। ইক্ষাকুব শত পুত্র হইতে অনেক রকম বংশ স্থাপন হইয়াছে, তন্মধ্যে দশজনের কিছু কিছু বলিব। সর্ব্ব কনিষ্ঠ কবি বিবাহ না করিযা মানব লীলা সম্বরণ করেন। নবম নভাগ তাঁহাব বংশে রথীতর জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অপুত্রক হওয়ায়, অঙ্গিরাকে অনুরোধ করায়, অঙ্গিরা রথীতরের স্ত্রীতে

৭৮। ক্ষেমধর্ম্মন।
৭৯। ক্ষেত্রঞ্জয়।
৮০। বিম্বিসার।
৮১। অজাতশত্রু।
৮২। দর্ভক।
৮৩। অজয়।
৮৪। নন্দিবর্দ্ধন।
৮৫। মহানন্দ।
৮৬। নন্দ।

মৌর্য্য বংশ।
(চানক্য নন্দকে হত করিয়া চন্দ্র গুপ্তকে রাজা করেন)।
৮৭। চন্দ্রগুপ্ত।

৮৮। বিন্দুসার।
৮৯। অশোক বৰ্দ্ধন।
৯০। সুযশা।
৯১। দশরথ।
৯২। সঙ্গত।
৯৩। শালিশূক।
৯৪। সোমশর্ম্মা।
৯৫। সতধন্ব।
৯৬। বৃহদ্রথ।

শুঙ্গবংশ।
(বৃহদ্রথের মৃত্যু হইলে তাহার সেনাপতি পুষ্পমিত্র রাজা হন)
৯৭। পুষ্পমিত্র।

সন্তান উৎপাদন করেন এবং উহারা রথীতর ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। অষ্টম নরীসন্ত ইঁহার বংশে অগ্নিবেশ্য জন্ম গ্রহণ করেন এবং উঁহার সন্তানেরা আগ্নিবৈশ্যায়ন ও কানীন ও জাতূকর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। সপ্তম বৃষধ্র অগ্নিতে দেহ ত্যাগ করেন। ষষ্ঠ করূষ তাঁহার পুত্রেরা কারুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। পঞ্চম ধৃষ্ট, তাঁহার বংশেরা ধার্ষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। চতুর্থ দিষ্ট ইনি বৈশ্য হন, ইঁহার বংশে ত্রিন বিন্দু জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি অলম্বুষাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন, এবং যাঁহার কন্যা ইলবিলা বিশ্রবা মুনিকে বিবাহ করিয়াছিল, ইঁহার পুত্রের নাম কুবের। দিষ্টের বংশধরেরা বিশলপতি বলিয়া কথিত। তৃতীয় সর্যাতি, যিনি আপন কন্যা সুকন্যাকে ভৃগু পুত্র চ্যবনকে দান

৯৮। অগ্নিমিত্র।
৯৯। সুজ্যেষ্ঠ।
১০০। বসুমিত্র।
১০১। অদ্রক।
১০২। পুলিন্দ।
১০৩। ঘোষ।
১০৪। বজ্রমিত্র।
১০৫। ভগধত্ত।
১০৬। দেবভূতি।

কন বংশ।

(দেবভূতিকে তাঁহার মন্ত্রী বসুদেব হত করিয়া রাজা হন।

১০৭। বসুদেব।
১০৮। ভূমিত্র।
১০৯। নারায়ণ।
১১০। সুশর্ম্মণ।

অন্ধবংশ।

(সুশর্ম্মাকে বলী হত করিয়া রাজা হন, ইনি জাতে শুদ্র ছিলেন)।

১১১। বলী। ১১২। কৃষ্ণ।
১১৩। শতকর্ণ।
১১৩।২। পৌর্ণমাস।
১১৪। লম্বোদব।
১১৫। দ্বিবিলক।
১১৬। মেঘস্বাতি।
১১৭। পটুমান।

করিয়াছিলেন, যাঁহার বংশে রেবতী জন্ম গ্রহণ করেন, রেবতী শ্রীকৃষ্ণের জেষ্টভ্রাতা বলরামকে বিবাহ করিয়াছিলেন, রেবতী সর্যাতি হইতে চতুর্থ পুরুষ হন। দ্বিতীয় নৃগ, যাঁহার বংশ পঞ্চম পুরুষে লোপ হয়। প্রথম ইক্ষাকু যাঁহার বংশধরেরা অযোধ্যা পতি বলিয়া কথিত হন। ভারতরাজাবলিতে পর্য্যায়ক্রমে যে নাম আছে, তাহা যে কেবল ইক্ষাকু বংশ সম্ভূত ইহা যেন মনে করা না হয়, ইক্ষাকুর ভ্রাতার বংশধর দিগের ও নাম আছে, জানিবে। সগর কশ্যপের কন্যা সুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, রাবণের দিগ্বিজয়েতে সগর হইতে রঘু পর্য্যন্ত কোথায়ও নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু অনরণ্য ও মান্ধাতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়; অনরণ্য রামায়ণের

১১৮। তালক।	১২৯। বিজয়।
১১৯। শীবস্বাতি।	১৩০। চন্দ্রবীজ।
১২০। পুরুষভেরু।	
১২১। সুনন্দন।	১৩১। বিক্রমাদিত্য।
১২২। চকোবক।	পাল বংশ।
১২৩। বটক।	১৩২। সুমদ্র পাল।
১২৪। গোমক্তিপুত্র।	১৩৩। চুন্দ্র পাল।
১২৫। পুবীমৎ।	১৩৪। সহায পাল।
১২৬। মেদাশিরা।	১৩৫। দেব পাল।
১২৭। শিবচ্ছন্দস।	১৩৬। নরসিংহ পাল।
১২৮। যজ্ঞশ্রী।	১৩৭। শ্যাম পাল।

কথিত মত, মান্ধাতার পূর্ব্বপুরুষ, কিন্তু অন্য পুস্তকে মান্ধাতা অনরণ্যের পূর্ব্বপুরুষ, ইক্ষাকু হইতে অনরণ্য পঞ্চম পুরুষ হয় এবং রাম পঞ্চ ত্রিংশত্ পূরুষ হয। রাবণ অনরণ্যকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হারাইয়া গতজীবন করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন, মান্ধাতার সহিত দ্বন্দ যুদ্ধে রাবণ সমান হইয়াছিলেন, মান্ধাতার কন্যাগণকে সৌভরিমুনি বিবাহ করেন, যাঁহার আশ্রমে রামচন্দ্র গিয়াছিলেন। মথুরার রাজা দৈত্য লবণ মান্ধাতাকে দ্বন্দ যুদ্ধে মানবলীলা সম্বরণ করিতে বাধিত করিয়াছিলেন। রাবণ লবণের মাতৃশ্বসা সুর্পনখার ভ্রাতা। লবণ রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্নের দারায় হত হন, এবং রাম রাবণকে স্বর্গে পাঠান। এক রাবণ যে এত কাল বাঁচিয়া এত কাণ্ড

১৩৮। রঘু পাল।
১৩৯। গোবিন্দ পাল।
১৪০। অমৃত পাল।
১৪১। বালী পাল।
১৪২। মহী পাল।
১৪৩। হরি পাল।
১৪৪। সীশ পাল।
১৪৫। মদন পাল।
১৪৬। কর্ম্ম পাল।
১৪৭। বিক্রম পাল।

চন্দ্রবংশ।

১৪৮। মূলুক চন্দ্র।
১৪৯। বিক্রম চন্দ্র।
১৫০। অমিন চন্দ্র।
১৫১। রামচন্দ্র।
১৫২। হরিচন্দ্র।
১৫৩। কল্যান চন্দ্র।
১৫৪। ভীম চন্দ্র।
১৫৫। লাভ চন্দ্র।
১৫৬। গোবিন্দ চন্দ্র।
১৫৭। রাণী পদ্মাবতী।

করিয়া শেষে লঙ্কাকাণ্ডে মানব লীলা শেষ করেন, ইহা কত দূর সম্ভবপর ও যুক্তি সিদ্ধ তাহা পাঠক-পাঠিকাগণেরা মীমাংসা করিয়া লইবে। রাক্ষসের যিনি প্রধান হইতেন ও মানবের ভয় উৎপাদন করিতেন, বোধহয়, তিনিই লোক রাবণ রাবণ বলিয়া কথিত হইতেন, যেমন শতক্রতু করিলেই ইন্দ্র বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু কোনটি প্রথম ইন্দ্র এবং কোনটি শেষ ইন্দ্র যেমন ঠিক্ করা যায় না, তেমন কোনটি প্রথম রাবণ ও কোনটি লঙ্কাকাণ্ডের রাবণ ইহাও ঠিক্ করা অতি দুরুহ ব্যাপার। চন্দ্রবংশের উৎপত্তি অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড যাহা পুস্তক পড়িলে জানিতে পারিবে। চন্দ্র কিঞ্চিত্ দিন বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে সম্ভোগ

বৈরাগী বংশ।	১৬৭। ভীম সেন।
১৫৮। হরি প্রেম।	১৬৮। কল্যাণ সেন।
১৫৯। গোবিন্দ প্রেম।	১৬৯। হরিসেন।
১৬০। গোপাল প্রেম।	১৭০। ক্ষেমসেন।
১৬১। মহাবাহু।	১৭১। নারায়ণ সেন।
সেনবংশ।	১৭২ লক্ষ্মীসেন।
১৬২। আদিসেন।	১৭৩। দামোদর সেন।
১৬৩। বিলাল সেন।	সিংহবংশ।
১৬৪। কেশব সেন।	১৭৪। দীপ সিংহ।
১৬৫। মধু সেন।	১৭৫। রাজ সিংহ।
১৬৬। ময়ুর সেন।	১৭৬। রাণা সিংহ।

করেন, যাহাতে তারার গর্ভ হয়, এই গর্ভ লইয়া দেবতাদিগের মহা হুলু স্থূল হয়, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতারা ইহার কিছুই স্থির না করিতে পারায়, ব্রহ্মা নির্জনে তারাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে তারে? এই গর্ভ কাহা হইতে, তারা লজ্জান্বিতা হইয়া অধঃ-বদন করিয়া বলিলেন, চন্দ্র হইতে, তারার এই পুত্র বুধ বলিয়া খ্যাত। পুরুরবার বংশ হইতে জহ্নু মুনি হইযাছেন, যিনি এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে উদরসাৎ করিয়া ছিলেন, জহ্নু বংশে গাধি জন্ম গ্রহণ করেন যাঁহার কন্যা সত্যবতীকে ভৃগুবংশ ঋচীক বিবাহ করেন, বিশ্বামিত্র গাধির পুত্র হন, ইঁহার শত পুত্র বশিষ্ঠের শাপে ডোম হয়, বিশ্বামিত্রের শাপে বশিষ্ঠের শত পুত্র ডোম হয়। শক্তি হইতে বশিষ্ঠের বংশ থাকে। শুনশেফ হইতে বিশ্বামিত্রের

১৭৭। নব সিংহ।	১৮৬। ইজ মেল।
১৭৮। হরি সিংহ।	১৮৭। মামুদ।
১৭৯। জীবন সিংহ।	১৮৮। মহম্মদ।
চোহান বংশ।	১৮৯। মসুদ ১
১৮০। পৃথ্বী রাজ।	১৯০। মদুদ।
১৮১। অভয় পাল।	১৯১। মসুদ। ২
১৮২। দুর্জ্জন পাল।	১৯২। আবদুল হোসেন আলি।
১৮৩। উদয় পাল।	১৯৩। আবদুল রসিদ।
১৮৪। যশ পাল।	১৯৪। ফেবরু জাদ।
মুসলমান বংশ।	
১৮৫। সবক্ত জীন।	১৯৫। ইব্রাহিম।

বংশ থাকে। বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ ও শ্রীরামের দ্বারায় ক্ষত্রিয়েব বল প্রবল হয়, কারণ বশিষ্ঠ দুর্বাসা ও পরুশুরাম ইত্যাদিগেব নিকট পরাস্থ স্বীকার করিযাছিলেন। পুরুরবার পুত্র আয়ু, তাঁহার পাঁচটীপুত্র হয়। পঞ্চম অনেন, যাঁহার বংশে শাস্ত রাজা জন্মিয়াছিলেন। চতুর্থ বভ, যাঁহার পুত্রেরা রাভ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। তৃতীয় রজি, যিনি প্রহ্লাদের সমসাময়িক। যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর বংশ হইতে বলি রাজা হয়, ইনি অপুত্রক হওয়ায় সম্বত্তের পুত্র দীর্ঘতমাকে অনুরোধ করায়, বলির স্ত্রীতে দীর্ঘতমা সন্তান উৎপাদন করেন, বলির বংশে লোমপাদ তরফে চিত্ররথ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি অঙ্গদেশের রাজা, যাঁহারি সঙ্গে অযোধ্যাপতি দশরথ সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৯৬। মস্থদ। ৩	২০৫। রোজীয়া বেগম।
১৯৭। 'আশ্রন।	২০৬। বৈরাম
১৯৮। বররাম।	২০৭। মস্থদ।
১৯৯। খসরু।	২০৮। নরিকদ্দীন।
২০০। খসরু মল্লিক।	২০৯। ঘেসিয়া উদ্দীন।
তুরস্ক বংশ	২১০। বলবন
২০১। কুতব উদ্দীন আই-বেক।	২১১। কৈকোবদ।
	২১২। জেলালুদ্দীন।
২০২। আরাম।	আলাউদ্দিন।
২০৩। অলটমিশ।	২১৩। ওমার।
২০৪। রুকুদ্দীন ফিরোজ।	২১৪। মবারিক।

প্রহ্লাদ ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, পরাজিতইন্দ্র রজির সাহায্য-প্রার্থনা করেন, রজি প্রহ্লাদকে জয় করিয়া ইন্দ্রকে না দিয়া নিজে ইন্দ্রত্ব বহুদিন ভোগ করিয়া গত হইলে, তাঁহার পুত্রেরা ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতে বাসনা করেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে সম্মত না হইয়া বৃহস্পতির মতানুসারে রজির সমস্ত বংশধরগণকে নষ্ট করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রবৃদ্ধ ইহাঁর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের তিন পুত্র প্রথম কাশ্য, যাঁহার বংশে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি আয়ুর্বেদ প্রণেতা হন। ইঁহার বংশধরেরা কাশীর রাজা বলিয়া খ্যাত। দ্বিতীয় কুশ যাহাতে ক্ষেত্রধর্ম্ম বাজা ছিলেন। তৃতীয় গৃতসমদ যাঁহার বংশে শৌনক জন্মিয়া ঋকবেদ প্রচার করিয়া, বহ্বৃচ

২১৫। খ্যাসুদ্দীন। ১	২২৬। সাএদ এলাউদ্দীন।
২১৬। মহম্মদ।	আফগান বংশ।
২১৭। ফিরোজ।	২২৭। বিলোল লেডী।
২১৮। খ্যাসুদ্দীন। ২	২২৮। সেকন্দর।
২১৯। আবু বেকার।	২২৯। ইব্রাহিম।
২২০। নসিরুদ্দন মহম্মদ।	২৩০। সের সা।
২২১। হোমান্।	২৩১। সেলিম সা
২২২। মামুদ।	২৩২। ফেরোজ সা।
২২৩। সাএদখাঁর খাঁ।	২৩৩। মহম্মদ।
২২৪। সাএদ মবারিক।	২৩৪। সেকন্দর।
২২৫। সাএদ মহম্মদ।	

বলিয়া খ্যাত হন, ইহার বংশধরেরা শুনক, সুহোত্র, গৃৎসমদ প্রবর ও ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। প্রথম নহুষ যাঁহার ছয় পুত্র, জেষ্ঠ্যরাজ্য লইতে অস্বীকার করায়, দ্বিতীয় যযাতিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বর্গে গত হন, অন্য চারিজন যযাতির অনুমত্যানুসারে চারিদিকে গমন করেন। জ্যেষ্ঠ যতি অগস্তের সমসাময়িক ছিল।

যযাতি শুক্রচার্য্যের তনয়া দেবযানী ও দৈত্য বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। যযাতির পাঁচ পুত্র সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু ব্যতীত অন্য চারি পুত্রকে তৈজ্যপুত্র করেন কারণ পুত্রেরা পিতার কথা শুনেন নাই, বিশেষত যদুকে শাপ দেন, "যে তোমার বংশধরেরা সোমবংশ বলিয়া কথিত হইবে না,

মোগল বংশ।	
২৩৫। বেবার।	২৪৫। রেফিয়া আদ্ দৌলত
২৩৬। হুমায়ুন।	২৪৬। মহম্মদ সা।
২৩৭। আকবর।	২৪৭। আমেদ।
২৩৮। জাহাঙ্গীর।	২৪৮। আলামগীর ২।
২৩৯। সাজীহান।	২৪৯। সাআলম্
২৪০। আরংজীব।	কৃশ্চান্ বংশ।
২৪১। বাহাদুর সা।	২৫০। জর্জ। (৩)
২৪২। জেহান্দর সা।	২৫১। জর্জ। (৪)
২৪৩। ফেরক সা।	২৫২। উইলীয়ম।
২৪৪। বেফিযা, আদ্ দির জাদ	২৫৩। মহারাণী ভিক্টোরিয়া

তুমি যাতুধান উৎপাদন করিবে"। পুরু-রাজা হইলেন, যাঁহার বংশে মেধাতিথি জন্ম গ্রহণ করেন, এবং যাঁহার বংশধরেরা প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। অজমীঢ দুরীতক্ষও গর্গ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অজমীঢের বংশে মুদ্গল্য হন, যাঁহার কন্যা অহল্যা, গৌতম মুনিকে বিবাহ করেন। রাজা দুষ্মন্ত পুরুবংশে জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার পুত্র ভরতরাজ চক্রবর্ত্তী হন, যাহা সর্ব্ব পুস্তকে একাধারে বলে। রাজা দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলাকে কণ্বমুনির আশ্রমে বিবাহ করেন, কণ্বমুনি দশরথের সমসাময়িক, রাজা রোমপাদ দশরথের সমসাময়িক, ঋষ্যশৃঙ্গকে রোমপাদের নিকট হইতে দশরথ পুত্রার্থী হইয়া অযোধ্যাতে

মরীচি।
|
কশ্যপ।
|
কাশ্যপ।
|
ভিবাণ্ডক।
|
ঋষ্যশৃঙ্গ।

অত্রি।
|
দুর্ব্বাসা।

ক্রতু

পূলহ

গৌতম।
|
শতানন্দ।
|
সত্যদৃত।
|
শরদ্বান।
|
কৃপাচার্য্য।

পুলস্ত্য।
|
বিশ্রবা।
|
রাবণ ও কুবের।

অঙ্গিরা
|
বৃহস্পতি, সম্বর্ত্ত, উতথ্য
|
বৃহস্পতি — কচ
সম্বর্ত্ত — দীর্ঘতমা,

বৃহস্পতি সম্বর্ত্তের স্ত্রী মমতাতে এক সন্তান উৎপাদন করেন, উঁহার নাম ভরদ্বাজ।
|
দ্রোণাচার্য্য।

ভৃগু।
|
ঋচীক।
|
জমদগ্নি।
|
পরশুরাম।

বশিষ্ঠ।
|
শক্তি।
|
পরাশর।
|
ব্যাস।
|
শুকদেব।

কুশ।
|
কুশনাভ।
|
গাধি।
|
বিশ্বমিত্র।

লইয়া গিয়াছিলেন, শ্রীরাম ভরদ্বাজের সমসাময়িক, চন্দ্রবংশের। ভরত অপুত্রক হওয়ায় ভরদ্বাজকে দত্তকপুত্রে গ্রহণ করেন, ইহার কারণ বিতথ বলে।

শ্রীরাম সরযূতে প্রাণত্যাগ করিবার অগ্রে তাঁহার পুত্রদের ও ভ্রাতার পুত্রদের প্রদেশাধিপতি করিয়াছিলেন, এবং বহুদিন অযোধ্যা অরণ্য হইয়াছিল ইহাও কথিত হয়। এই সব কারণ ভরতকে শ্রীরামের পরে ফেলিলাম, কত দূর ঠিক পাঠক পাঠিকারা মীমাংসা করিয়া লইবে। ভরত হইতে জন্মেজয় পর্য্যন্ত যাহা মহাভারতে আছে তাহাই রহিল। মগধ রাজা সহদেব হইতে বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত স্যার উইলিয়ম জোন্স হইতে উদ্ধৃত হইল। সমুদ্রপাল হইতে যশপাল পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্র মোহনচন্দ্র চন্দ্রিকা হইতে এবং সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থের সহিত মিল করিয়া লেখা হইল। সুবক্তজিন হইতে মহরাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত ইয়ুনি ভারসেল্ ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত হইল।

কাড্‌ওয়ার্থ পড়িয়ে উচ্চ মাথা হবে,
এর্ব্বচ্ নেপোলিয়ানে স্কুলের শিক্ষা লবে।
দত্তা ত্রয়েতে খুব্ জ্ঞানের ভোগ্ খাবে,
বাল্মীকি ব্যাসে সর্ব্ব শিক্ষা পাবে।

চিন্তা-রহস্যটি ফুরাল, নটে গাঁছ্‌টি মুরাল